ব্রহ্মবোধিকা।

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ বিরচিতা

তৎকৃত-বঙ্গানুবাদ-সমেতা চ।

১৭ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৩৩২—আশ্বিন।

প্রিণ্টার—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

এম, আই, প্রেস,

৮৯২।৮ অপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ

প্রণতি।

ব্রহ্মন্! পরমাত্মন্! ভগবন্!

তুমি আছ কি নাই, তুমি জ্ঞেয় কি অজ্ঞেয় ইত্যাদি বিচিকিৎসা লইয়া জগতে কত দ্বন্দ্বেরই আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু এই চিরচলৎসংসারাব্ধির অগণ্য ভীষণ-শোভন তরঙ্গোল্লাসের মধ্যে, বাল্যাবধি মদীয় ক্ষুদ্র হৃদয় স্বীয় তন্ত্রীর অস্ফুট ঝঙ্কারে যেন বলিয়া আসিতেছে যে তুমি আছ, আমায় ব্যাপ্ত করিয়া আছ। কেবল আমায় কেন, বিশ্বমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, তাহা তোমারই অঙ্কাধারে নিহিত, বিধৃত :—

"যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্"।

কিরূপে মানুষ তোমার উপলব্ধিবিষয়ে যোগ্য হইতে পারে তাহা কীর্ত্তন করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ" ॥

অপি চ

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি"।

কিন্তু শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত না হইয়া এবং অশেষ প্রমাদের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া আমি যে তোমার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার এই প্রয়াস বামনের বিধুলাভোদ্যমের ন্যায়, পঙ্গুর নগলঙ্ঘনবাসনার ন্যায়, মূকের বাগ্মিযশোলিপ্সার ন্যায় দুঃসাহসব্যঞ্জক হইলেও তোমার প্রণোদনাই ইহার নিদান। অধুনা চার্ব্বাকোচিত শিক্ষার ফলে মানবহৃদয়ে অর্থেরই মুখ্য স্থান, অহঙ্কারেরই কর্তৃত্ব; তথায় তোমার স্থান নাই বলিলেই হয়, আর যদিই বা থাকে, তাহা অতীব গৌণ, একান্ত সঙ্কীর্ণ এবং তোমার চর্চ্চা ও অর্চ্চা প্রায়শঃ ভানাত্মিকা ও ঐহিক-লাভানুবর্ত্তিনী। আমার অন্তঃকরণও সেই শিক্ষার বিলাসক্ষেত্র, অযুত সংশয়বিষধরের বাসবিবর, কিন্তু তোমার করুণারস-মন্দাকিনীর ক্ষীণপ্রবাহসঞ্চারে সে যেন বিশ্বাসসহকারে বলিতে শিখিয়াছে :—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ"।
তোমায় বুঝি এমনও নহে, বুঝিনা এমনও নহে,
তোমায় জানি এমনও নহে, জানিনা এমনও নহে।

সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মহাজনবর্গের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক, তাঁহাদেরই শিথিল অনুকরণে ত্বদ্‌বিষয়ে কথা কহিবার মানসে না জানি কি অজ্ঞতাই প্রদর্শন করিলাম। ইহাতে বিদ্বজ্জনগণের উপহাসাস্পদ হইব, সন্দেহ নাই। কিন্তু করুণাময়! তোমারই করুণাপ্রভাবে আমি এ কার্য্যে ব্রতী হইলাম। তোমার সে করুণার ঋণ পরিশোধ করিতে পারি, আমার এমন সাধনসঞ্চয় নাই। শুধু সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় নমস্কার করি ও কৃষ্ণধনেশ্বর ধনঞ্জয়ের কথায় বলি :—

'নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব'' ॥
''নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে'' ॥

আবও সর্ব্বেশ। তোমাব ঐ প্রিয় শিষ্য পার্থেব কথায় প্রার্থনা করি ''শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'' যেন তোমাবই শাসনে, জীবনেব প্রতিক্ষণে, বিশ্বব্যবহাবে আত্মমর্য্যাদাবক্ষার্থ সম্যগ্‌বোধেব সহিত সত্য কবিয়া বলিতে পাবি ঃ—

''সর্ব্বভূতান্তরস্থায় নিত্যমুক্তচিদাত্মনে।
প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপায় মহ্যমেব নমো নমঃ'' ॥

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ।

ব্রহ্মবোধিকা।

বেদব্রজানামবসানভাগে
জীবাত্ম-সাম্যাত্মক-বাক্যরাশিঃ।
সিদ্ধান্তসারোপনিষদ-সমাখ্যো
বেদান্ত উক্তোঽখিলবোধপূর্ণঃ ॥ ১ ॥

বেদসকলের শেষভাগে সর্ব্বসিদ্ধান্তসারভূত উপনিষৎ নামে যে জীব ও আত্মার সমতাসূচক বাক্যরাশি আছে, তাহাকেই সমগ্রজ্ঞানপূর্ণ বেদান্ত বলা হয় ॥ ১ ॥

বেদান্তশাস্ত্রে স নরোঽধিকারী
যঃ সর্ববেদাধ্যয়নেন বুদ্ধঃ।
অমুত্র সর্ব্বং ত্যজতীহ কাম্যং
কার্য্যং নিষিদ্ধং চ যতেন্দ্রিয়াত্মা ॥ ২ ॥

যে জিতেন্দ্রিয়মনাঃ পুরুষ সর্ব্ববেদাধ্যয়ন দ্বারা প্রবুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া অত্র ও অমুত্র কাম্য এবং নিষিদ্ধ সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তিনিই বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারী হয়েন ॥ ২ ॥

নৈমিত্তিকং সাধ্যতি যশ্চ নিত্যং
উপাসনাদ্যপ-মঘান্তকং চ।
যঃ সাধনৈঃ সংরুচিতশ্চতুর্ভি—
র্বিশুদ্ধচিত্তো গতকল্মষশ্চ ॥ ৩ ॥

যিনি উপাসনাদিরূপ পাপনাশক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করেন, এবং যিনি বিশুদ্ধচিত্ত, নিষ্পাপ ও চতুঃসাধনসম্পন্ন (তিনিই বেদান্তের অধিকারী) ॥ ৩ ॥

যজ্ঞাদি-কাম্যং ত্রিদিবাপ্তবাপ্ত্যৈ
কার্য্যং নিষিদ্ধং নরকাহিতায় ।
অসাধনে বিঘ্নকরং হি নিত্যং
নৈমিত্তিকং কর্ম্ম সুতাপ্তবাপ্ত্যৈ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞাদি-কাম্যকর্ম্ম স্বর্গাদিলাভের এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম নরকাদি অশুভের কারণস্বরূপ। নিত্যকর্ম্ম না করিলে বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম পুত্রাদি লাভের হেতুস্বরূপ হয় ॥ ৪ ॥

চান্দ্রায়ণাদীনি দৃঢ়ব্রতানি
কর্ম্মাণি পাপক্ষয়সাধনানি ।
গুণান্বিত-ব্রহ্মণি চিত্তবৃত্তি—
প্রচোদনাকার্য্য-মুপাসনঞ্চ ॥ ৫ ॥

চান্দ্রায়ণাদি কঠোরনিয়মসাধ্য কর্ম্ম সকল পাপক্ষয়ের কারণস্বরূপ। সগুণ ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তিপ্রেরণাকার্য্যই উপাসনা ॥ ৫ ॥

নিত্যেন কার্য্যেণ হি বুদ্ধিশুদ্ধি-
নৈর্মিত্তিকেনাঘবিনাশিনা চ ।
উপাসনানাং ফলমেব লোকে
স্থৈর্য্যং হি চিত্তস্য চলস্য সম্যক্ ॥ ৬ ॥

পাপক্ষয়কর নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যের দ্বারা বুদ্ধি বিশুদ্ধতালাভ করে এবং চঞ্চল চিত্তের সম্যক্ স্থিরতাই ভূমণ্ডলে উপাসনার ফল ॥ ৬ ॥

নিত্যনৈমিত্তিকোপাস্তি-সম্যগাচরণেন হি ।
পিতৃসত্যাদি-লোকেষু প্রয়াণং ভবতীত্যপি ॥ ৭ ॥

নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও উপাসনাদি সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে পিতৃলোক সত্যলোক ইত্যাদিতেও গতি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

আদ্যং চতুর্ণাং শৃণু সাধনানাং
অনিত্য নিত্যার্থ-বিবেক এব ।

ব্রহ্মৈব নিত্যং পর-মদ্বিতীয়ং
অনিত্য-মন্যন্নিখিলং জগত্যাম্ ॥ ৮ ॥

চারিটী সাধনের প্রথম সাধন, নিত্য ও অনিত্য বিষয়ের বিবেক অর্থাৎ বিচারজনিত জ্ঞান, পরম অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নিত্য এবং জগতে অন্য সমস্তই অনিত্য ॥ ৮ ॥

ভোগেষ্বরতিঃ সাধনমন্যদত্র
স্রক্‌চন্দনাদিপ্রমদাঙ্গনানাম।
আমুষ্মিকীনাং ত্রিদশালয়স্থ-
সম্পদবিলাসামৃতসংহতীনাম ॥ ৯ ॥

ইহলোকে স্রক্‌চন্দনবনিতাদির এবং পরলোকে স্বর্গীয়সম্পদ্‌বিলাস-সুধারাশির ভোগে অরতি আর একটী সাধন ॥ ৯ ॥

শমো দমশ্চাপরতিস্তিতিক্ষা
শ্রদ্ধা সমাধান মিমাঃ শ্রিয়ঃ ষট্।
সংসেবনীয়াঃ সসমাদরং হি
বেদান্ত-সংবিদগ্রহণপ্রয়াসৈঃ ॥ ১০ ॥

বেদান্তজ্ঞানপ্রয়াসীদিগের সমাদরে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয়টী শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তির সম্যক্ সেবা করা উচিত ॥ ১০ ॥

তত্ত্বোপায়-শ্রবণ-মনন-ধ্যানকর্পাতিরিক্তান্-
মিথ্যাসারাদ-বিষয়-নিকরাৎ স্বান্ত রোধঃ শমো হি।
আত্মাপ্তিদ্বিড্ বিষয় সকলাৎ সর্ব্ববাহ্যেন্দ্রিয়াণাং
প্রত্যাহারো দম ইতি বুধৈর্গদ্যতে জ্ঞানবদ্ভিঃ ॥১১॥

তত্ত্বজ্ঞানের উপায়স্বরূপ শ্রবণ মনন ও ধ্যান ব্যতীত মিথ্যা বিষয়-সকল হইতে চিত্তরোধই শম। আত্মলাভের রিপুস্বরূপ বিষয়সকল হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়সকলের প্রত্যাহরণকে জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরা দম বলিয়া থাকেন ॥১১॥

দূরীভূতে বিষয়নিবহে স্যাদ্ যথা ন প্রবৃত্তি-
ভূর্য়স্তাদৃক্-স্থিতিরুপরতিঃ খ্যায়তে খ্যাতিমদ্ভিঃ ।
কিম্বা ত্যাগাদ্ বিহিত-বিধিনা নিত্য-নৈমিত্তিকানাং
সন্ন্যাসালিঙ্গনমুপরতিঃ কীর্ত্তিতা কোবিদৈশ্চ ॥১২॥

নিখিল বিষয় পরিহার করিবার পর আর যাহাতে পুনর্বার বিষয়প্রবৃত্তি না হয়, সেইরূপ অবস্থিতিকে খ্যাতিমান্ পণ্ডিতেরা উপরতি আখ্যা দিয়াছেন। আর যথাবিধি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মত্যাগানন্তর সন্ন্যাসালিঙ্গনকেও জ্ঞানবানেরা উপরতি নামে কীর্ত্তন করেন ॥১২॥

শীতোষ্ণ-নিন্দাস্তুতি-শোকহর্ষ-
লাভ-ক্ষতীনাং সহনং তিতিক্ষা ।
প্রোক্তং, সমাধান-মজে মহেশে
চিত্তস্য সম্যক্-সমতান-ধারা ॥১৩॥

শীত, উষ্ণ, নিন্দা, স্তুতি, শোক, হর্ষ, লাভ, ক্ষতি ইত্যাদি সহনের নাম তিতিক্ষা। জন্মরহিত মহেশ্বরে চিত্তের সম্যগ্ রূপ একতানধারা সমাধান নামে উক্ত হয় ॥১৩॥

শ্রদ্ধা গুরূণা-মুপদেশ-বাক্যে
শাস্ত্রেষু বিশ্বাসবতী চ নিষ্ঠা ।
বাহ্যার্থ-সংঘাত-মৃষাত্ব-বোধান্-
মোক্ষস্য বাঞ্ছা কথিতা মুমুক্ষা ॥১৪॥

গুরূপদেশবাক্যে এবং শাস্ত্রে বিশ্বাসবতী নিষ্ঠার নাম শ্রদ্ধা। বাহ্য বিষয়রাশি মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবার পর যে মোক্ষের বাঞ্ছা হয়, তাহাকে মুমুক্ষা বলে ॥১৪॥

বিবেকিনে বীতফলস্পৃহায়
শমাদি-সম্পত্তি-বিভূষিতায় ।

কৈবল্যলাভে দৃঢ়-বাসনায়
বেদান্ত-বিদ্যা হি সমর্পণীয়া ॥১৫॥

নিত্যানিত্যবিবেকবান্ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত শমদমাদি-ষট্-সম্পত্তি-সম্পন্ন ও কৈবল্যলাভে একান্তাভিলাষী পুরুষই বেদান্ত-বিদ্যা সমর্পণের যোগ্য পাত্র ॥১৫॥

পরাত্মধর্ম্মঃ সমুদারবিত্তা
জীবস্য ধর্ম্মঃ কথিতাল্পবিত্তা।
অভিন্নতা জীবপরাত্মনো হি
বেদান্ত-শাস্ত্র-প্রতিপাদনীয়া ॥ ১৬॥

সর্ব্বজ্ঞতা পরমাত্মার ধর্ম্ম এবং অল্পজ্ঞতা জীবের ধর্ম্ম। জীব ও পরমাত্মার অভিন্নতা অর্থাৎ ঐক্যই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ॥১৬॥

ব্রহ্মৈব জীবো হ্যপরো ন কশ্চিদ-
ত্যেব বোধ্যো বিষয়োঽদ্বিতীয়ঃ।
জ্ঞানাবশেষোপনিষদসমষ্টি-
বেদান্তশাস্ত্রং খলু বোধকং চ ॥১৭॥

জীবই ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে, ইহাই একমাত্র জানিবার বিষয়। জ্ঞানের সারস্বরূপ উপনিষদ্‌সমষ্টি, যাহাকে বেদান্ত আখ্যা দেওয়া হয়, সেই বেদান্ত-শাস্ত্রই জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্বের বোধক অর্থাৎ সেই অভিন্নত্ব বুঝাইয়া দেয় ॥১৭॥

জীবোঽহজ্ঞানান্ন বিগণয়তি ব্রহ্মণা স্বাপৃথক্ত্বং
তৎপ্রাবল্যাৎ স্মরতি ন নিজং সচ্চিদানন্দভাবম্।
অজ্ঞানং তৎ তিমিরগহনং দীর্য্যতি ব্রহ্মবিদ্যা-
নন্দাবাপ্তি র্ভবতি নিভবাৎ স্বস্বরূপাববোধে ॥১৮॥

জীব অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মের সহিত স্বীয় অভিন্নত্ব বুঝিতে পারে না।

সেই অজ্ঞানের প্রাবল্যহেতু আপনার সচ্চিদানন্দ-ভাব জীবের স্মরণ হয় না। ব্রহ্ম-বিদ্যা সেই ঘোর তিমিরস্বরূপ অজ্ঞানকে দূরীভূত করে এবং জীবের স্বস্বরূপ-জ্ঞান হইলে অত্যন্ত আনন্দলাভ হয় ॥১৮॥

ক্ষুদ্রাহন্তা-মথিত-হৃদয়ো-ঘোরসংসার-সক্তো
ব্রহ্ম-জ্ঞান-গ্রহণ-কুশলো নৈবভোগান্ধচিত্তঃ।
সংসারাব্ধৌ জনিমৃতিগদ-ক্লেশতপ্তোঽধিকারী
তত্ত্বান্বেষী গুরুমনুসরেচ্ছ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥১৯॥

ক্ষুদ্রাহন্তা-মথিত হৃদয়, ঘোরসংসারাসক্ত, ভোগান্ধ-চিত্ত মানব ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে সমর্থ হয় না। সংসারসমুদ্র মধ্যে জন্ম--মৃত্যু-ব্যাধি-ক্লেশাদির তাপে সন্তপ্ত তত্ত্বান্বেষী অধিকারী শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুর অনুসরণ করিয়া থাকেন ॥১৯॥

সশ্রদ্ধোঽসৌ স্বতিগুরুমুখাদ্ বুধ্যতে ত্যক্ততর্কো
বৈলক্ষণ্য-প্রকটনকরং গূঢ়-মধ্যাস বাদম্।
রজ্জাবাশী-গরলধিষণাবদ্ধি বস্তুন্যবস্তু-
রোপোঽধ্যাসো ভ্রমপরিবৃতো রৌপ্যধীবচ্চ শুক্তৌ ॥২০॥

সেই অধিকারী তর্কত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত সুনিপুণগুরুমুখ হইতে ভেদপ্রকটনকারী গূঢ় অধ্যাসবাদ বুঝিয়া থাকেন। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায়, শুক্তিতে রৌপ্যবোধের ন্যায় বস্তুতে ভ্রমাত্মক অবস্তুর আরোপের নামই অধ্যাস অথবা অধ্যারোপ ॥২০॥

সোঽধ্যারোপো ভবতি নিয়তং মায়য়া-জ্ঞানতো বা
তদ্বিক্রান্তং পরিরচয়তে বিশ্ববৈচিত্রবোধম্।
বস্তু ব্রহ্ম দ্বয়বিরহিতং সচ্চিদানন্দভাব—
মেকং সত্যং ভবতি তদৃতে সর্ব্বমন্যদ্ধি নাস্তি ॥ ২১ ॥

মায়া অথবা অজ্ঞানবশতঃ এই অধ্যারোপ নিয়তই ঘটিতেছে। সেই

অধ্যারোপের প্রভাব বিশ্ববৈচিত্র্যবোধ ঘটাইতেছে। এক অদ্বয় সচ্চিদানন্দ ভাবময় সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই বস্তু, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ২১ ॥

কা সা মায়া কিমিদমথবা-জ্ঞানমধ্যাসহেতু
বাক্যাতীতং ন সদপি চ নাসৎ তথা ভাবরূপম্।
জ্ঞানদ্বেষি-ত্রিগুণসহিতং যাবতীয়-প্রপঞ্চ-
মূলং সর্ব্বা-ঘটনঘটনা-কারি যৎকিঞ্চিদেতৎ ॥ ২২ ॥

এই মায়া অথবা অধ্যাসের হেতুস্বরূপ অজ্ঞান কি? এই অজ্ঞান ভাবরূপ যেন একটা কি। ইহা যাবতীয় প্রপঞ্চের মূল এবং সমস্ত অঘটন-ঘটনাকারী। ইহা সম্যক্ জ্ঞাননাশক ত্রিগুণাত্মক এবং বাক্যাতীত অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়। ইহাকে সৎ ও বলা যায় না, অসৎ ও বলা যায় না ॥ ২২ ॥

মায়াধ্যাসাদ্ বিলসতি জগন্-নামরূপ-গ্রহেণ
নিত্যে সত্যে গুণবিরহিতে ব্রহ্মণি দ্বৈতশূন্যে।
মায়ানাশে বিলয়মযতে সপ্রপঞ্চো বিবর্ত্তো
ভাতি ব্রহ্মা-বিতথপরমং শাশ্বতং চাদ্বিতীয়ম্ ॥ ২৩ ॥

মায়াধ্যাসবশতঃ দ্বৈতশূন্য নির্গুণ নিত্য, সত্য ব্রহ্মে নামরূপগ্রহণদ্বারা জগদ্বিলাস হয়। মায়ানাশে প্রাপঞ্চিক বিবর্ত্তের বিলয় হয় এবং পরম শাশ্বত নিত্য সত্য ব্রহ্মই থাকেন ॥ ২৩ ॥

আকারশূন্যং পরমাণুপুঞ্জং
সর্ব্বেন্দ্রিয়াগোচরমাহ নিত্যম্।
আরম্ভবাদী সুতনু নিরংশং
বৈশেষিক-ন্যায়মতাবলম্বী ॥ ২৪ ॥

বৈশেষিক ও ন্যায়মতাবলম্বী আরম্ভবাদী সুসূক্ষ্ম নিরংশ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর আকারশূন্য পরমাণুপুঞ্জকে নিত্য বলেন ॥ ২৪ ॥

ব্রূতে স কার্য্যং হি পৃথঙ্ নিদানাদ্—
বিশ্বস্য সৃষ্টিঃ পরমাণুযোগৈঃ।
লয়ে তু বিশ্বং পরমাণুপুঞ্জে
আকারহীনে লভতেঽবসানম্॥ ২৫॥

আরম্ভবাদী কার্য্যকে কারণ হইতে পৃথক্ বলেন। তিনি বলেন যে পরমাণুসংযোগে বিশ্বের সৃষ্টি হয় এবং প্রলয়ে আকারহীন পরমাণুপুঞ্জেই বিশ্বের অবসান অর্থাৎ পরিণতি হয়॥ ২৫॥

আরম্ভবাদস্য ন যুক্তিযুক্ত-
মসার মেবংবিধসৃষ্টিতত্ত্বম্।
আকারহীনঃ পরমাণুরাশি—
স্তেষাং চ যোগো ন হি চিন্তনীয়ঃ॥ ২৬।

আরম্ভবাদোক্ত এবংবিধ সৃষ্টিতত্ত্ব যুক্তিযুক্ত নহে, ফলতঃ তাহা অসার। পরমাণুরাশি আকারহীন অবস্থায় থাকিতে পারে এবং তাহাদের সংযোগ হয় ইহা চিন্তার অতীত॥ ২৬॥

ব্রবীতি পাতঞ্জলযোগশাস্ত্র-
সাংখ্যাবলম্বী পরিণামবাদী।
স্বকারণাৎ কার্য্যমভিন্নমেবা-
ব্যক্তং সমাস্তে নিজকারণে হি॥ ২৭॥

সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতাবলম্বী পরিণামবাদী বলেন যে কার্য্য স্বীয় কারণ হইতে অভিন্ন, কার্য্য অব্যক্তাবস্থায় নিজকারণের মধ্যে অবস্থিতি করে॥ ২৭॥

সম্পাদিতৈবং পরিণামবাদে
বিশ্বপ্রপঞ্চস্য বিধানবার্ত্তা।
প্রকাশনাৎ প্রাক্ প্রকৃতৌ হি বিশ্বং
বিলীনমস্তি ত্রিগুণাত্মিকায়াম্॥ ২৮॥

পরিণামবাদে বিশ্বপ্রপঞ্চসৃষ্টির কথা এইরূপ উক্ত হয় যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে বিশ্ব প্রকাশের পূর্ব্বে বিলীন হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

প্রাক্ সর্জ্জনাৎ সত্ত্বরজস্তমাংসি
ত্রীণি প্রকৃত্যাং সমতাং গতানি।
সান্নিধ্যহেতোঃ পুরুষস্য তস্যাঃ
সঞ্জায়তে চঞ্চলতা গুণানাম্ ॥ ২৯ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির মধ্যে সমতা-প্রাপ্ত অবস্থায় থাকে। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির গুণত্রয়ের চঞ্চলতা জন্মে ॥ ২৯ ॥

বৈষম্যমেতদ্ধি গুণত্রয়স্য
বিচিত্রবিশ্বস্য বিকাশবীজম্।
মহান্ প্রকৃত্যা মহতোঽপি চাহং—
তত্ত্বং তথৈবাদশ চেন্দ্রিয়াণি ॥ ৩০ ॥

তন্মাত্রবৃন্দং তদনন্তরং হি
স্থূলানি ভূতানি ততশ্চ পঞ্চ।
জায়ন্ত এবং পরমো বিভাতি
প্রপঞ্চসংবদ্ধ ইবাবিবেকাৎ ॥ ৩১ ॥

গুণত্রয়ের এই বৈষম্যই বিচিত্র বিশ্ববিকাশের বীজস্বরূপ। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব এবং একাদশ ইন্দ্রিয়, তদনন্তর তন্মাত্রবৃন্দ এবং তৎপরে পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হয় এবং পুরুষ অবিবেক-বশতঃ প্রপঞ্চসংবদ্ধের ন্যায় হইয়া থাকেন। ৩০ ৩১ ॥

সংসারিতাং সাধ্যতি পুরুষস্য
প্রধান-মিথ্যা-সুখ-দুঃখ-বন্ধঃ।

কিন্তু প্রকৃত্যাঃ পুরুষস্য ভেদ-
প্রবোধ-লাভে পুরুষস্য মুক্তিঃ ॥ ৩২ ॥

প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির এইরূপ মিথ্যা সুখ, দুঃখ, বন্ধ পুরুষের সংসারিত্ব সাধন করে। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষের মুক্তি হয় ॥ ৩২ ॥

ন যুক্তিযুক্তং পরিণামবাদ—
সিদ্ধান্তমেতদ্ধি কুতোঽবিবেকঃ।
কথং প্রবৃত্তিঃ প্রকৃতেজ্জড়ায়াঃ
ক্ষোভঃ কথং বা প্রকৃতেগুণানাম্ ॥ ৩৩

পরিণামবাদের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ অবিবেক কোথা হইতে আইসে, জড়া প্রকৃতির প্রবৃত্তি কি প্রকারে হয়? এবং প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্ষোভ বা চাঞ্চল্য কি রূপেই বা হয় ॥ ৩৩ ॥

চৈতন্যরূপঃ পুরুষোঽক্রিয়শ্চেৎ
কুতঃ প্রধানস্য নু সৃষ্টিশক্তিঃ।
যদি প্রবৃত্তিঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবঃ
কদা কথং বা গুণসাম্যভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ যদি নিষ্ক্রিয় হয়েন, প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তিই বা কোথা হইতে আইসে। যদি প্রকৃতির স্বভাবই প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে গুণত্রয়ের সাম্যভাব কখন এবং কিরূপে হয় ॥ ৩৪ ॥

ব্রবীতি তস্মাদ্ধি বিবর্ত্তবাদী
মায়াময়ং সর্ব্ব-জগৎ-প্রপঞ্চম্।
একাদ্বিতীয়াত্ম-রহস্য-শক্তি—
র্মায়া হি সানির্ব্বচনীয়ভাবা ॥ ৩৫ ॥

সেহহেতু বিবর্ত্তবাদী নিখিলজগৎপ্রপঞ্চকে মায়াময় বলেন। অনির্ব্বচনীয়ভাববিশিষ্ট মায়াই এক অদ্বিতীয় আত্মার বহুত্বশক্তি ॥ ৩৫ ॥

ব্যষ্ট্যা সমষ্ট্যা বহুধৈকবচ্চ
ভাতীদমজ্ঞান-মপূর্ব্বশক্তি।
যথোচ্যতেঽবণ্যমিতি দ্রুসংঘো
জলাশয়ো বেতি পয়ঃসমষ্টিঃ ॥ ৩৬ ॥

এই অপূর্ব্বশক্তিসম্পন্ন অজ্ঞান ব্যষ্টিভাবে বহু এবং সমষ্টিভাবে এক বলিয়া প্রতিভাত হয়, যেমন বৃক্ষসমূহের সংহতিকে অরণ্য এবং জলরাশির সমষ্টিকে জলাশয় বলা হয় ॥ ৩৬ ॥

নানাপ্রকারৈঃ প্রতিভাসমান—
জীবস্থিতাজ্ঞান-সমষ্টিরেকা।
বিশ্বং চ জীবাদি-পদার্থ-বৃন্দ—
মজ্ঞানমাত্রং ন তু কিঞ্চিদন্যৎ ॥ ৩৭ ॥

নানা প্রকারে প্রতিভাসমান জীবগত অজ্ঞান সমষ্টি এক। নিখিল বিশ্ব ও জীবাদি-পদার্থ-নিচয় অজ্ঞানমাত্র, অন্য কিছুই নহে ॥ ৩৭ ॥

*সর্ব্বোত্তমপাধিতয়া বিশুদ্ধ-
সত্ত্বান্বিতাজ্ঞান-সমষ্টিরেষা।
চৈতন্যমস্যাং সমুপাহিতং হি
গৃহ্লাতি সর্ব্বেশ্বর-নামধেয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

এই অজ্ঞান-সমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধি ধারণ করিলে বিশুদ্ধ সত্ত্বযুক্ত হয়। বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানসমষ্টিতে চৈতন্য উপহিত হইলে সেই চৈতন্য সর্ব্বেশ্বর নাম গ্রহণ করেন ॥ ৩৮ ॥

গুণান্বিতাজ্ঞানসমষ্টিরেষা
প্রোক্তাত্মশক্তিঃ প্রকৃতিশ্চ মায়া।
অস্যাং সদা সাম্যদশা গুণানাং
সমগ্রবিশ্বোদ্ভবকারণং সা॥ ৩৯॥

এই ত্রিগুণসমন্বিত অজ্ঞানসমষ্টিকে আত্মশক্তি, প্রকৃতি এবং মায়া আখ্যায় আখ্যাত করা হয়। ইহাতে সর্বদা গুণত্রয়ের সাম্যদশা থাকে। ইহাই সমগ্র বিশ্বোৎপত্তির কারণ॥ ৩৯॥

সর্বজ্ঞ-সর্বেশ্বর-সর্বসাক্ষি-
সমগ্র-সংসার-নিয়ন্তৃভাবম্।
প্রাক্ সর্জনাৎ সংলভতে পরাত্মা
মায়াশ্রয়াচ্ছক্তি-বিকাশনাদ্বা॥ ৪০॥

সৃষ্টির প্রাক্কালে পরমাত্মা মায়াশ্রয় অথবা শক্তিবিকাশনহেতু সর্বজ্ঞত্ব, সর্বেশ্বরত্ব, সর্বসাক্ষিত্ব, ও সমগ্রসংসারনিয়ন্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন॥ ৪০॥

এষা হি মায়াখিল-কারণত্বান্
নিগদ্যতে কারণবর্ম্ম চেতি।
আচ্ছাদকত্বাদতিমোদনত্বাৎ
সংকীর্ত্তিতানন্দময়শ্চ কোষঃ॥ ৪১॥

সমগ্র সংসারের কারণত্ববশতঃ এই মায়াকে কারণশরীর বলা হয়। আচ্ছাদকত্বহেতু ও অত্যানন্দপ্রদায়িত্বহেতু ইহাকে আনন্দময় কোষ বলা হয়॥ ৪১॥

সমস্তোপরমত্বাদ্ধি মহাসুষুপ্তিরুচ্যতে।
স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রপঞ্চানাং লয়স্থানং তথৈব চ॥ ৪২॥

সমস্ত পদার্থ ইহাতে উপরত হয় বলিয়া ইহার নাম মহাসুষুপ্তি। ইহাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চসকলের লয়স্থানও বলে ॥ ৪২ ॥

ভেদাশ্রিত-ব্যষ্টি-বিবক্ষয়া তু
জীবস্থিতাজ্ঞান-বহুত্বচিন্তা।
বনস্থ বৃক্ষা উদধে র্জলানি
ব্যষ্ট্যা বহুত্বগ্রহণং যথেতি ॥ ৪৩ ॥

যেমন ব্যষ্টিভাবে বলিবার অভিপ্রায়ে বনের ও সমুদ্রের বহুত্বভাব গৃহীত হইয়া বৃক্ষরাজি ও জলরাশি বলা হয়, তদ্রূপ ভেদবুদ্ধিবশতঃ ব্যষ্টিভাব গৃহীত হইলে জীবগত অজ্ঞানের বহুত্ব চিন্তা হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদিনানা-
প্রভেদযুক্তং বহুধাপ্রকাশম্।
অজ্ঞানমেতন্মলিনং নিকৃষ্টং
জীবাশ্রিতোপাধিরিবাবভাতি ॥ ৪৪ ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতি নানাপ্রভেদযুক্ত বহুধা প্রকাশমান এই অজ্ঞান, মলিন নিকৃষ্ট জীবগত উপাধিরূপে প্রতিভাত হয় ॥ ৪৪ ॥

ব্যষ্ট্যজ্ঞানং মলগুণতয়া ম্লানসত্ত্বপ্রধানং
চৈতন্যং যে তদুপনিহিতং জীবচৈতন্যমুক্তম্।
জীবঃ প্রাজ্ঞো মলিনগুণকোহসর্ব্ববিৎ স্বল্পশক্তিঃ
খণ্ডীভূতঃ পরিকৃশকলোহনীশ্বরোহল্পপ্রকাশঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যষ্টি-অজ্ঞান মলিনগুণসংযোগবশতঃ মলিনসত্ত্বপ্রধান। এই ব্যষ্টি-অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্যকে জীবচৈতন্য বলা হয়। জীব মলিনগুণসম্পন্ন, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্, খণ্ডীভূত, ক্ষীণকল, অনীশ্বর, অল্পপ্রকাশশীল হওয়াতে জীবকে প্রাজ্ঞ বলা হয় ॥ ৪৫ ॥

মায়াব্যষ্টিরিয়ং হি কারণতনুঃ প্রাজ্ঞস্য সংকথ্যতেঽ-
হঙ্কারেন্দ্রিয়কাদি-কারণবশা-দানন্দবাহুল্যতঃ।
উক্তা কোশবদাবৃতিপ্রকরণা দানন্দকোশস্তথা
জাগ্রৎস্বাপ্নপদার্থবর্গবিলয়াদুক্তা সুষুপ্তির্বুধৈঃ॥ ৪৬॥

এই ব্যষ্টি-মায়া অর্থাৎ অজ্ঞানকে প্রাজ্ঞের অর্থাৎ জীবচৈতন্যের কারণ-শরীর বলা হয়। অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদির কারণতাবশতঃ আনন্দবাহুল্য হেতু ও কোষবৎ আচ্ছাদকসামর্থ্যনিবন্ধন ইহাকে প্রাজ্ঞের আনন্দময় কোশ বলা হয় এবং ইহাতে সমস্ত জাগ্রৎ ও স্বাপ্ন-পদার্থের বিলয় হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে সুষুপ্তি আখ্যা প্রদান করেন॥ ৪৬॥

অজ্ঞানব্যষ্টিরেতস্মাদ্ধেতো-র্জীবস্য সর্ব্বশঃ।
স্থূলসূক্ষ্মশরীরাদিলয়স্থানং নিগদ্যতে॥ ৪৭॥

এই হেতু ব্যষ্টি-অজ্ঞানকে সর্ব্বরূপে জীবের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাদির লয়স্থান বলা হয়॥ ৪৭॥

মহাসুষুপ্তৌ প্রলয়াভিধানে
আনন্দবোধং কুরুতে যথেশঃ।
চৈতন্যদীপ্তৈরতিমাত্রসূক্ষ্ম-
রজ্ঞানবৃত্তিপ্রকরৈঃ স্বকীয়ৈঃ॥ ৪৮॥
প্রাজ্ঞোঽপি খণ্ডপ্রলয়াভিধানে
স্বানন্দবোধং কুরুতে সুষুপ্তৌ।
নিদ্রোত্থিতো জীব ইতি ব্রবীত্য
স্বাপ্সং সুখং নৈব বিবেদ কিঞ্চিৎ॥ ৪৯॥

ঈশ্বর যেমন প্রলয়াখ্যমহাসুষুপ্তিতে চৈতন্যদীপ্ত অতীব সূক্ষ্ম স্বকীয় অজ্ঞানবৃত্তিসকলের দ্বারা আনন্দ বোধ করেন, প্রাজ্ঞ সেইরূপ খণ্ড-প্রলয়াখ্য সুষুপ্তিকালে আত্মানন্দ বোধ করেন। জীব সুষুপ্তোত্থিত

হইয়া এইরূপ বলে "আমি সুখে ঘুমাইতেছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই"॥ ৪৮,৪৯ ॥

ব্যষ্টেঃ সমষ্টেশ্চ বিভেদবার্ত্তা
যাথার্থ্যশূন্যা ভ্রমকল্পনৈব।
ব্যস্তং সমস্তং খলু জৈবমৈশং
অজ্ঞানমেকং ন পৃথক্ ন ভিন্নম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিভেদবার্ত্তা সত্য নহে, কেবল ভ্রমকল্পনা। ব্যষ্টি জৈব অজ্ঞান ও সমষ্টি ঐশ অজ্ঞান এক, পৃথক্ অথবা ভিন্ন নহে ॥ ৫০ ॥

যথা হ্যবণ্যোপহিতান্তরীক্ষাদ্-
ভিন্নং ন বৃক্ষোপহিতান্তরীক্ষম্।
যথাল্পনীরপ্রতিবিম্বিতাভ্রং
ন ভিন্নমব্ধিপ্রতিবিম্বিতাভ্রাৎ ॥ ৫১ ॥
তথেশ্বরাখ্যায়সমষ্টিরূপা-
জ্ঞানস্থচৈতন্যমখণ্ডরূপম্।
স্বল্পজ্ঞজীবাখ্যরখণ্ডরূপা-
জ্ঞানস্থচৈতন্যমুভে হ্যভিন্নে। ৫২ ॥

যেমন বনোপহিত আকাশ হইতে বৃক্ষোপহিত আকাশ ভিন্ন নহে, যেমন সমুদ্রপ্রতিবিম্বিত আকাশ হইতে অল্পনীর-প্রতিবিম্বিত আকাশ ভিন্ন নহে, সেইরূপ সমষ্টি-অজ্ঞানস্থ অখণ্ড ঈশ্বরাখ্য চৈতন্য এবং খণ্ডস্বরূপ ব্যষ্টি-অজ্ঞানস্থ স্বল্পজ্ঞ জীবাখ্য চৈতন্য উভয়ই অভিন্ন। ৫১, ৫২ ॥

তচ্চৈতন্যং পরমপুরুষঃ কারণোপাধিমুক্তং
কার্য্যোপাধিং গতমপি চ তৎ স্বল্পধীর্জীব এব।
তিষ্ঠত্যেকং যদনুপহিতং নামরূপপ্রণাশে
শান্তং শুদ্ধং শিবমভিহিতং তত্তুরীয়ং চতুর্থম্ ॥ ৫৩ ॥

কারণোপাধিযুক্ত সেই চৈতন্য পরমপুরুষ অর্থাৎ মহেশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হবেন এবং কার্য্যোপাধিযুক্ত সেই চৈতন্য স্বল্পধীজীবপদবাচ্য হয়েন। নাম ও রূপের বিনাশে যখন চৈতন্য অনুপহিত, এক, শান্ত, শুদ্ধ, শিব হয়েন, তখন তাঁহার নাম তুরীয় বা চতুর্থ॥ ৫৩॥

তপ্তায়ো দহতীতি বাক্যকথনে বাচ্যার্থবাধো যথা।
লৌহস্তদ্গত-বহ্নিরেব খলু তল্লক্ষ্যার্থ এবানলঃ।
তদ্বৎ তত্ত্বমসীতি বাক্যকথনেঽজ্ঞানং তথা তদ্গত
চৈতন্যং খলু বাচ্যমেব নিয়তং লক্ষ্যং তুরীয়ং শিবম্ ॥৫৪॥

"তপ্তলৌহ দগ্ধ করিতেছে" এই বাক্য বলিলে যেমন লৌহ ও তদ্গত বহ্নি ঐ বাক্যের বাচ্যার্থ হয়, কিন্তু অনলই তাহার লক্ষ্যার্থ। সেই-রূপ তত্ত্বমসি এই বাক্য বলিলে অজ্ঞান ও তদ্গত চৈতন্য ঐ বাক্যের বাচ্যার্থ হয় এবং ঐ বাক্যের লক্ষ্যার্থ কেবল শিব, তুরীয়, শুদ্ধ চৈতন্য॥ ৫৪॥

মায়া স্বকীয়াবরণাভিধান-
শক্ত্যা সমাচ্ছাদয়তি প্রগাঢম্।
সনাতনব্রহ্মণ আত্মরূপং
বিক্ষেপশক্ত্যা সৃজতি প্রপঞ্চম্ ॥৫৫॥

মায়া স্বীয় আবরণনামক শক্তি দ্বারা সনাতন ব্রহ্মের নিজরূপ প্রগাঢ ভাবে আচ্ছাদিত করে ও বিক্ষেপশক্তি দ্বারা প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে॥৫৫॥

মেঘাবৃতে নেত্রপথে যথাংশু-
মালী সমাচ্ছাদিতবদ্ বিভাতি।
ব্রহ্মৈব মায়াবরণপ্রভাবাৎ
তথা পরিচ্ছিন্নমিবাবভাতি ॥৫৬॥

যেমন নেত্রপথ মেঘাবৃত হইলে, সূর্য্য সমাচ্ছাদিত হইয়াছে মনে হয়; তদ্রূপ মায়ার আববণপ্রভাবহেতু ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতিভাত হয়েন ॥৫৬॥

ভোক্তৃত্ব-দুঃখিত্ব-সুখিত্বরূপ-
সংসাব-ধর্ম্ম-ব্রজ-কল্পনাভিঃ।
বিহায় তদ্‌ব্যাপকতাং বৃহত্তাং
আসেবতেঽনীশ্বরজীবভাবম্ ॥৫৭॥

ভোক্তৃত্ব, দুঃখিত্ব, সুখিত্বরূপ নানা সংসারধর্ম্মেব কল্পনা দ্বাবা ব্রহ্ম ব্যাপকত্ব ও বৃহত্ব পবিত্যাগ করিয়া অনীশ্বব জীবভাব গ্রহণ কবেন ॥৫৭॥

বজ্জাববোধেন ভুজঙ্গভানং
শুক্ত্যাববোধেন চ বৌপ্যভানম্।
অবোধতো ব্রহ্মণি নির্ব্বিশেষে
প্রপঞ্চ-সৃষ্টি ব´হুজীবভানম্ ॥৫৮॥

অজ্ঞানবশতঃ বজ্জুতে ভুজঙ্গভান হয়, অজ্ঞান বশতঃ শুক্তিতে রৌপ্য জ্ঞান হয়, অজ্ঞানবশতঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রপঞ্চেব সৃষ্টি ও বহুজীবভান হয় ॥৫৮॥

বিক্ষেপশক্তিঃ খলু সৃষ্টিশক্তি-
আত্মস্বরূপাববণাদথৈষা।
বিনশ্ববানেকবিভেদযুক্তং
সর্ব্বং সৃজত্যেব জগৎপ্রপঞ্চম্ ॥৫৯॥

মায়াব বিক্ষেপশক্তিই সৃষ্টিশক্তি। আত্মস্বরূপের আবরণেব পর এই বিক্ষেপশক্তি নশ্বর বহুভেদযুক্ত সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করে ॥৫৯॥

বজ্জুস্বমজ্ঞানমহিং যথৈব
বজ্জৌ সমুদ্ভাবয়তি স্বশক্ত্যা।

মায়া তথা স্বাবৃত আত্মনীন্দ্র-
জালপ্রপূর্ণং তনুতে প্রপঞ্চম্ ॥৬০॥

যেমন রজ্জুস্থিত অজ্ঞান নিজশক্তি দ্বারা রজ্জুতে সর্প উৎপন্ন করে, সেই রূপ মায়া স্বাবৃত আত্মচৈতন্যে ইন্দ্রজালপ্রপূর্ণ প্রপঞ্চবিস্তার করে। ৬০॥

এষা হি মায়া কথিতাত্মশক্তিঃ
শাক্তৈঃ সুধীভিঃ শিবশক্তিবাদে।
শক্তেস্তথা শক্তিমতো ন ভেদঃ
শিবঃ স্বশক্ত্যা ভুবনং তনোতি ॥৬১॥

শাক্ত সুধীগণ শিবশক্তিবাদে এই মায়াকে আত্মশক্তি বলেন। তাঁহারা বলেন শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নাই। শিব নিজ শক্তির দ্বারা বিশ্ব-বিস্তার করেন ॥৬১॥

যথোর্ণনাভো নিজতন্তুকার্য্যে
ভবত্যুপাদাননিমিত্তহেতুঃ।
ব্রহ্মৈব মায়োপহিতং হি তদ্বজ্-
জগৎপ্রপঞ্চাখিলসৃষ্টিকার্য্যে ॥৬২॥

যেমন ঊর্ণনাভ নিজতন্তুকার্য্যে উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ হয়, তদ্রূপ মায়োপহিত ব্রহ্ম অখিল জগৎপ্রপঞ্চসৃষ্টিকার্য্যে উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ হয়েন ॥৬২॥

আচ্ছাদবিক্ষেপণশক্তিযুক্ত-
মায়াশ্রিতং ব্রহ্ম সনাতনং তৎ।
সৃষ্টেরুপাদানমুপাধিহেতোঃ
প্রাধান্যতঃ স্বীয়চিতো নিমিত্তম্ ॥৬৩॥

আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত মায়োপহিত সনাতন ব্রহ্ম উপাধিহেতু অজ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ সৃষ্টির উপাদান-কারণ ও স্বীয় চৈতন্যের প্রাধান্য-হেতু সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ ॥৬৩॥

বিক্ষেপশক্তেশ্চ তমঃপ্রভাবাৎ
মায়াশ্রিতব্রহ্মণ এব জাতম্ ।
অভ্রং তথাভ্রাদনিলোঽনিলাচ্চা-
নলোঽনলাদ্‌বার্যথ বারিণঃক্ষ্মা ॥৬৪॥

বিক্ষেপশক্তির তমঃপ্রভাবহেতু মায়াশ্রিতব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল ও জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়াছে ॥৬৪॥

সূক্ষ্মাণি ভূতানি কথয়ন্ত্যপঞ্চী-
কৃতানি জাড্যাধিকতান্বিতানি ।
রসাকৃতিস্পর্শনিনাদগন্ধ-
তন্মাত্রসংজ্ঞাভিরিমানি সন্তঃ ॥৬৫॥

জাড্যাধিক্যযুক্ত এই অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূতসকলকে সুধীগণ রসরূপ-স্পর্শশব্দগন্ধতন্মাত্র সংজ্ঞা দিয়া থাকেন ॥৬৫॥

জায়ন্ত এভ্যোঽখিলসূক্ষ্মদেহা-
দেহা ইমে সপ্তদশাংশবন্তঃ ।
সমীরণাঃ পঞ্চ দশেন্দ্রিয়াণি
বুদ্ধির্মনোলিঙ্গশরীরভাগাঃ ॥৬৬॥

এই সূক্ষ্ম ভূতসকল হইতে নিখিল সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্মশরীরের সপ্তদশ অংশ আছে। পঞ্চবায়ু, দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়) বুদ্ধি ও মন। সূক্ষ্মশরীর অথবা লিঙ্গশরীরের এই সপ্তদশ অংশ ॥৬৬॥

স্পর্শক্ষমা ত্বক্ নয়নং সমীক্ষা-
ক্ষমং চ শ্রোত্রং শ্রুতিশক্তিশালি ।
গন্ধার্হনাসা রসনা রসার্হা
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যাহুরিমানি পঞ্চ ॥৬৭॥

স্পর্শক্ষম ত্বক্, দর্শনক্ষম নেত্র, শ্রবণশক্তিশালি কর্ণ, গন্ধগ্রহণক্ষম নাসা, রসগ্রহণক্ষম রসনা এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ॥ ৬৭ ॥

ত্বক্ সাত্ত্বিকাংশাৎ পবনস্য, শোত্রং
খ-সাত্ত্বিকাংশাজ্, জলসাত্ত্বিকাংশাৎ।
জিহ্বা, চ নাসা ক্ষিতিসাত্ত্বিকাংশান্—
নেত্রং ঘটন্তেঽনল-সাত্ত্বিকাংশাৎ ৬৮ ॥

বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বক্, আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, জলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে জিহ্বা, ক্ষিতির সাত্ত্বিকাংশ হইতে নাসা ও অগ্নির সাত্ত্বিকাংশ হইতে নেত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৬৮ ॥

বুদ্ধির্হি সান্তঃকরণস্য বৃত্তি—
নির্গদ্যতে নিশ্চয়কারিণী যা।
সন্দেহ-সংকল্প-বিকল্প-শীলো-
চ্যতে মনোঽন্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্তঃকরণের যে বৃত্তি নিশ্চয়কারিণী তাহাকে বুদ্ধি বলে ও অন্তঃকরণের যে বৃত্তি সন্দেহ সংকল্প ও বিকল্পশীল তাহা মন ॥ ৬৯ ॥

যৈবানুসন্ধানপরায়ণা হি
চিত্তং তদন্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ।
বৃত্তিঃ সদা যা কুরুতেঽভিমানং
সৈব হ্যহঙ্কার উদীর্য্যতে চ ॥ ৭০ ॥

অন্তঃকরণের যে বৃত্তি অনুসন্ধানপরায়ণ তাহা চিত্ত ও যে বৃত্তি সর্ব্বদা অভিমান করে তাহাকে অহঙ্কার বলে ॥ ৭০ ॥

অহঙ্কৃতির্মনসমধ্যভূতা
বুদ্ধেস্তথান্তর্গতমেব চিত্তম্।

Acc 22846
27/9/2006

বুদ্ধির্মনো মিশ্রিতসূক্ষ্মভূত-
সত্ত্বাংশজাতে হি বিকাশকত্বাৎ ॥ ৭১ ॥

অহঙ্কার মনের অন্তর্গত এবং চিত্ত বুদ্ধির অন্তর্গত। বুদ্ধি ও মন মিলিতসূক্ষ্মভূতগণের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ ইহারা প্রকাশস্বভাব ॥ ৭১ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং সহ পঞ্চকেন
বুদ্ধির্হি বিজ্ঞানময়শ্চ কোষঃ।
কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-গুণাভিমানাজ্
জীবোঽয়মেবেহপরত্রগামী ॥ ৭২ ॥

বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ আখ্যা পায়। কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অভিমান হেতু এই বিজ্ঞানময় কোষ ইহলোকপরলোকগামী জীব বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৭২ ॥

মনোহি কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকেন
মনোময়ঃ কোষ উদীর্য্যতে চ।
বচশ্চ হস্তশ্চ পদশ্চ পায়ুঃ
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রথিতান্যুপস্থম্ ॥ ৭৩ ॥

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইলে মন মনোময় কোশ আখ্যা পায়। বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ॥ ৭৩ ॥

বাগ্ জায়তে হ্যম্বররাজসাংশাৎ
করৌ রজোঽংশান্ মরুতশ্চ পাদঃ।
তেজোরজোঽংশাজ্ জলরাজসাংশাৎ
পায়ুর্হ্যুপস্থং ক্ষিতিরাজসাংশাৎ ॥ ৭৪ ॥

আকাশের রাজস অংশ হইতে বাক্, বায়ুর রাজস অংশ হইতে পাণি, তেজের রাজস অংশ হইতে পাদ, জলের রাজস অংশ হইতে পায়ু এবং ক্ষিতির রাজস অংশ হইতে উপস্থ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

যো মারুতঃ প্রাগ্‌গমনস্বভাবঃ
প্রাণঃ স নাসাগ্রবিহারশীলঃ।
যোমারুতোঽবাগ্‌গমনস্বভাবোঽ
পানঃ ন পায়্বাদিবিহারশীলঃ ॥ ৭৫ ॥

যে বায়ু নাসাগ্রবিহারী উর্দ্ধগমনস্বভাব তাহা প্রাণ। যে বায়ু পায়ু প্রভৃতি স্থানবিহারী অধোগমনস্বভাব তাহা অপান।

যো মারুতঃ সর্ব্বশরীরবর্ত্তী
ব্যানঃ স বিশ্বগ্‌গমনস্বভাবঃ।
য উর্দ্ধগশ্চোৎক্রমণস্বভাব
উদানবায়ুঃ স হি কণ্ঠচারী ॥ ৭৬ ॥

যে বায়ু সর্ব্বশরীরবর্ত্তী সর্ব্বত্রগমনস্বভাব তাহা ব্যান। যে বায়ু ঊর্দ্ধগমনশীল, উৎক্রমণস্বভাব ও কণ্ঠচারী তাহা উদান ॥ ৭৬ ॥

যো ভুক্তপীতান্নজলাদি-বস্তু-
চয়ং শরীরে পরিপচ্য সম্যক্।
রসংচ শুক্রং রুধিরং পুরীষং
করোতি নিত্যং স সমানবায়ুঃ ॥ ৭৭ ॥

যে বায়ু ভুক্ত পীত অন্নজলাদি বস্তুসকলকে সম্যক্ পরিপাক করিয়া নিত্য রস শুক্র রুধির পুরীষাদির সৃষ্টি করে তাহা সমান ॥ ৭৭ ॥

এতেঽনিলা দেহগতা হি পঞ্চ
পঞ্চাপরে সন্তি বদন্তি কেচিৎ।
নাগশ্চ কূর্ম্মঃ কৃকরস্তথৈব
ধনঞ্জয়শ্চৈব হি দেবদত্তঃ ॥ ৭৮ ॥

এই পঞ্চ বায়ু দেহের মধ্যে আছে। অন্য কেহ কেহ বলেন যে আর পাঁচটী বায়ু আছে। তাহাদের নাম নাগ কূর্ম্ম কৃকর ধনঞ্জয় ও দেবদত্ত ॥ ৭৮ ॥

উদ্গীরণং যঃ পবনঃ করোতি
তং নাগমাহুঃ কপিলস্য শিষ্যাঃ।
উন্মীলনং যান্তি নিমীলনং চ
নেত্রাদয়ো যেন স কূর্ম্মবায়ুঃ ॥ ৭৯ ॥

যে বায়ু উদ্গীরণ করে, কপিলের শিষ্যেরা তাহাকে নাগ বলে। নেত্রাদি যাহার দ্বারা উন্মীলন ও নিমীলন সম্পাদন করে তাহা কূর্ম্ম-বায়ু ॥ ৭৯ ॥

ক্ষুধাং চ তৃষ্ণাং কৃকরঃ করোতি
বিজৃম্ভণং পুষ্যতি দেবদত্তঃ।
যশ্চৈব দেহস্য করোতি পুষ্টিং
ধনঞ্জয়ং তং পবনং বদন্তি ॥ ৮০ ॥

কৃকরবায়ু ক্ষুধা তৃষ্ণা সম্পাদন করে। দেবদত্ত বায়ু বিজৃম্ভণ সম্পাদন করে। যে বায়ু দেহের পুষ্টি সাধন করে তাহাকে ধনঞ্জয় বায়ু বলে ॥ ৮০ ॥

পঞ্চৈতউক্তাউপবায়বস্তু
প্রাণাদিপূর্ব্বোক্তমরুৎপ্রকারাঃ।
প্রাণাদয়ো মিশ্রিতসূক্ষ্মভূত-
রজোহংশজাতা হি রজঃ ক্রিয়াবৎ ॥ ৮১ ॥

কেহ কেহ শেষোক্ত পাঁচটী বায়ুকে উপবায়ু বলেন। তাঁহারা বলেন যে ইহারা পূর্ব্বোক্ত প্রাণাদি বায়ু-গণের প্রকারভেদমাত্র। প্রাণাদি বায়ুসকল মিলিত-সূক্ষ্মভূতগণের রাজস অংশ হইতে জন্মিয়াছে; কারণ রজঃ ক্রিয়াশীল ॥ ৮১ ॥

প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ সমীরণাস্তে
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সহ পঞ্চকেন।

কোশং খলু প্রাণময়ং সৃজন্তি
ক্রিয়াপ্রধানং চ রজঃপ্রধানম্ ॥ ৮২ ॥

প্রাণাদি পঞ্চবায়ু পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া ক্রিয়া-প্রধান ও রজঃপ্রধান প্রাণময় কোষের সৃষ্টি করে ॥ ৮২ ॥

কোষস্য বিজ্ঞানময়স্য শক্তি-
র্জ্ঞানং হি তস্মাচ্চ স কর্তৃরূপঃ।
ইচ্ছৈব কোষস্য মনোময়স্য
শক্তিস্ততোঽসৌ করণস্বরূপঃ ॥ ৮৩ ॥

বিজ্ঞানময় কোষের শক্তি জ্ঞান, সেই হেতু বিজ্ঞানময় কোষ কর্তৃস্বরূপ। মনোময় কোষের শক্তি ইচ্ছা সেই হেতু মনোময় কোষ করণস্বরূপ ॥ ৮৩ ॥

কোষস্য চ প্রাণময়স্য শক্তিঃ
ক্রিয়ৈব তস্মাৎ স হি কার্য্যরূপঃ।
পরস্পরং সম্মিলিতং সুধীরাঃ
কোষত্রয়ং সূক্ষ্মশরীরমাহুঃ ॥ ৮৪ ॥

প্রাণময় কোষের শক্তি ক্রিয়া, সেই হেতু উহা কার্য্যস্বরূপ। পণ্ডিতেরা পরস্পর সম্মিলিত এই কোষত্রয়কে সূক্ষ্মশরীর বলেন ॥ ৮৪ ॥

একত্ববুদ্ধ্যা চ বহুত্ববুদ্ধ্যা
সূক্ষ্মস্য দেহস্য সমষ্টিভাবঃ।
অরণ্যবজ্জীবনরাশিবদ্বা
ব্যষ্টিস্তথা বৃক্ষবদম্বুবদ্বা ॥ ৮৫ ॥

একত্ববুদ্ধিনিবন্ধন অরণ্য বা সমুদ্রের ন্যায় সূক্ষ্মদেহের সমষ্টিভাব হইয়া থাকে। বহুত্ববুদ্ধিকারণ বৃক্ষ বা জলাংশবৎ সূক্ষ্মদেহের ব্যষ্টি-ভাব হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

সূত্রাত্ম-নাম্না হি সমষ্টিলিঙ্গ-
দেহস্থ চৈতন্য-মুপাহ্বয়ন্তি।
প্রোতং যতঃ সর্ব্বমিদং হি তত্র
সূত্রে যথা রত্নগণা নিবদ্ধাঃ ॥ ৮৬ ॥

সমষ্টিলিঙ্গদেহস্থিত চৈতন্যকে পণ্ডিতগণ সূত্রাত্মা নামে অভিহিত করেন, যেহেতু উহাতে সমস্তই নিবদ্ধ রহিয়াছে, যেমন মণিগণ সূত্রে নিবদ্ধ থাকে ॥ ৮৬ ॥

চৈতন্যমেতদ্ধি হিরণ্যগর্ভঃ
প্রাণোঽথবেত্যেত্যপি নামধেয়ম্।
ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানবলাশ্রিতেষু
সূক্ষ্মেষু ভূতেষভিমানিভাবাৎ ॥ ৮৭ ॥

সমষ্টিলিঙ্গদেহস্থ এই চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ বলা হয়, কারণ ইনি ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিযুক্ত সূক্ষ্ম ভূত পঞ্চকের অভিমানী ॥ ৮৭ ॥

আহুর্ব্বুধা লিঙ্গবপুঃসমষ্টিং
স্বপ্নঞ্চ জাগ্রদ্-জগতোঽখিলস্য।
সংস্কাররূপাদত এব সর্ব্ব—
স্থূলপ্রপঞ্চস্য লয়স্থলঞ্চ ॥ ৮৮ ॥

পণ্ডিতেরা নিখিল জাগ্রৎ জগতের সংস্কাররূপতাবশতঃ এই সূক্ষ্মদেহ-সমষ্টিকে স্বপ্ন বলেন; অতএব এই সূক্ষ্মদেহসমষ্টি নিখিল স্থূল প্রপঞ্চের লয়স্থান ॥ ৮৮ ॥

চৈতন্যমেতি প্রতিসূক্ষ্মদেহ-
ব্যষ্ট্যাহিতং তৈজসনামধেয়ম্।
তেজোময়ান্তঃ-করণাহিতত্বাৎ
স্বপ্নে যতোঽন্তঃ-করণং ক্রিয়াগ্রম্ ॥ ৮৯ ॥

প্রত্যেক ব্যষ্টিসূক্ষ্মদেহে উপহিত চৈতন্য তৈজস নাম গ্রহণ করে, কারণ ঐ চৈতন্য তেজোময় অন্তঃকরণে উপহিত হয়েন এবং স্বপ্নে অন্তঃকরণ ক্রিয়াশীল হয় ॥ ৮৯ ॥

স্বপ্নং পৃথক্‌সূক্ষ্মশরীর-মাহুঃ
স্থূলস্য দেহস্য লয়স্থলং চ।
সূত্রাত্মন তৈজসকস্য সূক্ষ্ম-
দ্রব্যানুভূতি র্ঘটতে তদানীম্ ॥ ৯০ ॥

ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরকে স্বপ্ন ও স্থূল দেহের লয়স্থান বলে। স্বপ্নে সূত্রাত্মা ও তৈজসের সূক্ষ্মবিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

ব্যষ্টেঃ সমষ্টেস্তনুবিগ্রহাণাং
সূত্রাত্মন-তৈজসকস্য চৈব।
জলাব্ধিবদ্-ভূমিরুহাটবীবদ্—
এতেষ্বনুস্যূত-খ-বন্ন ভেদঃ ॥ ৯১ ॥

যেমন জল ও জলধির, বৃক্ষ ও অটবীর যাথার্থ্যতঃ ভেদ নাই তদ্রূপ ব্যষ্টিসূক্ষ্মদেহ ও সমষ্টিসূক্ষ্মদেহের ভেদ নাই। যেমন জলখণ্ডপ্রতিবিম্বিত আকাশ ও জলধিপ্রতিবিম্বিত আকাশে কোন ভেদ নাই এবং বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশ ও বনাবচ্ছিন্ন আকাশে ভেদ নাই, তেমনই ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরোপহিত তৈজসনামক চৈতন্য ও সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরোপহিত সূত্রাত্মনামক চৈতন্যে যাথার্থ্যতঃ কোন ভেদ নাই ॥ ৯১ ॥

স্থূলনি ভূতানি ভবং লভন্তে
তন্মাত্রপঞ্চীকরণেন পঞ্চ।
এবং তদেব প্রতিসূক্ষ্মভূতা—
র্দ্ধাংশেহষ্টমাংশাভিগমোহপরেষাম্ ॥ ৯২ ॥

তন্মাত্রসকলের পঞ্চীকরণের দ্বারা পঞ্চস্থূল-ভূত উৎপত্তি লাভ করে। তাহা এইরূপ প্রতি সূক্ষ্ম-ভূতের অর্দ্ধাংশে অন্য চারিটী সূক্ষ্ম-ভূতের অষ্টমাংশ যোগ করিতে হয়।। ৯২।।

স্থূলক্ষিতৌ সূক্ষ্মধরার্দ্ধভাগঃ
সূক্ষ্মাম্ভসঃ সূক্ষ্মসমীরণস্য।
অভ্রস্য সূক্ষ্মস্য তথানলস্য
প্রত্যেকমস্ত্যষ্টমভাগ এব।। ৯৩।।

স্থূলক্ষিতিতে সূক্ষ্মক্ষিতির অর্দ্ধভাগ এবং সূক্ষ্মজল, সূক্ষ্মবায়ু, সূক্ষ্মতেজ ও সূক্ষ্মআকাশ প্রত্যেকের অষ্টম ভাগ আছে।। ৯৩।।

স্থূলে জলে সূক্ষ্মজলার্দ্ধভাগঃ
সূক্ষ্মক্ষিতেঃ সূক্ষ্মসমীরণস্য।
অভ্রস্য সূক্ষ্মস্য তথানলস্য
প্রত্যেকমস্ত্যষ্টমভাগ এব ৯৪।।

স্থূলজলে সূক্ষ্মজলের অর্দ্ধাংশ, এবং সূক্ষ্মক্ষিতি, সূক্ষ্ম বায়ু, সূক্ষ্ম আকাশ ও সূক্ষ্মতেজ প্রত্যেকের অষ্টমাংশ আছে।। ৯৪।।

স্থূলেঽনলে সূক্ষ্মহুতাশনার্দ্ধং
সূক্ষ্মক্ষিতেঃ সূক্ষ্মসমীরণস্য।
সূক্ষ্মাম্ভসঃ সূক্ষ্মবিহায়সশ্চ
প্রত্যেকমস্ত্যষ্টমভাগ এব।। ৯৫।।

স্থূল অগ্নিতে সূক্ষ্ম অগ্নির অর্দ্ধাংশ এবং সূক্ষ্ম ক্ষিতি, সূক্ষ্ম বায়ু, সূক্ষ্মজল, ও সূক্ষ্ম আকাশ প্রত্যেকের অষ্টমাংশ আছে।। ৯৫।।

স্থূলেঽনিলে সূক্ষ্মসমীরণার্দ্ধং
সূক্ষ্মক্ষিতেঃ সূক্ষ্মহুতাশনস্য।

সূক্ষ্মাম্ভসঃ সূক্ষ্মবিহায়সশ্চ
প্রত্যেকমস্ত্যষ্টমভাগ এব ॥ ৯৬ ॥

স্থূল বায়ুতে সূক্ষ্ম বায়ুর অর্দ্ধাংশ এবং সূক্ষ্মক্ষিতি, সূক্ষ্মজল, সূক্ষ্মঅগ্নি, এবং সূক্ষ্ম আকাশ প্রত্যেকের অষ্টমাংশ আছে ॥ ৯৬ ॥

স্থূলেঽম্বরে সূক্ষ্মনভোঽর্দ্ধভাগঃ
সূক্ষ্মাম্ভসঃ সূক্ষ্মসমীরণস্য।
সূক্ষ্ম-ক্ষিতেঃ সূক্ষ্ম-বিভাবসোশ্চ
প্রত্যেকমস্ত্যষ্টমভাগ এব ॥ ৯৭ ॥

স্থূল আকাশে সূক্ষ্ম আকাশের অর্দ্ধাংশ এবং সূক্ষ্মজল, সূক্ষ্মবায়ু, সূক্ষ্মক্ষিতি ও সূক্ষ্ম অগ্নি প্রত্যেকের অষ্টমভাগ আছে ॥ ৯৭ ॥

আভাতি পঞ্চীকরণাদথৈবং
শব্দোঽম্বরীক্ষে স্ফুরতঃ সমীরে।
স্পর্শশ্চ শব্দো জ্বলনে স্ফুরন্তি
স্পর্শশ্চ শব্দশ্চ তথৈব রূপম্ ॥ ৯৮ ॥

স্পর্শশ্চ শব্দশ্চ রসশ্চ রূপং
চতুর্গুণা বারিণি বিস্ফুরন্তি।
তথা ক্ষিতৌ পঞ্চগুণাশ্চ রূপং
স্পর্শশ্চ শব্দশ্চ রসশ্চ গন্ধঃ ॥ ৯৯ ॥

পঞ্চীকরণানন্তর আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রকাশিত হয় ॥ ৯৮, ৯৯ ॥

কুর্ব্বন্ত্যেতানি ভূতানি চতুর্দ্দশজগত্রয়ম্।
এতদ্‌ভুবনসামগ্র্যং ব্রহ্মাণ্ডমিতি কথ্যতে ॥ ১০০ ॥

এই স্থূল ভূতসকল চতুর্দ্দশ জগতের উদ্ভব করে। এই চতুর্দ্দশ ভুবন-সমষ্টিকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়॥ ১০০ ॥

চতুর্ব্বিধশরীরাণি স্থূলানি প্রভবন্তি চ।
অন্নপানাদিসম্ভূতিরেতেভ্যো ঘটতে তথা॥ ১০১ ॥

এই স্থূল পঞ্চভূত হইতে চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীরের এবং অন্নপানাদিরও উৎপত্তি হয়॥ ১০১ ॥

ভূর্লোকশ্চ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকশ্চ মহর্জ্জগৎ।
জনলোক স্তপোলোকঃ সত্যলোকস্তথৈব চ॥ ১০২ ॥
অতলং বিতলঞ্চৈব সুতলঞ্চ রসাতলম্।
তলাতলঞ্চ পাতালং মহাতলং তথৈবচ॥ ১০৩ ॥
এতান্যেব সমুক্তানি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ব্রহ্মাণ্ডমিতি নাম্না চ তৎসমষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ১০৪ ॥

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, এবং সত্যলোক, অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, পাতাল ও মহাতল এই চতুর্দ্দশ ভুবন এবং ইহাদের সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড নামে কীর্ত্তিত হয়॥১০২—১০৪॥

স্থূলানি চ শরীরাণি চতুর্বিধানি ভূতলে।
জরায়ুজাণ্ডজস্বেদ-জাতোদ্ভিজ্জাহ্বয়াণি চ॥১০৫॥

ভূতলে স্থূলশরীর চতুর্ব্বিধ যথা—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ॥১০৫॥

জরায়ুভ্যঃ প্রজাতানি স্থূলকলেবরাণি চ।
সর্ব্বাণি নৃগবাদীনাং জরায়ুজানি পিষ্টপে॥১০৬॥

জরায়ু হইতে সঞ্জাত গোমানবাদির স্থূলশরীরসকলকে ভুবনে জরায়ুজ বলে॥১০৬॥

বিহঙ্গমানাং ফণিনাং ঝষাণাং
স্থূলানি সর্ব্বাণি কলেবরাণি।
অণ্ডেভ্য আবির্ভবনাদ্ বদন্তি
জনাঃ সুধীরা ভুবনেঽণ্ডজানি ॥১০৭॥

পক্ষী, সর্প ও মৎস্যাদির স্থূলশরীর সকল অণ্ড হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে অণ্ডজ বলে ॥১০৭॥

স্বেদোদ্ভবাদ যূকমশাদিকায়-
কদম্বকং স্বেদজমুচ্যতে চ।
উদ্ভিদ্য ভূমিং জননাজ্জগত্যাং
উদ্ভিজ্জমাহু-র্ব্রততিদ্রুমৌঘম্ ॥১০৮॥

যূকমশকাদির শরীরসকল স্বেদ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে স্বেদজ বলে এবং পৃথিবীতে দ্রুম-লতাসকল ভূমিভেদ করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে ॥১০৮॥

চতুর্ব্বিধস্থূল-শরীরকাণাং
সমষ্টিতাজ্ঞানমভিন্নবুদ্ধ্যা।
ব্যষ্টিত্ব-বোধশ্চ বিভিন্নবুদ্ধ্যা
বনদ্রুবদ্‌বার্ণব-বারিবদ্বা ॥১০৯॥

যেমন অভিন্নবুদ্ধিদ্বারা বৃক্ষসমূহে একবনজ্ঞান হয় এবং বিভিন্ন বুদ্ধিদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ দ্রুম জ্ঞান হয়, যেমন অভিন্নবুদ্ধিবশতঃ জলসমষ্টিতে এক অর্ণববোধ হয় এবং বিভিন্নবুদ্ধিবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন জলখণ্ড বোধ হয়, সেইরূপ অভিন্নবুদ্ধিদ্বারা চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীরসকলের সমষ্টিত্বজ্ঞান এবং বিভিন্নবুদ্ধিদ্বারা উহাদের ব্যষ্টিত্ব জ্ঞান হয় ॥১০৯॥

ভূরাদিলোকপ্রকরস্থিতানাং
চতুর্ব্বিধস্থূলকলেবরাণাম্।

চৈতন্যমেতি প্রগতং সমষ্টিং
বিরাট্ চ বৈশ্বানর ইত্যভিখ্যাম্ ॥১১০॥

ভূরাদিলোকসকলস্থিত চতুর্ব্বিধস্থূলশরীরসমূহের সমষ্ট্যুপহিত চৈতন্য বিরাট্ বা বৈশ্বানর আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন ॥১১০॥

সর্ব্বপ্রাণিনিকায়েষু চৈতন্যমভিমানতঃ।
বৈশ্বানরত্বমাপ্নোতি স্থূলদেহসমষ্টিগম্ ॥১১১॥

সর্ব্বপ্রাণিবর্গের মধ্যে অহং এই অভিমানবশতঃ স্থূলশরীরসমষ্ট্যুপহিত চৈতন্য বৈশ্বানরাখ্যা প্রাপ্ত হয়েন ॥১১১॥

বিবিধং রাজমানত্বাদ বিরাডাহ্বয়মৃচ্ছতি।
চৈতন্যংসমনুস্যূতং সমস্তস্থূলবিগ্রহে ॥১১২॥

সমস্তস্থূলদেহগত চৈতন্য নানাভাবে প্রকাশহেতু বিরাট্ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন ॥১১২॥

অন্নবিকারবাহুল্যাদাচ্ছাদকত্বকারণাৎ।
উচ্যতেঽন্নময়ঃকোষঃ সমস্তস্থূলবিগ্রহঃ ॥১১৩॥

অন্নবিকারবাহুল্য ও আচ্ছাদকত্ব হেতু সমগ্রস্থূলশরীরকে অন্নময় কোষ বলা হয় ॥১১৩॥

ইদং স্থূলবপুঃ স্থূলোপভোগায়তনত্বতঃ।
ইন্দ্রিয়ৈ র্বিষয়গ্রাহাৎ পণ্ডিতৈর্জাগ্রদুচ্যতে ॥১১৪॥

এই স্থূল শরীর স্থূলবিষয়ভোগের আয়তন বলিয়া ও ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করে বলিয়া জাগ্রৎ আখ্যা প্রাপ্ত হয় ॥১১৪॥

পৃথক্‌স্থূলশরীরাণাং ব্যষ্ট্যুপহিতমুচ্যতে।
চৈতন্যং পণ্ডিতৈর্ধীরৈ র্বিশ্ব ইতি সমাখ্যয়া ॥১১৫॥
যদ্বি লিঙ্গশরীরাণামভিমানংবিহায় ন।
এতৎ প্রবেশমাপ্নোতি প্রত্যেকং স্থূলবিগ্রহে ॥১১৬॥

পৃথক্ পৃথক স্থূল শরীরসকলের ব্যষ্ট্যুপহিত চৈতন্যকে পণ্ডিতেরা বিশ্বনামে অভিহিত করেন, কারণ ইনি সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান ত্যাগ না করিয়া প্রত্যেক স্থূলশরীরে প্রবিষ্ট থাকেন ॥১১৫, ১১৬॥

অন্নবিকারবাহুল্যাচ্চৈতন্যাবৃতিকারণাৎ।
উচ্যতেঽন্নময়ঃকোষো ব্যস্তোঽপি স্থূলবিগ্রহঃ ॥১১৭॥

ব্যষ্টিস্থূলশরীর অন্নবিকারত্ব ও চৈতন্যাচ্ছাদকত্ব হেতু অন্নময় কোষ নাম প্রাপ্ত হয় ॥১১৭॥

বিভিন্নঃস্থূলদেহশ্চ স্থূলভোগাশ্রয়ত্বতঃ।
ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রাহাৎ পণ্ডিতৈর্জাগ্রদুচ্যতে ॥১১৮॥

স্থূল ভোগের আশ্রয় বলিয়া এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগ করে বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থূলদেহকে পণ্ডিতেরা জাগ্রৎ বলিয়া থাকেন ॥১১৮॥

ব্যষ্টিভাবং গতো বিশ্বো বৈশ্বানরঃ সমষ্টিতাম্।
গৃহ্লীতো বিষয়ান্ স্থূলানেবং জাগ্রদ্দশান্বিতঃ ॥১১৯॥

ব্যষ্টিভাবাপন্ন বিশ্ব ও সমষ্টিভাবাপন্ন বৈশ্বানর জাগ্রদ্দশায় এইরূপে স্থূল বিষয়সকল গ্রহণ করেন ॥১১৯॥

নিনাদমনয়োঃ শ্রোত্রং গৃহ্লাতি দিঙ্ নিয়ন্ত্রিতম্।
ততঃ সমুচ্যতে দিগ্ হি শ্রোত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১২০॥

বিশ্ব ও বৈশ্বানরের শ্রোত্র দিক্‌কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া শব্দগ্রহণ করে। সেই হেতু দিক্‌কে শ্রোত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা বলা হয় ॥১২০॥

গৃহ্লাতি ত্বক্ তথা স্পর্শং সমীরণনিয়ন্ত্রিতা।
ততো নিগদ্যতে বায়ুস্তচোঽধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১২১॥

ইহাদের ত্বক্ বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া স্পর্শ গ্রহণ করে; সে কারণে বায়ুকে ত্বকের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলে ॥১২১॥

অর্কনিয়ন্ত্রিতংনেত্রংরূপং গৃহ্লাতি সর্ব্বশঃ।
ততঃ সংকথ্যতে হ্যর্কোনেত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১২২॥

ইঁহাদের নেত্র অর্ক অর্থাৎ সূর্য্যদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সর্ব্বথা রূপগ্রহণ করে, সেই হেতু সূর্য্যকে নেত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা বলে ॥১২২॥

রসংগৃহ্লাতি জিহ্বাচ বরুণেন নিয়ন্ত্রিতা।
প্রচেতাঃ কথ্যতে তস্মাজ্ জিহ্বাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১২৩॥

ইঁহাদের জিহ্বা বরুণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া রসগ্রহণ করে, সেই হেতু বরুণকে জিহ্বাধিষ্ঠাতৃদেবতা বলে ॥১২৩॥

নাসাশ্বিনীকুমারেণেরিতা গন্ধঞ্চ সেবতে।
ততোঽশ্বিনীকুমারৌহি নাসাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১২৪॥

ইহাদের নাসা অশ্বিনীকুমারকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া গন্ধগ্রহণ করে সেই হেতু অশ্বিনীকুমারকে নাসাধিষ্ঠাতৃদেবতা বলে ॥১২৪॥

বাগিন্দ্রিয়ং বচোক্তে বহ্নিনা সংনিয়ন্ত্রিতম্।
অনল উচ্যতে তস্মাদ্ বাচোঽধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১২৫॥

বাগিন্দ্রিয় বহ্নিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বাক্য বলে, সেই হেতু অগ্নিকে বাক্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলে ॥১২৫॥

ইন্দ্রনিয়ন্ত্রিতঃ পাণিঃ সাধ্যতি গ্রহণক্রিয়াম্।
ততঃ কথ্যত ইন্দ্রোহি করাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১২৬॥

পাণি ইন্দ্রনিয়ন্ত্রিত হইয়া গ্রহণ-ক্রিয়া সাধন করে, সেই হেতু ইন্দ্রকে পাণির অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলে ॥১২৬॥

উপেন্দ্রপ্রেষিতঃ পাদঃ করোতি গমনক্রিয়াম্।
উপেন্দ্র উচ্যতে তস্মাৎ পাদাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১২৭॥

পাদ উপেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত হইয়া গমনক্রিয়া সম্পাদন করে, সেই হেতু উপেন্দ্রকে পাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলে ॥১২৭॥

বিসর্গং কুরুতে পায়ুর্যমেন সংনিয়ন্ত্রিতঃ।
যমো নিগদ্যতে তস্মাৎ পায়্বধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১২৮॥

পায়ু যমকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগক্রিয়া করে, অতএব যমকে পায়ুর অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলে ॥১২৮॥

উপস্থং মৈথুনানন্দং প্রজাপতিনিয়ন্ত্রিতম্।
সেবতেহত উপস্থস্য স হ্যধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১২৯॥

উপস্থ প্রজাপতিনিয়ন্ত্রিত হইয়া মৈথুনানন্দ ভোগ করে, সুতরাং উপস্থের অধিষ্ঠাতৃদেবতা প্রজাপতি ॥১২৯॥

সংকল্পঞ্চ বিকল্পঞ্চ মনশ্চন্দ্রনিয়ন্ত্রিতম্।
করোতি হি ততশ্চন্দ্রো মনোঽধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১৩০॥

মন চন্দ্রনিয়ন্ত্রিত হইয়া সংকল্প ও বিকল্পরূপ ক্রিয়া করে, সুতরাং চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১৩০॥

নিশ্চয়ং কুরুতে বুদ্ধিশ্চতুর্ম্মুখনিয়ন্ত্রিতা।
উচ্যতে চতুরাস্যোঽতো বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১৩১॥

বুদ্ধি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নির্দ্ধারণ করে, অতএব চতুরাস্য ব্রহ্মাই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১৩ ॥

অভিমানমহন্তাং চাহঙ্কারঃ শঙ্করেরিতঃ।
কুরুতে শঙ্করোঽতোঽহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১৩২॥

অহঙ্কার শঙ্কর-নিয়ন্ত্রিত হইয়া অভিমান ও অহন্তা করে, অতএব শঙ্কর অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১৩২॥

কলয়ত্যনুসন্ধানং চিত্তং চৈবাচ্যুতেবিতম্।
প্রোচ্যতে চাচ্যুতস্তস্মাচ্চিত্তাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১৩৩॥

চিত্ত অচ্যুতনিয়ন্ত্রিত হইয়া অনুসন্ধানক্রিয়া করে, সেই হেতু অচ্যুত চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১৩৩॥

বিশ্বো বৈশ্বানরোঽশ্নাতিঃ স্থূলভোগকদম্বকম্।
ইন্দ্রিয়ৈর্দশভির্বাহ্যৈশ্চতুর্ভিরন্তরিন্দ্রিয়ৈঃ ॥১৩৪॥

বিশ্ব ও বৈশ্বানর দশ বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা ও চারি অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা স্থূল বিষয়সকল ভোগ করেন ॥১৩৪॥

স্থূলব্যষ্টিসমষ্ট্যোর্হি কশ্চিদভেদো ন বর্ত্ততে।
বৈশ্বানরস্য বিশ্বস্য তথা ভেদো ন বর্ত্ততে ॥১৩৫॥

স্থূল দেহের ব্যষ্টি ও স্থূল দেহের সমষ্টির কোন ভেদ নাই, সেই হেতু বিশ্ব ও বৈশ্বানরের কোন ভেদ নাই ॥১৩৫॥

ভবতি পঞ্চভূতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতেভ্য উদ্ভবঃ।
সর্ব্বস্থূলপ্রপঞ্চস্য বিবিধনামরূপিণঃ ॥ ৩৬॥

পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে বিবিধনামরূপধারী সমস্ত স্থূল প্রপঞ্চের উদ্ভব হয় ॥১৩৬॥

যথা বনানাং সমুদায় এক-
মহদ্বনস্য প্রভবং করোতি।
জলাশয়ানাং সমবায় একং
সৃতে মহাতোয়নিধিং যথৈব ॥১৩৭॥

তথাখিলস্থূল-কলেবরাণাং
সমগ্রসূক্ষ্মাঙ্গশরীরকাণাম্ ।
সমন্বয়ঃ কারণবিগ্রহাণাং
একো ভবত্যেব মহাপ্রপঞ্চঃ ॥১৩৮॥

যেমন বনসকলের সমষ্টি এক মহাবন উৎপন্ন করে, যেমন জলাশয় সকলের সমবায়ে এক মহার্ণবের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ সমগ্র স্থূল-শরীর, সমগ্র সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীরের সমন্বয়ই এক মহাপ্রপঞ্চে পরিণত হয় ॥১৩৭, ১৩৮॥

বিরাড্বিশ্বেশ্বরপ্রাজ্ঞসূত্রাত্মতৈজসাদিবি ।
চৈতন্য-মেকমেবাস্তি মহাপ্রপঞ্চমাশ্রিতম্ ॥ ৩৯॥

বিরাট, বিশ্ব, ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ, সূত্রাত্মা, তৈজস পর্য্যন্ত মহাপ্রপঞ্চাশ্রিত চৈতন্য একই ॥১৩৯॥

সকলং খল্বিদং ব্রহ্ম ভেদশ্চাজ্ঞানকল্পিতঃ ।
তদজ্ঞানস্য নাশে সম্যক সকলমেকমেবহি ॥১৪০॥

সকলই ব্রহ্ম, ভেদ অজ্ঞানকল্পিত। অজ্ঞানের সম্যক্ নাশ হইলে সকলই এক হইয়া যায় ॥১৪০॥

যথা মহাপ্রপঞ্চস্যাধ্যাসোঽস্তি পরমাত্মনি ।
সামান্যেন বিশেষাধ্যারোপো হি প্রত্যগাত্মনি ॥১৪১॥

যেমন সামান্যরূপে পরমাত্মায় মহাপ্রপঞ্চের অধ্যাস হয়, সেইরূপ প্রত্যগাত্মা। অর্থাৎ জীবচৈতন্যে বিশেষভাবে অধ্যারোপ হয় ॥১৪১॥

যথা বৈ জাতে পুত্র ইত্যাদিশ্রুতিভাষণাৎ ।
আত্মন্নিব বপুষেহপি প্রভূতত্ত্বমদর্শনাৎ ॥১৪২॥

পুত্রে পুষ্টে স্বপুষ্টোঽহং নষ্টে বিনষ্ট এব চ।
ইত্যাদ্যনুভবাদজ্ঞঃ পুত্র আত্মেতি মন্যতে ॥১৪৩॥

আত্মাই পুত্ররূপে জন্মে ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তি হেতু, আপনাতে ও স্বপুত্রে প্রভূত প্রেমদর্শন বশতঃ পুত্র পুষ্ট হইলে আমি পুষ্ট হই, এবং নষ্ট হইলে নষ্ট হই ইত্যাদি অনুভবনিবন্ধন অজ্ঞ মানব পুত্রকে আত্মা মনে করে ॥১৪২,১৪৩॥

স এষ বা ভবত্যাত্মা রসান্নময়পূরুষঃ।
আলোক্যেত্যাদিরূপাঞ্চ বিবিধশ্রুতিভাবতীম্ ॥১৪৪॥

বহ্নিপ্রজ্বলিতাদ্ গেহাদ বিহায় নিজমঙ্গজম্।
স্বকীয়দেহরক্ষার্থং স্বস্য নির্গমদর্শনাৎ ॥১৪৫॥

অহং স্থূলঃকৃশশ্চেতি বিবিধানুভবাত্তথা।
চার্ব্বাকোঽল্পমতিঃস্থূলদেহ আত্মেতি মন্যতে ॥১৪৬॥

এই সেই অন্নময় পুরুষ আত্মা এইরূপ বিবিধ শ্রুতিবাক্য দেখিয়া এবং স্বীয় দেহরক্ষার্থ নিজপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া বহ্নিপ্রজ্বলিত গৃহ হইতে আপনার পলায়ন দেখিয়া এবং আমি স্থূল, আমি কৃশ এইরূপ বিবিধ অনুভূতি বশতঃ অল্পমতি চার্ব্বাক স্থূলদেহকে আত্মা মনে করে ॥১৪৪-১৪৬॥

ইন্দ্রিয়াণামভাবে তি শরীরং চলনাক্ষমম্
বধিরো বাপি কাণোঽহং ঘ্রাণশক্তিবিবর্জ্জিতঃ ॥১৪৭॥

স্পর্শশক্তিবিহীনোঽহং স্বাদস্বীকরণাক্ষমঃ।
পঙ্গুরহং চ মূকোঽহমিত্যাদ্যনুভবাত্তথা ॥১৪৮॥

চার্ব্বাকাঅপরেকেচিৎ কথয়ন্ত্যল্পমেধসঃ।
ইন্দ্রিয়ব্রজ আত্মেতি ন বুদ্ধা শ্রুতিভাবতীম্ ॥১৪৯॥

ইন্দ্রিয়গণের অভাবে শরীর চলে না দেখিয়া, আর আমি বধির, দৃষ্টিহীন, ঘ্রাণশক্তিহীন, স্পর্শশক্তিশূন্য, স্বাদগ্রহণাক্ষম, পঙ্গু, মূক ইত্যাদি

অনুভববশতঃ অল্পবুদ্ধি চার্ব্বাকেরা শ্রুতিবাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়-গণকে আত্মা বলে ॥১৪৭-১৪৯॥

ইন্দ্রিয়াণাং ক্রিয়ালোপাৎ প্রাণশক্তেরভাবতঃ।
তৃষিতোঽহং ক্ষুধার্ত্তোঽহমিত্যাদ্যনুভবাত্তথা ॥১৫০॥
উদ্ধৃত্য বেদবাক্যানি হীনবুদ্ধিরবোধতঃ।
কশ্চিদন্যস্তু চার্ব্বাকঃ প্রাণ আত্মেতি মন্যতে ॥১৫১॥

প্রাণশক্তির অভাবে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ালোপ হয় দেখিয়া, আর আমি তৃষার্ত্ত, আমি ক্ষুধার্ত্ত এইরূপ অনুভব হয় দেখিয়া হীনবুদ্ধি অন্য কোন চার্ব্বাক বেদবাক্য উদ্ধার করিয়া বলে যে প্রাণই আত্মা ॥১৫০,১৫১॥

মনসি হি গতে সুপ্তিং প্রাণক্রিয়াবিলোপনাৎ।
সংকল্পবানহং চৈব বিকল্পবানহং তথা ॥১৫২॥
ইত্যাদ্যনুভবাদজ্ঞঃ শ্রুতিতাৎপর্য্যমূঢ়ধীঃ।
কশ্চিদন্যস্তু চার্ব্বাকো মনআত্মেতি কল্পতে ॥১৫৩॥

মন সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রাণক্রিয়ালোপ হয়, আর আমি সংকল্পবান্, আমি বিকল্পবান ইত্যাদি অনুভব হেতু অজ্ঞ অপর কোন চার্ব্বাক শ্রুতিতাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মনই আত্মা এইরূপ কল্পনা করে ॥১৫২,১৫৩॥

আত্মা হি মনসোভিন্নো বিজ্ঞানময় এব সঃ।
এবং স্বীকৃত্য বেদোক্তিং বৌদ্ধা বিজ্ঞানবাদিনঃ ॥১৫৪॥
অভাবে কস্যচিৎ কর্ত্তুঃ শক্তিপ্রেরণকারিণঃ।
মনসইন্দ্রিয়াণাঞ্চ কার্য্যশক্তেরভাবতঃ ॥১৫৫॥
অহং কর্ত্তা চ ভোক্তাহং ইত্যাদ্যনুভবাৎ সদা।
বুদ্ধিরাত্মেতি মন্যন্তে সর্ব্বকরণচালনাৎ ॥১৫৬॥

"আত্মা মন হইতে বিভিন্ন, তিনি বিজ্ঞানময়" এই বেদোক্তি গ্রহণ করিয়া এবং শক্তিসঞ্চারকারী কোন কর্ত্তার অভাবে মন ও ইন্দ্রিয়-গণের কার্য্যশক্তির অভাব হয় দেখিয়া আর "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এইরূপ অনুভব করিয়া বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা সর্ব্বেন্দ্রিয়চালনহেতু বুদ্ধিকে আত্মা মনে করেন ॥১৫৪-১৫৬॥

আনন্দময় আত্মৈবং শ্রুতিবচনদর্শনাৎ।
বুদ্ধ্যাদীনাং সুষুপ্তৌ চাজ্ঞানে বিলয়দর্শনাৎ ॥ ১৫৭ ॥
কিঞ্চিন্নাবেদমজ্ঞোঽহমিত্যাদ্যনুভবাত্তথা।
বদতোঽজ্ঞানমাত্মেতি প্রাভাকরশ্চ তার্কিকঃ ॥ ১৫৮ ॥

"আত্মা আনন্দময়" এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখিয়া ও সুষুপ্তিকালে বুদ্ধ্যাদির অজ্ঞানে বিলয় দেখিয়া, 'আমি অজ্ঞ ছিলাম কিছুই জানিতে পারি নাই" ইত্যাদিরূপ অনুভব বশতঃ প্রাভাকর ও তার্কিক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকে অজ্ঞানকে আত্মা বলে ॥ ১৫৭, ১৫৮ ॥

প্রকাশস্যাপ্রকাশস্য সুষুপ্তৌ যুগপৎস্থিতেঃ।
একীভাবাৎ তথান্যোন্যং চৈতন্যাজ্ঞানয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১৫৯ ॥
প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় আত্মেতি ভাষণাৎ।
মামহং নহি জানামীত্যেবমনুভবাত্তথা ॥ ১৬০ ॥
কশ্চিন্মীমাংসকো ভট্টইত্যেব নামধেয়বান্।
অজ্ঞানাহিতচৈতন্যমাত্মেতি ভাষতে সদা ॥ ১৬১ ॥

সুষুপ্তিতে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ এককালে থাকে বলিয়া এবং চৈতন্য ও অজ্ঞান উভয়ের পরস্পর একীভাব হয় বলিয়া "আত্মা প্রজ্ঞানঘন আনন্দময়" এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখিয়া "আমি আমাকে কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই" এইরূপ অনুভব হয় বলিয়া কোন ভটনামক মীমাংসক অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে আত্মা বলে ॥ ১৫৯, ১৬০, ১৬১ ॥

অগ্রে জগদিদং সর্ব্বং অসদাসীদিতি শ্রুতেঃ।
সুষুপ্তৌ সকলাভাবাচ্ছূন্যাবশেষতস্তথা॥ ১৬২॥

সুষুপ্ত্যপগমে চৈব নাহমাসমিতি স্মৃতেঃ।
শূন্যবাদপরোবৌদ্ধঃ শূন্যমাত্মেতি ভাষতে॥ ১৬৩॥

"এই নিখিল জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল" এইরূপ শ্রুতিবাক্যগ্রহণ করিয়া সুষুপ্তিতে সমস্তাভাববশতঃ শূন্যাবশেষ হয় বলিয়া ও সুষুপ্তির অপগমে "আমি ছিলাম না" এইরূপ স্মৃতি থাকে বলিয়া শূন্যবাদী বৌদ্ধ "শূন্যই আত্মা" এইরূপ বলিয়া থাকেন॥ ১৬২, ১৬৩॥

ন পুত্র আত্মা ন শরীরমাত্মা
দেহস্থিতং নেন্দ্রিয়পুঞ্জমাত্মা।
ন প্রাণ আত্মা ন মনস্তথাত্মা
বিজ্ঞানমাত্মা ন ন চাপি বুদ্ধিঃ॥ ১৬৪॥
অজ্ঞানমাত্মা ন তথা চ নৈব
চৈতন্যমজ্ঞাননিষণ্ণমাত্মা।
ন শূন্যমাত্মা তনুমানসানাং
আত্মত্বমেবাং ভ্রমভাষিতং হি॥ ১৬৫॥

পুত্র আত্মা নহে, শরীর আত্মা নহে, দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গণ আত্মা নহে, প্রাণ আত্মা নহে, মন আত্মা নহে, বিজ্ঞান আত্মা নহে, বুদ্ধি আত্মা নহে, অজ্ঞান আত্মা নহে, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য আত্মা নহে এবং শূন্যও আত্মা নহে। ইহাদিগকে আত্মা বলা লঘুচিত্ত মানবগণের ভ্রমবাক্যমাত্র॥ ১৬৪, ১৬৫॥

পুত্রাদিশূন্যপর্য্যন্তমনাত্মা সর্ব্বমেবহি।
অজ্ঞানেন হি তৎসর্ব্বং মূঢ়েরাত্মেতি কথ্যতে॥১৬৬॥

পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত সমস্তই অনাত্মা, অজ্ঞান বশতঃ মূঢ়েরা উহাদিগকে আত্মা বলিয়া থাকে॥১৬৬॥

প্রতিশরীরবর্ত্ত্যাত্মাহস্থূলোহপ্রাণো নিরিন্দ্রিয়ঃ।
অমনাশ্চ তথাকর্ত্তা শুদ্ধচৈতন্যমেব সৎ ॥১৬৭॥

প্রতিশরীরবর্ত্তী আত্মা স্থূল নহেন, প্রাণ নহেন, ইন্দ্রিয় নহেন, মন নহেন, এবং কর্ত্তাও নহেন। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, সৎস্বরূপ ॥১৬৭॥

পুত্রাদিশূন্যপর্য্যন্তং সর্ব্বং জড়মশাশ্বতম্।
ঘটাদিবদনিত্যঞ্চ চৈতন্যেন প্রকাশিতম্ ॥১৬৮॥

পুত্রাদি শূন্যপর্য্যন্ত সমস্তই অশাশ্বত জড়, ঘটাদির ন্যায় অনিত্য, ও চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ॥১৬৮॥

স্বপ্রকাশং হি চৈতন্যং স্বতঃসিদ্ধং সনাতনম্।
প্রকাশং তেন গচ্ছন্তি পুত্রাদয়ো বিনশ্বরাঃ ॥১৬৯॥

চৈতন্য স্বপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ, সনাতন, পুত্রাদি সমস্তই বিনশ্বর। তাহারা চৈতন্য দ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত হন। ১৬৯॥

অহংখঞ্জস্তথাকাণঃ সুখবান্ দুঃখবানহম্।
অহমিচ্ছামি কর্ত্তাহমিতি মূঢ়স্য ধারণা ॥১৭০॥

আমি খঞ্জ, আমি নেত্রহীন, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ইচ্ছা করি, আমি কর্ত্তা এইরূপ চিন্তা মূঢ়ের হইয়া থাকে ॥১৭০॥

প্রবলানুভবো বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
ব্রহ্মৈবাহং তথাত্মায়ং ব্রহ্মেতি বুধ্যতে সদা ॥১৭১॥

তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ প্রবলানুভূতিবিশিষ্ট বিদ্বান্ সর্ব্বদাই বুঝেন "ব্রহ্মৈবাহম্" "অয়মাত্মাব্রহ্ম" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, আত্মাই ব্রহ্ম ॥১৭১॥

পুত্ত্রোবা স্থূলদেহোবা জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বা।
প্রাণো বা মানসং বাপি বুদ্ধির্বাজ্ঞানমেব বা ॥১৭২॥

অজ্ঞানোপহিতা চিদ্বা শূন্যংবা ভাববর্জ্জিতম্।
নাত্মা সর্ব্বমনাত্মৈব নশ্বরং চ বিকারবৎ ॥১৭৩॥

পুত্র, স্থূলদেহ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়বর্গ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অজ্ঞান, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য অথবা ভাববর্জ্জিত শূন্য, ইহারা কেহই আত্মা নহে, ইহারা অনাত্মা, বিকারী ও নশ্বর ॥১৭২, ১৭৩॥

আত্মা ভবতি চৈতন্যং সর্ব্বভূতাশয়স্থিতম্।
সর্ব্বশরীরমধ্যস্থং পদার্থৌঘপ্রকাশকম্ ॥১৭৪॥

সচ্চিদানন্দরূপঞ্চ সর্ব্বপ্রপঞ্চভাসকম্।
নামরূপব্যতীতঞ্চ সত্যস্বভাবমেব চ ॥১৭৫॥

নিত্যং শুদ্ধঞ্চ বুদ্ধঞ্চ মুক্তঞ্চৈব সনাতনম্।
গুণত্রয়ব্যতীতঞ্চ দ্বন্দ্বাতীতমনশ্বরম্ ॥১৭৬॥

অব্যয়মক্ষরঞ্চৈব প্রশান্তং প্রকৃতেঃপরম্।
সর্ব্বত্রগঞ্চ কূটস্থং নিরাকারঞ্চ নিষ্কলম্ ॥১৭৭॥

অবস্থাত্রয়সাক্ষীতি পঞ্চকোষবিলক্ষণম্।
তাপত্রয়বিমুক্তঞ্চ দেহত্রয়বিলক্ষণম্ ॥১৭৮॥

স্বপ্রকাশৈকরূপঞ্চ প্রজ্ঞানঘনমেব চ।
নির্ব্বিকারমসঙ্গঞ্চ নিখিলভেদবর্জ্জিতম্ ॥১৭৯॥

উপাদানং প্রপঞ্চস্য নিমিত্তকারণংতথা।
অখণ্ডং পরমাদ্বৈতং বাঙ্‌মনসোরগোচরম্ ॥১৮০॥

আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, সর্ব্বভূতাশয়স্থ, সর্ব্বশরীরমধ্যস্থ, বস্তুনিচয়-প্রকাশক, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্বপ্রপঞ্চাবভাসক, নামরূপব্যতীত, সত্য-স্বভাব, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সনাতন, গুণত্রয়ব্যতীত, দ্বন্দ্বাতীত, অবিনশ্বর, অব্যয়, অক্ষর, প্রশান্ত, প্রকৃতি হইতে উত্তম, সর্ব্বত্রগ, কূটস্থ, নিরাকার, নিষ্কল, জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়সাক্ষী, পঞ্চকোষ হইতে

বিভিন্ন, ত্রিতাপবিমুক্ত, শবীরত্রয় হইতে বিভিন্ন, স্বপ্রকাশ, একরূপ, প্রজ্ঞানঘন, নির্ব্বিকাব, অসঙ্গ, নিখিলভেদবর্জ্জিত, প্রপঞ্চেব উপাদান ও নিমিত্তকাবণস্বরূপ, অখণ্ড, পবমাদ্বৈত, ও বাক্যমনেব অগোচর ॥১৭৪-১৮০ ॥

কাবণসত্যতাজ্ঞানং কার্য্যমিথ্যাত্ববোধনম।
যেন সঞ্জায়তে সম্যগপবাদঃ স উচ্যতে ॥১৮১॥

যাহাব দ্বাবা সম্যগ্রূপে কাবণেব সত্যতাজ্ঞান ও কার্য্যেব মিথ্যাত্ববোধ হইয়া থাকে, তাহাকে অপবাদ বলে ॥ ৮১॥

নামরূপব্যতিকবজগৎপ্রপঞ্চবিস্তৃতেঃ।
উপাদানং নিমিত্তং দ্বিতয়ং ব্রহ্মৈব কাবণে ॥ ৮২॥

অদ্বয় ব্রহ্মই নামরূপাত্মক জগৎপ্রপঞ্চবিস্তৃতিব উপাদান ও নিমিত্ত এই দুই কাবণ ॥১৮২॥

জগৎপ্রপঞ্চকার্য্যস্য পৃথক্ সত্তা ন বিদ্যতে।
কাবণরূপচৈতন্যাদ্ ব্যতীতা কাচিদদ্বয়াৎ ॥১৮৩॥

কাবণরূপ অদ্বয় চৈতন্য ব্যতিবিক্ত জগৎপ্রপঞ্চরূপ কার্য্যেব অন্য কোন থক্ সত্তা নাই ॥১৮৩॥

ঘটরূপস্য কার্য্যস্য মৃদেব কাবণং যথা।
মৃদ্ব্যতীতা যথা কাচিদ ঘটসত্তা ন বিদ্যতে ॥১৮৪॥

কুণ্ডলরূপকার্য্যস্য সুবর্ণং কাবণংযথা।
যথা চামীকবাতীতা ন খলু কুণ্ডলস্থিতিঃ ॥১৮৫॥

তথা বিশ্বপ্রপঞ্চস্য চৈতন্যমেব কাবণম্।
তস্য চিদ্ব্যতীতা কাচিদন্যা সত্তা ন বিদ্যতে ॥১৮৬॥

যেমন ঘটরূপকার্য্যের মৃত্তিকাই কারণ, যেমন ঘটের মৃত্তিকা ব্যতীত কোন সত্তা নাই। যেমন কুণ্ডলরূপকার্য্যের স্বর্ণই কারণ, যেমন স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডলের অন্য কোন স্থিতি অর্থাৎ সত্তা নাই। সেইরূপ বিশ্ব প্রপঞ্চের চৈতন্যই কারণ, চিদ্ব্যতীত বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্য সত্তা নাই ॥১৮৫-১৮৬॥

প্রপঞ্চরচনাকার্য্যে ন ব্রহ্মস্বরূপচ্যুতিঃ।
বিকারং পরিণামং বা গচ্ছতি ব্রহ্ম ন ক্বচিৎ ॥১৮৭॥

প্রপঞ্চরচনাকার্য্যে ব্রহ্মের স্বরূপচ্যুতি ঘটে না, ব্রহ্ম কুত্রাচিৎ বিকার বা পরিণামপ্রাপ্ত হয়েন না ॥১৮৭॥

নিমিত্তকারণীভূত-ব্রহ্মাধিষ্ঠানতেজসা।
মায়োপাদানতোভাতি সর্ববৈচিত্রজগদ্ভ্রমঃ ॥১৮৮॥

নিমিত্তকারণরূপ ব্রহ্মের অধিষ্ঠানপ্রভাবে এবং মায়ারূপ উপাদানের দ্বারা বৈচিত্রময় জগদ্ভ্রম হইয়া থাকে ॥১৮৮॥

কৃৎস্নজগদুপাদানহেতুর্মায়া বিকারিণী।
মায়া ভবত্যনির্ব্বাচ্যা বৈচিত্রঘটনক্ষমা ॥ ১৮৯ ॥

বিকারিণী মায়া সমগ্র জগতের উপাদানকারণ, বৈচিত্রঘটনক্ষমা অর্থাৎ অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া অনির্ব্বাচ্যা ॥ ১৮৯ ॥

মায়াবিকারজং বিশ্বং ন তু ব্রহ্মবিকারজম্।
সান্তা মায়া ক্ষয়ে তস্যাএকংব্রহ্মৈব বর্ত্ততে ॥ ১৯০ ॥

বিশ্ব মায়াবিকারজাত, ব্রহ্মবিকারজ নহে। মায়া সান্তা অর্থাৎ মায়ার অন্ত আছে, তাহার নাশে একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন ॥ ১৯০ ॥

যথৈবাজ্ঞানদোষেণ রজ্জাবাশীবিষভ্রমঃ।
ভয়পলায়নেত্যাদি-ক্রিয়াশ্চ তদনন্তরম্ ॥ ১৯১ ॥

যথৈবাজ্ঞানদোষেণ শুক্তৌ চ রজতভ্রমঃ।
করপ্রসারণেত্যাদিক্রিয়াশ্চ তদনন্তরম্ ॥ ১৯২ ॥
তথা মায়াবিকারেণ ব্রহ্মণি হি জগদ্ভ্রমঃ।
ভেদবুদ্ধির্বহুজ্ঞানং ততঃ স্বরূপবিস্মৃতিঃ ॥ ১৯৩ ॥

যেমন অজ্ঞানদোষহেতু রজ্জুতে আশীবিষভ্রম হয়, এবং তদনন্তর ভয়পলায়নাদি ক্রিয়া হয়, যেমন অজ্ঞানদোষহেতু শুক্তিতে রজতভ্রম হয় এবং তদনন্তর করপ্রসারণাদি ক্রিয়া হয়, তদ্বৎ মায়াবিকারবশতঃ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হয় ও তদনন্তর ভেদবুদ্ধি, বহুজ্ঞান ও স্বরূপবিস্মৃতি হয় ॥১৯১-১৯৩॥

পরিণাম উপাদানে নিমিত্তে তু স্বতন্ত্রতা।
উপাদানে বিকারোঽস্তি নিমিত্তে ন তু বিচ্যুতিঃ ॥ ১৯৪ ॥

উপাদানে অর্থাৎ মায়া বা অজ্ঞানে পরিণাম হয়, কিন্তু নিমিত্তে স্বতন্ত্রতা থাকে। উপাদানে বিকার ঘটে, নিমিত্তে কিন্তু বিচ্যুতি নাই ॥ ১৯৪ ॥

রজ্জুবিষয়কাজ্ঞান-নাশে যাতি ফণিভ্রমঃ।
শুক্তিবিষয়কাজ্ঞান-নাশে চ রজতভ্রমঃ ॥ ১৯৫ ॥
মায়াজ্ঞানক্ষয়ে তদ্বদ্বিশ্বভ্রান্তির্বিনশ্যতি।
সচ্চিদানন্দরূপং হি ব্রহ্মৈকমবতিষ্ঠতে ॥ ১৯৬ ॥

রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞাননাশে ফণিভ্রম চলিয়া যায়, শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান-নাশে রজতভ্রম অপসৃত হয়। মায়াজ্ঞান নষ্ট হইলে বিশ্বভ্রান্তির বিনাশ হয়, এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক ব্রহ্মই অবস্থিতি করেন ॥ ১৯৫ ১৯৬ ॥

তস্মান্মায়াবিকারেণ ব্রহ্মণি বিশ্বকল্পনা।
বিবর্তো ব্রহ্মণো বিশ্বং ন ব্রহ্মস্বরূপচ্যুতিঃ ॥ ১৯৭ ॥

সেইজন্য মায়াবিকারহেতু ব্রহ্মে বিশ্বকল্পনা হয়। বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত, ব্রহ্মের স্বরূপচ্যুতি নহে ॥ ১৯৭ ॥

উদাসীনে তথাসঙ্গে ব্রহ্মণ্যধ্যাসলোপতঃ।
মায়োপাদানসম্ভূত-বিশ্বপ্রপঞ্চসংহতেঃ ॥ ১৯৮ ॥
ভিন্নত্বানি বহুত্বানি সম্যগ্ বিহায় সর্ব্বথা।
চিন্মাত্রেণ হ্যবস্থান-মপবাদোঽভিধীয়তে ॥ ১৯৯ ॥

উদাসীন অসঙ্গ ব্রহ্মে মায়ারূপ উপাদানসম্ভূত বিশ্বপ্রপঞ্চসমূহের অধ্যাস-লোপ হইলে সর্ব্বথা ভিন্নত্ব ও বহুত্ব সম্যগ্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া চিন্মাত্রাবস্থানই অপবাদ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৯৮, ১৯৯ ॥

সত্তা হি জগতোমিথ্যা কেবলং ব্যাবহারিকী।
পারমার্থিকসত্তায়াং ব্যবহারঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২০০ ॥

জগতের কেবল ব্যাবহারিকী সত্তা মিথ্যা। পারমার্থিক সত্তায় ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ২০০ ॥

বৈচিত্র্যপটুমায়ায়া বিলাসে বিনিবারিতে।
সর্ব্বেষাং ব্যবহারাণাং বিরামঃ পরমার্থতঃ ॥ ২০১ ॥

বৈচিত্র্যনিপুণ মায়ার বিলাস বিনিবারিত হইলে, সমস্ত ব্যবহারের পরমার্থে বিরাম হয় ॥ ২০১ ॥

সকলং খল্বিদং ব্রহ্ম নাস্তি জীবো ন বা জগৎ।
এবংবিধাদ্বয়জ্ঞান-মপবাদোঽভিধীয়তে ॥ ২০২ ॥

এই সমস্তই ব্রহ্ম, জীবও নাই, জগৎ ও নাই, এবংবিধ অদ্বয়জ্ঞান অপবাদ নামে অভিহিত হয় ॥ ২০২ ॥

পরিবর্ত্তনশীলায়াঃ সৃষ্টপদার্থসংহতেঃ।
মায়া বিকারিণী হ্যেবোপাদানং পরিণামিনী ॥ ২০৩ ॥

পরিবর্ত্তনশীল সৃষ্ট পদার্থ সমূহের বিকারশীল ও পরিণামশীল মায়াই উপাদান ॥ ২০৩ ॥

স্বতন্ত্রো বিকারাতীতঃ পরমাত্মা নিমিত্তকম্।
উপাদানক্রিয়ানাশে নিমিত্তমবতিষ্ঠতে ॥ ২০৪ ॥

স্বতন্ত্র, বিকারাতীত পরমাত্মা নিমিত্তকারণ। উপাদানের ক্রিয়ার নাশ হইলে নিমিত্তই থাকিয়া যায় ॥ ২০৪ ॥

বিস্তরেণ ভবত্যেবমপবাদস্য প্রক্রিয়া।
উৎপত্তিবৈপরীত্যেন প্রবেশাৎ স্বস্বকারণে ॥ ২০৫ ॥

উৎপত্তির বিপরীত ভাবে স্ব স্ব কারণে প্রবেশহেতু অপবাদের প্রক্রিয়া বিস্তরভাবে এইরূপ হইয়া থাকে ॥ ২০৫ ॥

ভোগনিকেতনস্থূলদেহজাতং চতুর্ব্বিধম্।
সর্ব্বশরীরভোগ্যান্ন-পানাদিদ্রব্যসঞ্চয়ঃ ॥ ২০৬ ॥
তদাধারপৃথিব্যাদিভুবনানি চতুর্দ্দশ।
আশ্রয়ভূতমেতেষাং স্থূলব্রহ্মাণ্ডমেব চ ॥ ২০৭ ॥
এতান্যেব সমগ্রাণি পঞ্চীকৃতেষু পঞ্চসু।
মহাভূতেষু লীয়ন্তে স্বীয়োপাদানহেতুষু ॥ ২০৮ ॥

চতুর্ব্বিধ ভোগায়তন স্থূলশরীরসমূহ, সর্ব্বশরীরভোগ্য অন্নপানাদিরূপ দ্রব্যনিকর, তাহাদিগের আধারভূত পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন, এবং তাহাদিগের আশ্রয়রূপ স্থূলব্রহ্মাণ্ড এই সমস্তই স্বীয় উপাদানকারণ পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতে লীন হয় ॥ ২০৬-২০৮ ॥

রূপ-গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দাদিবিষয়ৈঃ সহ।
এতানি স্থূলভূতানি পঞ্চীকৃতানি পঞ্চভিঃ ॥ ২০৯ ॥
সূক্ষ্মশরীরজাতঞ্চ লীয়ন্তে স্বীয়হেতুষু।
অপঞ্চীকৃতভূতেষু ততঃ সূক্ষ্মেষু পঞ্চসু ॥ ২১০ ॥

তদনন্তর রূপ-গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দরূপ পঞ্চবিষয়ের সহিত সূক্ষ্মশরীরসমূহ স্বকারণস্বরূপ অপঞ্চীকৃত ভূতগণের মধ্যে বিলীন হয় ॥ ২০৯, ২১০ ॥

অপঞ্চীকৃতভূতানি সত্ত্বাদিগুণবন্ত্যথ।
উৎপত্তি-বৈপরীত্যেন ক্রমশো নিজকারণে॥ ২১১॥

একৈকশো বিলীয়ন্তে এবং তদ্‌বিলয়ক্রমঃ।
সলিলে ক্ষিতিতন্মাত্রমপ্‌তন্মাত্রং হুতাশনে॥ ২১২॥

অনলেঽনলতন্মাত্রং বায়ুতন্মাত্রমম্বরে।
অজ্ঞানেঽম্বরতন্মাত্রং লীয়তে তদনন্তরম্‌॥ ২১৩॥

এতেষাং সূক্ষ্মভূতানাং সর্ব্বেষাং কারণং ততঃ।
অজ্ঞানোপহিতং মাত্রং চৈতন্যমেব বর্ত্ততে॥ ২১৪॥

অনন্তর সত্ত্বাদিগুণবন্ত অপঞ্চীকৃত ভূতসকল, উৎপত্তির বিপরীতক্রমে এক এক করিয়া নিজ কারণে ক্রমশঃ বিলীন হয়। ঐ বিলয়ক্রম এইরূপ। ক্ষিতিতন্মাত্র সলিলে, অপ্‌তন্মাত্র অনলে, অনলতন্মাত্র অনিলে, বায়ুতন্মাত্র আকাশে এবং তদনন্তর আকাশতন্মাত্র অজ্ঞানে বিলীন হয়। তখন এইসকল সূক্ষ্মভূতের কারণস্বরূপ অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই কেবল বর্ত্তমান থাকেন॥ ২১১-২১৪॥

অনন্তরং তদজ্ঞানং প্রপঞ্চসৃষ্টিকারণম্‌।
তদুপহিতচৈতন্যং তস্য চেশ্বরতাদিকম্‌॥ ২১৫॥

অনুপহিতচৈতন্যে স্বীয়াধারে বিলীয়তে।
একং সনাতনং ব্রহ্ম তুরীয়মবশিষ্যতে॥ ২১৬॥

অনন্তর সেই প্রপঞ্চসৃষ্টিকারণ অজ্ঞান, তদুপহিত চৈতন্য ও তাহার ঈশ্বরত্বাদি সমস্ত। আধারস্বরূপ অনুপহিত চৈতন্যে বিলীন হয়, এবং এক সনাতন তুরীয় ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন॥ ২১৫, ২১৬।

অধ্যারোপোঽমুনানেন প্রপঞ্চং তনুতেঽখিলম্‌।
অপবাদো বিলোমেন লুম্পতে তং চিদাত্মনি॥ ২১৭॥

অধ্যারোপ অনুলোমরীতিতে অর্থাৎ সংসারপ্রথায় অখিল প্রপঞ্চ বিস্তার করে। অপবাদ বিলোমরীতিতে অর্থাৎ সংহারপ্রথায় সেই প্রপঞ্চকে চিদাত্মায় প্রেরণ করে॥ ২১৭॥

তত্ত্বমসিমহাবাক্যস্থিত-তত্ত্বং-পদার্থয়োঃ।
অধ্যারোপাপবাদাভ্যামাভ্যাং সিধ্যতি শোধনম্॥ ২১৮॥

তত্ত্বমসি এই মহাবাক্যস্থ তৎ ত্বং পদার্থদ্বয়ের এই অধ্যারোপ ও অপবাদের দ্বারা শোধন সিদ্ধ হয়॥ ২১৮॥

তৎপদস্য হি বাচ্যার্থো লক্ষ্যার্থো ভবতো যথা।
ত্বংপদস্যাপি বাচ্যার্থো লক্ষ্যার্থো ভবতস্তথা॥ ২১৯॥

তৎপদের যেরূপ বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ হয়, ত্বং পদের ও সেইরূপ বাচ্যার্থ লক্ষ্যার্থ হয়॥ ২১৯॥

অজ্ঞান-সূক্ষ্ম-শরীর স্থূল-শরীর-সংহতিঃ।
চৈতন্যং তদবচ্ছিন্ন-মীশ্বরাদ্যাহ্বয়ান্বিতম্॥ ২২০॥
তদনুপহিতং চৈব সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিতম্।
অব্যয়ং ব্রহ্মচৈতন্যং বিশুদ্ধমেকমদ্বয়ম্॥ ২২১॥
এতত্ত্রয়মভেদেন প্রতপ্তলৌহপিণ্ডবৎ।
অস্তি তৎপদবাচ্যার্থ একত্বেনাবভাসিতম্॥ ২২২॥
অজ্ঞানেশ্বরচৈতন্য-ব্রহ্মচৈতন্য ভিন্নতাম্।
অবিচার্য্য প্রয়োগোঽস্তি তৎপদস্য নিরন্তরম্॥ ২২৩।

অজ্ঞান, সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলশরীরসমষ্টি, এবং ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্ নামযুক্ত তদুপহিতচৈতন্য এবং তদনুপহিত অব্যয়, সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ এক অদ্বয় ব্রহ্মচৈতন্য—এই তিনটা প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডবৎ অভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইলে তৎপদের বাচ্যার্থ হয়। অজ্ঞান, ঈশ্বরচৈতন্য ও

ব্রহ্মচৈতন্যের ভিন্নতাবিচার না করিয়াই তৎশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥ ২২০-২২৩ ॥

অজ্ঞানেশ্বরচৈতন্যাধার-ভূতং সনাতনম্।
অনুপহিতচৈতন্যমেকমব্যয়মদ্বয়ম্ ॥ ২২৪ ॥
বিহীনসর্ব্ববৈচিত্রং পবিহীনবিশেষণম্।
অস্তি তৎপদ-লক্ষ্যার্থো গুণোপাধিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২২৫ ॥

অজ্ঞান ও ঈশ্বরচৈতন্যের আধারভূত সনাতন, এক অব্যয় অদ্বয় সর্ব্ববৈচিত্রশূন্য, বিশেষণরহিত, গুণোপাধিবিবর্জ্জিত অনুপহিত চৈতন্যই তৎপদের লক্ষ্যার্থ হয় ॥ ২২৪-২২৫ ॥

ব্যষ্টিভাবগতাজ্ঞান-সূক্ষ্মস্থূলতনুব্রজঃ।
তদুপহিতচৈতন্যমল্পজ্ঞত্বাদিসেবিতম্ ॥ ২২৬ ॥
প্রাজ্ঞতৈজসবিশ্বাখ্যং জীবে জীবে প্রকাশিতম্।
তদনুপহিতং চৈব চৈতন্যং শুদ্ধশাশ্বতম্ ॥ ২২৭ ॥
এতত্রয়ং সমাসেন প্রতপ্তলৌহপিণ্ডবৎ ॥
অস্তি ত্বং-পদবাচ্যার্থ একত্বেনাবভাসিতম্ ॥ ২২৮ ॥

ব্যষ্টিভাবগত অজ্ঞান, সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলশরীর সকল এবং অল্পজ্ঞত্বাদি-যুক্ত, প্রতি জীবে প্রকাশিত, প্রাজ্ঞ-তৈজস-বিশ্বনামধারী তদুপহিত চৈতন্য এবং শুদ্ধ শাশ্বত তদনুপহিত চৈতন্য এই তিনটী প্রতপ্ত-লৌহপিণ্ডবৎ এক অভিন্নভাবে প্রকাশিত হইলে ত্বংপদের বাচ্যার্থ হয় ॥ ২২৬-২২৮ ॥

ব্যষ্টিভাবগতাজ্ঞান-প্রাজ্ঞাদ্যাশ্রয়রূপকম্।
তদনুপহিতং ব্রহ্মচৈতন্যং স্বপ্রকাশকম্ ॥ ২২৯ ॥

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারাদিবিলক্ষণম্।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তীনাং সাক্ষিভূতং সনাতনম্॥ ২৩০ ॥

অব্যয়ং পরমাদ্বৈতং শাশ্বতমচলং ধ্রুবম্।
তুরীয়ং প্রত্যগানন্দং লক্ষ্যার্থস্ত্বং-পদস্য চ॥ ২৩ ॥

ব্যষ্টিভাবগত অজ্ঞান ও প্রাজ্ঞাদির আশ্রয়স্বরূপ, স্বপ্রকাশ, দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি হইতে বিলক্ষণ, জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিরূপ অবস্থার সাক্ষিভূত, সনাতন, অব্যয়, পরমাদ্বৈত, শাশ্বত, অচল, ধ্রুব, প্রত্যগানন্দ, তুরীয়, অনুপহিত ব্রহ্মচৈতন্যই ত্বংপদের লক্ষ্যার্থ॥ ২২৯–২৩১॥

তত্ত্বমসি-মহাবাক্যং সম্বন্ধত্রিতয়েন হি।
নির্ব্বিশেষাদ্বয়াখণ্ডব্রহ্মচৈতন্যবোধকম্॥২৩২॥

তত্ত্বমসি এই মহাবাক্য সম্বন্ধত্রয়ের দ্বারা নির্ব্বিশেষ, অদ্বয়, অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যের বোধক হয়॥ ২৩২॥

সম্বন্ধত্রিতয়ংনাম প্রোক্তমেবং মনীষিভিঃ।
সামানাধিকরণ্যং তৎ-ত্বমিতি পদয়োর্দ্বয়োঃ॥ ২৩৩॥

তৎত্বংপদার্থয়োশ্চৈব বিশেষণবিশেষ্যতা।
লক্ষ্য-লক্ষণ-সম্বন্ধঃ প্রত্যগাত্মপদার্থয়োঃ॥ ২৩৪॥

মনীষিগণ সম্বন্ধত্রয় এইরূপ বলিয়া থাকেন। (১) তৎ ও ত্বং এই দুই পদের সামানাধিকরণ্য (২) পদদ্বয়ের অর্থের বিশেষণ-বিশেষ্যতা এবং (৩) প্রত্যগাত্মা ও পদার্থে লক্ষ্য-লক্ষণ-সম্বন্ধ॥ ২৩৩, ২৩৪॥

সামানাধিকরণ্যং হি বৈলক্ষণ্যবিশিষ্টয়োঃ।
শব্দয়োর্দ্বিরেকস্মিন্ বিষয়ে বাপি বস্তুনি॥ ২৩৫॥

বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট শব্দদ্বয়ের একই বিষয় অথবা বস্তুতে বৃত্তি অর্থাৎ ব্যবহার বা প্রয়োগের নাম সামানাধিকরণ্য ॥ ২৩৫ ॥

যথা সোঽয়ং হরিরিতি বচনে ত্রিপদান্বিতে।
সোঽয়ংপদদ্বয়েনৈকো হরিরেব বিবোধিতঃ ॥ ২৩৬ ॥

সশব্দঃ খলু তৎকালবিশিষ্টহরি-বাচকঃ।
অয়ং-শব্দোঽধুনাকাল-বিশিষ্টহরিবাচকঃ। ২৩৭ ॥

তয়োস্তু দেশকালাদি-বৈলক্ষণ্যেঽপি শব্দয়োঃ।
অস্তি তাৎপর্য্য-সম্বন্ধো মানুষে হরিনামনি ॥ ২৩৮ ॥

যেমন পদত্রয়বিশিষ্ট "সোঽয়ং হরিঃ" এই বাক্যে "সঃ" ও "অয়ং" পদদ্বয় দ্বারা এক হরিকেই বুঝাইতেছে, কারণ সশব্দ তৎকালবিশিষ্ট হরির বাচক এবং অয়ংশব্দ অধুনাকালবিশিষ্ট হরির বাচক এবং এই পদদ্বয়ের দেশকালাদি-বৈলক্ষণ্য থাকিলেও এক হরিনামক মানুষেই তাৎপর্য্য-সম্বন্ধ রহিয়াছে ॥ ২৩৬-২৩৮ ॥

তত্ত্বমসি-মহাবাক্যে তথৈব শ্রুতিভাষিতে।
তত্ত্বংপদদ্বয়েনৈক-ব্রহ্মচৈতন্যবোধনম্ ॥ ২৩৯ ॥

তৎপদো হি পরোক্ষত্ব-বিশিষ্টব্রহ্মবাচকঃ।
ত্বংপদশ্চাপরোক্ষত্ব-বিশিষ্টব্রহ্মবাচকঃ ॥ ২৪০ ॥

তৎপদশ্চৈব সর্বজ্ঞ-ব্রহ্মচৈতন্যবাচকঃ।
ত্বংপদশ্চৈব কিঞ্চিজ্জ্ঞজীবচৈতন্যবাচকঃ ॥ ২৪১ ॥

তত্ত্বংপদদ্বয়স্যৈবং বৈলক্ষণ্যেঽপ্যনেকধা।
অস্তি তাৎপর্য্যসম্বন্ধস্তয়োর্ব্রহ্মণি কেবলে ॥ ২৪২ ॥

সেই শ্রুতিকথিত তত্ত্বমসি মহাবাক্যে তৎ ও ত্বং পদদ্বয় দ্বারা এক ব্রহ্মচৈতন্যকেই বুঝাইতেছে, কারণ তৎপদ পরোক্ষত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মের

বাচক এবং ত্বংপদ অপরোক্ষত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মের বাচক, তৎপদ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মচৈতন্যের বাচক এবং ত্বংপদ কিঞ্চিজ্জ্ঞ জীবচৈতন্যের বাচক। এই তৎ ও ত্বং পদদ্বয়ের অনেকরূপ বৈলক্ষণ্য থাকিলেও উভয়েরই এক ব্রহ্মেতে তাৎপর্য্যসম্বন্ধ রহিয়াছে ॥ ২৩৯-২৪২ ॥

সামানাধিকরণ্যং হি দৃষ্টান্তেন প্রদর্শিতম্।
দৃষ্টান্তদর্শিতান্ত্যেবং বিশেষণবিশেষ্যতা ॥২৪৩॥

সামানাধিকরণ্য দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শিত হইল। বিশেষণবিশেষ্যতা দৃষ্টান্তের দ্বারা এইরূপ প্রদর্শিত হইতেছে ॥২৪৩॥

যথা সোঽয়ং হরিরিতি বচনে পূর্ব্বভাষিতে।
ভবত্যর্থঃ স-শব্দস্য হরিঃ পূর্ব্বাবলক্ষিতঃ ॥২৪৪॥

অয়ং শব্দস্য চার্থোঽস্তি হরিরত্রাবলক্ষিতঃ।
ভেদংনিবার্য্য চার্থাভ্যামেকো হরিস্তু বোধ্যতে ॥২৪৫॥

তত্রহি স পদার্থস্যায়ং-পদার্থস্য চৈব হি।
অন্যোন্যভেদনাশিত্বাদ বিশেষণবিশেষ্যতা ॥২৪৬।

তত্ত্বমসি মহাবাক্যে তথৈব ভবতীত্যুত।
অত্রৈব তৎপদস্যার্থঃ পরোক্ষত্বাদিকান্বিতম্।
ভবতি ব্রহ্মচৈতন্যং সর্ব্ববিদীশ্বরাহ্বয়ম্ ॥২৪৭॥

ভবতি ত্বং-পদস্যার্থোঽপরোক্ষত্বাদিকান্বিতম্।
স্বল্পজ্ঞং জীবচৈতন্য-মনেকবিভেদান্বিতম্ ॥২৪৮॥

তত্ত্বংপদার্থয়োর্ব্বে-মেক-চৈতন্য-বোধনাৎ।
অন্যোন্যভেদনাশিত্বাদ্ বিশেষণবিশেষ্যতা ॥ ২৪৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত "সোঽয়ং হরিঃ" বাক্যে স-শব্দ পূর্ব্বদৃষ্ট হরিকে বুঝায় এবং অয়ং-শব্দ বর্ত্তমানদৃষ্ট হরিকে বুঝায় এবং দুই শব্দের অর্থদ্বয় পরস্পর ভেদ

নিবারণ পূর্ব্বক এক হরিকেই বুঝায় এবং পরস্পর ভেদনাশকত্ব-হেতু স-পদের অর্থ এবং অয়ং–পদের অর্থের যেমন বিশেষণ-বিশেষ্যতা রহিয়াছে, তদ্রূপ তত্ত্বমসি-মহাবাক্যে তৎপদের পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-নামক ব্রহ্মচৈতন্য এবং ত্বং-পদের অর্থ অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট অনেক বিভেদযুক্ত স্বল্পজ্ঞ জীবচৈতন্য। এই দুইপদের অর্থদ্বয়ের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব হইতেছে, কারণ উভয়েই পরস্পরের ভেদনিবারণপুরঃসর এক চৈতন্যকেই বুঝাইতেছে ॥ ২৪৪-২৪৯ ॥

যথা সোঽয়ং-হরির্বাক্যে পূর্ব্বদৃষ্টান্তবর্ণিতে।
সশব্দস্য তথৈবায়ং-শব্দস্য বা তদর্থয়োঃ ॥ ২৫০ ॥

অতীত-বর্ত্তমানত্ব-বিরুদ্ধ-ভাগবর্জ্জনাৎ।
লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধোঽবিরুদ্ধহরিণা সহ ॥ ২৫১ ॥

তত্ত্বমসি-মহাবাক্যে তথৈব শ্রুতিভাষিতে।
তৎপদস্যাপি চৈব ত্বং-পদস্য বা তদর্থয়োঃ ॥ ২৫২ ॥

সর্ব্ববিৎস্বল্পবিত্তাদি-বিরুদ্ধাংশবিবর্জ্জনাৎ।
লক্ষ্যলক্ষণতা সার্দ্ধং অবিরুদ্ধচিদাত্মনা ॥ ২৫৩ ॥

যেমন পূর্ব্বদৃষ্টান্তবর্ণিত "সোঽয়ং হরিঃ" বাক্যে স-শব্দ এবং অয়ং-শব্দের ও তাহাদের অর্থদ্বয়ের অতীতত্ব-বর্ত্তমানত্বরূপ বিরুদ্ধাংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক এক অবিরুদ্ধ হরির সহিত লক্ষ্য-লক্ষণ-সম্বন্ধ হইতেছে, সেইরূপ শ্রুত্যুক্ত তত্ত্বমসি-মহাবাক্যে তৎ–পদ ও ত্বং-পদের ও তাহাদের অর্থদ্বয়ের সর্ব্বজ্ঞত্ব-স্বল্পজ্ঞত্বাদি বিরুদ্ধাংশবর্জ্জনপূর্ব্বক এক অবিরুদ্ধ চিদাত্মার সহিত লক্ষ্য–লক্ষণতা হইতেছে ॥ ২৫০-২৫৩ ॥

বিরুদ্ধাংশপরিত্যাগা-দবিরুদ্ধাংশবোধনাৎ।
লক্ষ্য-লক্ষণতা হ্যেয়মুচ্যতে ভাগলক্ষণা ॥ ২৫৪ ॥

বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিরুদ্ধাংশজ্ঞাপনহেতু এই লক্ষ্য-লক্ষণতাকে ভাগলক্ষণা বলা হয় ॥ ২৫৪ ॥

নীলং পদ্মমিতি প্রোক্তে ভবতি যার্থসঙ্গতিঃ।
তত্ত্বমসি-মহাবাক্যে ন তাদৃগর্থসঙ্গতিঃ ॥ ২৫৫ ॥

"নীলপদ্ম" বলিলে যেরূপ অর্থ-সঙ্গতি হয়, তত্ত্বমসি-মহাবাক্যে সেরূপ অর্থ-সঙ্গতি হয় না ॥ ২৫৫ ॥

অর্থো হি নীল-শব্দস্য নীলবর্ণঃপ্রকীর্ত্তিতঃ।
তথৈব পদ্ম-শব্দেন দ্রব্যং তন্নামকং স্মৃতম্ ॥ ২৫৬ ॥

নীলশব্দের অর্থ নীলবর্ণ এবং পদ্ম-শব্দের অর্থ পদ্মনামক দ্রব্য ॥ ২৫৬ ॥

কেবলং নীলমিত্যুক্তে ভবতি হৃদয়ে সদা।
পটমঠাদি-নীলাভবিবিধবস্তু-ধারণা ॥২৫৭॥

কেবলং পদ্মমিত্যুক্তে ভবতি হৃদয়ে সদা।
নীল-লোহিত-পাণ্ডুর-বিবিধপদ্ম-ধারণা ॥ ২৫৮ ॥

নীলং পদ্মমিতি প্রোক্তে নানাত্ব-বুদ্ধি-নির্বৃতিঃ।
ততো নীলস্য পদ্মস্য বিশেষণ-বিশেষ্যতা ॥ ২৫৯ ॥

কেবল "নীল" শব্দ বলিলে মনে পটমঠাদি নীলবর্ণবিশিষ্ট নানাবিধ বস্তুর ধারণা হয়। কেবল "পদ্ম" শব্দ বলিলে মনে সর্ব্বদা নীল, লোহিত, পাণ্ডুরবর্ণ বিবিধ পদ্মের ধাবণা হয়। "নীলপদ্ম" বলিলে নানাত্ববুদ্ধির নিবৃত্তি হয় এবং নীলবর্ণ পদ্মের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব হয় ॥ ২৫৭-২৫৯ ॥

দ্বয়োশ্চ ন সমাধারাবস্থিতৌ প্রতিবন্ধকঃ।
প্রমাণস্যাবিরোধাচ্চ খলু বাক্যার্থসঙ্গতিঃ ॥ ২৬০ ॥

উভয়ের এক আধারে অবস্থিতির কোন প্রতিবন্ধক নাই, এবং প্রমাণের অবিরোধহেতু বাক্যার্থ সঙ্গতি হয়॥ ২৬০॥

তত্ত্বমসীতি বাক্যে তু তৎ-পদার্থঃপরোক্ষচিৎ।
তথা প্রত্যক্ষ-চৈতন্যং ত্বং-পদার্থেন বোধিতম্॥ ২৬১॥

দ্বয়োরন্যোন্য-ভিন্নত্ব-ব্যাবর্ত্তকতয়ার্থয়োঃ।
বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব-স্বীকরণেঽপি চৈব হি॥ ২৬২॥

উভয়োরেকতাজ্ঞানে ভবতি প্রতিবন্ধকঃ।
এবমেবৈকতাজ্ঞান-প্রতিবন্ধককারণম্॥ ২৬৩।

কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে তৎ-পদের অর্থ পরোক্ষচৈতন্য এবং ত্বং-পদের অর্থদ্বারা প্রত্যক্ষ-চৈতন্য বোধিত হইতেছে। উভয়ের পরস্পর ভিন্নত্ব নিবারণের দ্বারা অর্থদ্বয়ের বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব স্বীকার করিলেও উভয়ের একতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। একতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক কারণ এইরূপ ॥২৬১-২৬৩॥

অস্তি পরোক্ষচৈতন্যং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ।
তথা প্রত্যক্ষচৈতন্যং স্বল্পবিৎ স্বল্পশক্তিমৎ॥২৬৪॥

অপরোক্ষ-পরোক্ষাদি-প্রমাণস্থবিরোধতঃ।
ন তৎ-ত্বং-পদবাক্যার্থঃ সঙ্গতো ভবতি ক্বচিৎ॥২৬৫॥

পরোক্ষচৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট এবং প্রত্যক্ষচৈতন্য স্বল্পজ্ঞ স্বল্পশক্তিবিশিষ্ট। অপরোক্ষ-পরোক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ বশতঃ কোথাও তৎ-ত্বং-পদের বাক্যার্থের সঙ্গতি হয়না॥২৬৪, ২৬৫॥

অতো নীলং পদ্মমিতি বাক্যে যথার্থসঙ্গতিঃ।
তত্ত্বমসি-মহাবাক্যে ন তথৈবার্থসঙ্গতিঃ॥২৬৬॥

এই হেতু "নীলপদ্ম" বাক্যে যেরূপ অর্থসঙ্গতি হয়, তত্ত্বমসি-মহাবাক্যে সেরূপ অর্থসঙ্গতি হয়না ।।২৬৬।।

তত্ত্বমসি-মহাবাক্যে সঙ্গচ্ছতে কদাপি হি।
ন জহল্লক্ষণা ঘোষো জাহ্নব্যাং বসতীতিবৎ ।।২৬৭।।

"ঘোষ জাহ্নবীতে বাস করে" এই বাক্যে যেরূপ জহল্লক্ষণার সঙ্গতি হয়, তত্ত্বমসি মহাবাক্যে কখন সেরূপ অর্থ সঙ্গতি হয়না ।।২৬৭।।

জাহ্নবীতি পদস্যার্থো জলৌঘ ইতি কীর্ত্তিতঃ।
ন জাহ্নবীতি শব্দেন তত্তট ইতি বোধিতঃ ।।২৬৮।।
তত্র তু জাহ্নবীনীরে ঘোষাবস্থিত্যসম্ভবাৎ।
জাহ্নবীঘোষয়োশ্চবাধাবাধেবার্থবিগ্রহাৎ ।।২৬৯।
জাহ্নবীশব্দমুখ্যার্থং নীররূপমশেষতঃ।
ত্যক্ত্বা তত্তট ইত্যর্থো গ্রহণীয়ো হি সর্ব্বথা ।।২৭০।।
এবং স্বার্থং পরিত্যজ্য যুক্তান্যার্থপরিগ্রহঃ।
যয়া লক্ষণয়া প্রোক্তা স জহৎস্বার্থলক্ষণা ।।২৭১।।

জাহ্নবীপদের অর্থদ্বারা জলরাশি বুঝায় জাহ্নবীপদের দ্বারা জাহ্নবাতট বুঝায় না, কিন্তু সেই জাহ্নবীনীরে ঘোষের অবস্থিতি অসম্ভব বশতঃ এবং জাহ্নবী ও ঘোষের আধার আধেয়রূপ অর্থের বিরোধ হেতু জাহ্নবী পদের নীররূপ অর্থ একেবারে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বথা "তাহার তট" এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ যে লক্ষণার দ্বারা নিজ অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপযুক্ত অন্য অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহার নাম জহৎস্বার্থলক্ষণা ।।২৬৮-২৭১।।

তত্ত্বমসীতি বাক্যে তু ন জহল্লক্ষণা তথা।
ঘোষো বসতি জাহ্নব্যামিত্যেব বচনে যথা ।।২৭২।।

কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে "ঘোষ জাহ্নবীতে বাস করে" এই বাক্যের ন্যায় জহল্লক্ষণা (জহৎস্বার্থলক্ষণা) হয় না ॥২৭২॥

অত্রাপরোক্ষচিৎ ত্বং হি তচ্চৈব হি পরোক্ষচিৎ।
নাস্ত্যভয়চিদেকত্বে বিবোধঃ কশ্চিদেব তু ॥২৭৩॥

এ স্থলে ত্বং অপরোক্ষচিৎ ও তৎ পরোক্ষচিৎ। উভয় চিতেব একত্বে কোন বিরোধ নাই ॥২৭৩॥

প্রত্যক্ষত্ব-পরোক্ষত্ব-বোধকাংশে হি কেবলম্।
বিরোধোঽস্তি বিরুদ্ধং যৎ সঙ্গত্যর্থায় তৎ ত্যজেৎ ॥২৭৪॥

প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্ব অংশেই কেবল বিরোধ। যাহা বিরুদ্ধ, অর্থ সঙ্গতিব জন্য তাহা ত্যাগ করিতে হইবে ॥২৭৪॥

জাহ্নবী-ঘোষবৎ কৃত্বা সমগ্রং স্বার্থবর্জ্জনম্।
ন তত্ত্বং-পদয়োর্যুক্তা বিভিন্নবস্তুলক্ষণা ॥২৭৫॥

জাহ্নবী-ঘোষবৎ সমগ্র স্বার্থ বর্জ্জন কবিয়া তত্ত্বংপদদ্বয়েব বিভিন্ন বস্তু-লক্ষণা উপযুক্ত নহে ॥২৭৫।

প্রধানার্থপরিত্যাগাসম্ভবাৎ সর্ব্বথা ততঃ।
অস্মিন্ বাক্যে সম্ভবতি ন জহৎ-স্বার্থলক্ষণা ॥ ২৭৬ ॥

সেই হেতু এই তত্ত্বমসি-বাক্যে মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা অসম্ভব বলিয়া জহৎ-স্বার্থ-লক্ষণা হয় না ॥ ২৭৬ ॥

ঘোষো বসতি জাহ্নব্যামিত্যেব বচনে যথা।
তটং লক্ষয়তি স্বার্থং বিহায় জাহ্নবী-পদম্ ॥ ২৭৭ ॥

তত্ত্বমসি-মহাবাক্যে বাচ্যার্থং তৎ-পদং নিজম্।
বিহায় ত্বং-পদস্যার্থং বোধয়তু তথৈব হি ॥ ২৭৮ ॥
ত্বং-পদমপি বাচ্যার্থং বিহায় তৎ-পদস্য চ।
অর্থং বোধয়তাং তর্হি ন জহল্লক্ষণা কুতঃ ॥ ২৭৯ ॥

"ঘোষ জাহ্নবীতে বাস করে" এই বচনে যেরূপ জাহ্নবীপদ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তট বুঝায়, সেইরূপ তত্ত্বমসি বাক্যে তৎ-পদ নিজ বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া ত্বং-পদের অর্থ বুঝাক্ এবং ত্বং-পদও বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া তৎ-পদের অর্থ বুঝাক্; তাহা হইলে জহল্লক্ষণা কেন খাটিবে না ॥ ২৭৭-২৭৯ ॥

নৈবেষা কল্পনা যুক্তা পূর্বোক্তবচনে ন হি।
উল্লেখস্তীরশব্দস্য তথাপি তীরধারণা ॥ ২৮০ ॥
লক্ষণয়া হি কর্ত্তব্যা জাহ্নব্যর্থং বিহায় চ।
তজ্জহল্লক্ষণা যুক্তা সম্যগ্‌বাক্যার্থসাধনে ॥ ২৮১ ॥

এইরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্বোক্ত বাক্যে তীরশব্দের উল্লেখ নাই, তথাপি জাহ্নবী অর্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্বারা তীর ধারণা করিতে হইবে। সেই হেতু সম্যগ্‌রূপে বাক্যের অর্থসাধনবিষয়ে জহল্লক্ষণা খাটিতেছে ॥ ২৮০, ২৮১ ॥

তত্ত্বমসীতি বাক্যে তু তৎ-ত্বমিত্যেব শব্দয়োঃ।
উল্লেখোঽস্তি ততস্তাভ্যাং চিদ্‌রূপার্থশ্চ বোধিতঃ ॥ ২৮২ ॥
অন্যতরপদেনান্যতরপদার্থবোধনে।
নাস্ত্যপেক্ষা লক্ষণয়া ন জহল্লক্ষণা ততঃ ॥ ২৮৩ ॥

কিন্তু তত্ত্বমসি-বাক্যে তৎ ও ত্বং শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই হেতু তাহাদিগের দ্বারা চিদ্-রূপ অর্থ বোধিত হইতেছে, লক্ষণা দ্বারা একপদ-

কর্তৃক অনুভব পদের অর্থবোধবিষয়ে অপেক্ষা নাই। তজ্জন্য জহল্লক্ষণা খাটিতেছে না ॥ ২৮২, ২৮৩ ॥

তত্ত্বমসীতি বাক্যে চ "শোণোধাবতি" বাক্যবৎ।
ভবতি সঙ্গতা নূনং নাজহৎ-স্বার্থলক্ষণা ॥ ২৮৪ ॥

"শোণো ধাবতি" এই বাক্যের ন্যায় তত্ত্বমসি বাক্যে অজহৎ-স্বার্থ-লক্ষণাও সঙ্গত হয় না ॥ ২৮৪ ॥

শোণো-ধাবতি বাক্যে হি বাক্যার্থস্য বিরোধতঃ।
শোণ-ধাবন-রূপস্য শোণার্থমবিহায় চ ॥ ২৮৫ ॥
বিরোধপরিহারার্থং তদাশ্রয়হয়াদিকম্।
লক্ষণয়া বিজানীয়াদেবমস্ত্যর্থসঙ্গতিঃ ॥২৮৬।
অজহল্লক্ষণা স্বার্থং স্বীকৃত্যান্যার্থবোধনম্।
শোণো-ধাবতি-বাক্যেঽতো লক্ষণৈষা সুসঙ্গতা ॥২৮৭॥

"শোণো ধাবতি" এই বাক্যে শোণের অর্থাৎ রক্তবর্ণের ধাবন অর্থাৎ দৌড়নরূপ বাক্যার্থের বিরোধ হেতু শোণার্থ পরিত্যাগ না করিয়া বিরোধপরিহারার্থ শোণবর্ণাশ্রয় হয়াদিকে লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হইবে। স্বার্থগ্রহণপূর্ব্বক অন্যার্থবোধনকে অজহল্লক্ষণা বলে। এই হেতু এই লক্ষণা "শোণো ধাবতি" বাক্যে সুসঙ্গত হইতেছে ॥ ২৮৫-২৮৭ ॥

তত্ত্বমসীতি বাক্যে তু তৎ-ত্বং-পদদ্বয়েন চ।
পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবোধকং বিরোধিনম্ ॥২৮৮॥
অর্থং নৈব পরিত্যজ্য পৃথগর্থেঽপি লক্ষিতে।
বিরোধস্যাপরিত্যাগান্নাজহৎস্বার্থলক্ষণা ॥২৮৯॥

কিন্তু তত্ত্বমসি-বাক্যে তৎ-ত্বং-পদদ্বয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষত্ব-পরোক্ষত্বাদি-বোধক বিরুদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া পৃথক্ অর্থ লক্ষিত হইলেও বিরোধের অপরিত্যাগ হেতু অজহৎ-স্বার্থ-লক্ষণা হয় না ॥২৮৮-২৮৯॥

যুজ্যতেঽস্মিন্ মহাবাক্যে নৈবংচ ভাগলক্ষণা।
তৎ-পদেন পরোক্ষত্বেত্যাদি-ধর্ম্মং বিহায় চ ॥২৯০॥

অবিরুদ্ধ-চিদংশস্যাপরিত্যাগেন লক্ষ্যতাম্।
কিঞ্চিজ্‌জ্ঞং জীবচৈতন্যং ত্বং-পদার্থেন সূচিতম ॥২৯১॥

ত্বং-পদেনাপরোক্ষত্বেত্যাদিধর্ম্মং বিহায় চ।
অবিরুদ্ধচিদংশস্যাপরিত্যাগেন লক্ষ্যতাম্ ॥২৯২॥

পূর্ণমীশ্বরচৈতন্যং তৎ-পদার্থেন সূচিতম্।
নৈবং যুক্তং যদেকেন পদেন নৈব যুজ্যতে ॥২৯৩॥

উভয়োর্যুগপজ্‌জ্ঞানং স্বার্থাংশস্যাবিরোধিনঃ।
অপরস্য পদার্থস্যালক্ষণাদয়সম্ভবাৎ ॥২৯৪॥

এই মহাবাক্যে এইরূপ ভাগলক্ষণাও সঙ্গত হয় না। তৎ-পদ পরোক্ষত্বাদিধর্ম্মবর্জ্জন করিয়া এবং অবিরুদ্ধ চিদংশ পরিত্যাগ না করিয়া ত্বং-পদের অর্থের দ্বারা সূচিত অল্পজ্ঞ জীবচৈতন্যকে লক্ষিত করুক। আর ত্বং-পদ প্রত্যক্ষত্বাদিধর্ম্মবর্জ্জন করিয়া অবিরুদ্ধ চিদংশ পরিত্যাগ না করিয়া তৎপদের অর্থের দ্বারা সূচিত পূর্ণ ঈশ্বরচৈতন্য লক্ষিত করুক। ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ এক পদের দ্বারা অবিরুদ্ধ স্বার্থাংশ এবং অন্য পদার্থ এই উভয়ের যুগপৎ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, সে হেতু উভয় লক্ষণা অসম্ভব ॥২৯০-২৯৪॥

অত্রৈবার্থবিভিঃ সম্যগজহল্লক্ষণামৃতে।
তৎ-ত্বং পদয়োরেকস্যাপরেণ চ পরস্পরম্ ॥২৯৫॥

যদর্থস্য প্রতীতিঃস্যাৎ সম্যগ্ লক্ষণয়া বিনা।
তদর্থায় হি নৈবাস্তি লক্ষণায়াঃ প্রয়োজনম্ ॥২৯৬॥

এই বাক্যে অজহল্লক্ষণা ব্যতিবেকে তৎ ও ত্বং দুই পদের পবস্পব একেব অন্বেব দ্বাবা সম্যক্ অর্থধারণা হয়। লক্ষণা ব্যতীত যে অর্থেব সম্যক্ প্রতীতি হয় সেই অর্থেব জন্য লক্ষণাব প্রয়োজন নাই ॥২৯৫, ২৯৬॥

তস্মাদস্য ত্বত্ত্বমসি-বাক্যস্যার্থং সমাহবেৎ।
সমাদায়াবিরুদ্ধাংশং বিরুদ্ধাংশং বিহায় চ ॥২৯৭॥

অতএব বিরুদ্ধাংশবর্জ্জন ও অবিরুদ্ধাংশস্বীকাব-পূর্ব্বক এই তত্ত্বমসি বাক্যেব অর্থগ্রহণ করিতে হইবে ॥২৯৭॥

যথা সোঽয়ং হবিবিতি বাক্যং তদর্থ এব বা।
স-শব্দোক্তমতীতত্বং অয়ং শব্দোক্তমেব চ ॥২৯৮॥

বিহায় বর্ত্তমানত্বং পবস্পববিবোধবৎ।
সংলক্ষয়তি হর্য্যংশমাত্রং বিবোধ-বর্জ্জিতম্ ॥২৯৯॥

তত্ত্বমসি-মহাবাক্যং তদর্থো বা বিবোধবৎ।
তচ্ছব্দোক্তং পবোক্ষত্বং ত্বং পদোক্তং তথৈবচ ॥৩০০॥

প্রত্যক্ষত্বং পবিত্যজ্যাবিরুদ্ধং শাশ্বতং ধ্রুবম্।
অব্যয়াখণ্ডচৈতন্যং সংলক্ষয়তি কেবলম্ ॥৩০১॥

যেমন "সোঽয়ং হবিঃ" এই বাক্য এবং আহাব অর্থ পবস্পববিবোধি স-শব্দোক্ত অতীতত্ব এবং অয়ং-শব্দোক্ত বর্ত্তমানত্ব পবিত্যাগপূর্ব্বক বিরোধশূন্য হবি এই অংশ মাত্র বুঝায় সেইরূপ তত্ত্বমসি মহাবাক্য এবং তাহার অর্থ অন্যোন্যবিবোধি তৎ-শব্দোক্ত পরোক্ষত্ব এবং ত্বং-পদোক্ত প্রত্যক্ষত্ব পবিত্যাগপূর্ব্বক অবিরুদ্ধ শাশ্বত, কেবল, ধ্রুব, অব্যয়, অখণ্ড চৈতন্যকে বুঝায় ॥২৯৮ ৩০১॥

এবং বিরুদ্ধ-ভাগস্য পরিত্যাগেন শব্দয়োঃ।
অবিরুদ্ধস্য ভাগস্য ধারণা যার্থসাধনে ॥৩০২॥

সাজহদজহৎস্বার্থলক্ষণা সংনিগদ্যতে।
সর্ব্বৈর্ম্মনীষিভি-র্ভাগবর্জ্জনলক্ষণাথবা ॥৩০৩॥

এইরূপ শব্দদ্বয়েব অর্থসাধনের জন্য বিরুদ্ধ ভাগ পবিত্যাগপূর্ব্বক অবিরুদ্ধ ভাগেব গ্রহণকে মনীষী পণ্ডিতেরা জহদজহৎস্বার্থলক্ষণা অথবা ভাগ-বর্জ্জনলক্ষণা বলিয়া থাকেন ॥৩০২-৩০৩॥

তত্ত্বমসীতি বাক্যেনাখণ্ডচিদ্‌বোধনাৎ পবম্।
ভবতি স্বল্পধীর্জীবঃ পবিপূর্ণাধিকাববান্ ॥৩০৪॥

অনুভূতিরথৈবং হি ভবতি তস্য মানসে।
শাশ্বতং পবমানন্দং সত্যস্বভাবমদ্বয়ম্ ॥৩০৫॥

শুদ্ধং বুদ্ধঞ্চ মুক্তঞ্চ সম্পূর্ণমচলং ধ্রুবম্।
অহং ব্রহ্মাস্ম্যনাদ্যন্তং পরিচ্ছেদ-বিবর্জ্জিতম্ ॥৩০৬॥

তত্ত্বমসি বাক্যদ্বারা অখণ্ডচৈতন্যজ্ঞানেব পব স্বল্পধী জীব পূর্ণাধিকাবী হয়। অনন্তর তাহাব মানসে এইরূপ অনুভূতি হয় যে আমি শাশ্বত, পবমানন্দ, সত্যস্বভাব, অদ্বয়, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সম্পূর্ণ, অচল, ধ্রুব, আদ্যন্তহীন, পবিচ্ছেদশূন্য ব্রহ্ম ॥৩০৪-৩০৬॥

এবং তত্ত্বং-পদার্থাভ্যা-মখণ্ডার্থেঽববোধিতে।
চিত্তবৃত্তিবথাখণ্ডাকাবোদেত্যধিকারিণঃ ॥৩০৭॥

এইরূপে তৎ ও ত্বং পদদ্বয়েব অর্থের দ্বাবা অখণ্ডার্থ জ্ঞাত হইলে অধিকারীর অখণ্ডাকারা চিত্তবৃত্তি উদিত হয় ॥৩০৭॥

ততস্তু চিত্তবৃত্তিঃ সা চৈতন্যপ্রতিবিম্বিতা।
প্রত্যগভিন্নমজ্ঞাতং পবং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩০৮॥

বিষয়ীকৃত্য চৈতন্য-গতাজ্ঞানং হি বাধতে।
তস্যাঃ হি চিদ্গতাজ্ঞানপ্রতিষেধঃ প্রয়োজনম্ ॥৩০৯॥

ব্রহ্ম-বিষয়াকাজ্ঞানে তয়া নিবারিতে সতি।
বিনাশং যাতি জীবত্বং ব্রহ্মভাবঃ প্রবর্ত্ততে ॥৩১০॥

তদা নিবর্ত্তিতেঽজ্ঞানেঽখিলপ্রপঞ্চকারণে।
সমগ্রাজ্ঞানকার্য্যানাং প্রপঞ্চানাং নিবারণাৎ ॥৩১১॥

কারণাজ্ঞান-তজ্জাত-কার্য্যপ্রপঞ্চমধ্যগা।
অখণ্ডাকারতাং প্রাপ্তা চিত্তবৃত্তিঃ প্রণশ্যতি ॥৩১২॥

তদনন্তর চৈতন্য-প্রতিবিম্বসম্বলিত সেই চিত্তবৃত্তি অভিন্ন, অজ্ঞাত, প্রত্যক্, সনাতন পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া চিদ্গত অজ্ঞানকে দূরীভূত করে। চিদ্গত অজ্ঞাননিবারণই সেই চিত্তবৃত্তির কার্য্য। চিত্তবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান এইরূপে নিবারিত হইলে জীবভাব বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মভাবের উদয় হয়। তখন অখিলপ্রপঞ্চকারণ-স্বরূপ অজ্ঞান দূরীভূত হইলে এবং অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ সমগ্র প্রপঞ্চ নিবারিত হইলে, কারণস্বরূপ অজ্ঞান ও অজ্ঞানজাত-কার্য্য প্রপঞ্চের অন্তর্ব্বর্ত্তী অখণ্ডাকারা চিত্তবৃত্তিরও নাশ হয় ॥৩০৮-৩১২॥

বস্ত্রস্য সূত্রেষু গতেষু দাহং
প্রাপ্নোতি বস্ত্রং বিলয়ং যথা তৎ।

অজ্ঞান-তৎকার্য্য-লয়ে তথৈব
নিবর্ত্ততেঽখণ্ডক চিত্তবৃত্তিঃ ॥৩১৩॥

যেমন বস্ত্রের সূত্রসমূহ দগ্ধ হইলে সেই বস্ত্রও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অজ্ঞান ও তাহার কার্য্যের লয় হইলে অখণ্ডচিত্তবৃত্তিরও লোপ হয় ॥৩১৩॥

ক্ষুদ্রদীপপ্রভানর্হা ভানুপ্রভাপ্রকাশনে।
ভানুপ্রভা পরাভূতা যথা ভবতি সর্ব্বশঃ ॥৩১৪॥

চিত্তবৃত্ত্যাবখণ্ডায়াং চৈতন্যং প্রতিবিম্বিতম্।
তথা প্রত্যক্-স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাবভাসনে ॥৩১৫॥

অসমর্থতয়া তেনাভিভূতং ব্রহ্মবর্চ্চসা।
স্বোপাধিভূততদ্বৃত্তেঃ সম্পূর্ণং প্রতিষেধতঃ ॥৩১৬॥

অভিন্নং পরমং প্রত্যক একং ব্রহ্মৈব বিদ্যতে।
আননপ্রতিবিম্বস্থাননবন্মুকুরক্ষয়ে। ৩১৭॥

যেমন ক্ষুদ্রদীপপ্রভা ভানুপ্রভাপ্রকাশনে অসমর্থা হইয়া ভানুপ্রভা কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূতা হয়, সেইরূপ অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য প্রত্যক স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মের প্রকাশনে অসামর্থ্য-হেতু সেই ব্রহ্মতেজের দ্বারা অভিভূত অর্থাৎ বাধিত হয় এবং স্বীয় উপাধিভূত অখণ্ডচিত্তবৃত্তির প্রতিষেধ অর্থাৎ বিলোপ বশতঃ অভিন্ন প্রত্যক এক পরব্রহ্মমাত্রই বিদ্যমান থাকেন। মুকুরনাশে যেমন মুখপ্রতিবিম্ব অপহৃত হয় এবং মুখমাত্রই থাকে ॥৩১৪-৩১৭॥

নাশয়তি মনোবৃত্তিশ্চৈতন্য-প্রতিবিম্বিতা।
ব্রহ্মবিষয়কাজ্ঞানং ন তয়া চিৎ প্রকাশ্যতে ॥৩১৮॥

চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত মনোবৃত্তি ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট করে, তদ্দ্বারা চৈতন্য প্রকাশিত হয় না ॥৩১৮॥

ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তিঃ সম্যক্ সমুদিতা সতী।
চৈতন্যাবরণাজ্ঞানং দূরীকরোতি কেবলম্ ॥৩১৯॥

ন প্রকাশয়তে ব্রহ্ম ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশতে।
স্বয়ংপ্রকাশমানত্বাদজ্ঞানাবরণে গতে ॥৩২০॥

ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি সম্যগ্‌রূপে উদিত হইয়া চৈতন্যের আবরণ-স্বরূপ অজ্ঞানকে কেবল দূরীভূত করে, ব্রহ্মকে প্রকাশিত করে না। অজ্ঞানাবরণ গত হইলে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন ।।৩১৯ ৩২০।।

তস্মাদজ্ঞাননাশার্থং মনোবৃত্তেঃ প্রয়োজনম্‌।
স্বপ্রকাশ-প্রকাশার্থং নৈব বৃত্তেঃ প্রয়োজনম্‌ ।। ৩২১।।

সেই হেতু অজ্ঞাননাশের জন্যই অখণ্ডাকার মনোবৃত্তির প্রয়োজন, স্বপ্রকাশের প্রকাশের নিমিত্ত ঐ বৃত্তির প্রয়োজন নাই ।।৩২১।।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং কাচিন্নির্দিশতি শ্রুতিঃ।
যন্মনসা ন মনুতে কথয়ত্যপরা শ্রুতিঃ ।।৩২২।।

কোন শ্রুতি বলেন "মনের দ্বারা ইহাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে পাওয়া যায়"। অন্য শ্রুতি বলেন "ইহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না" ।।৩২২।।

বিরোধভঞ্জনং কিন্তু বিরুদ্ধশ্রুতিবাক্যয়োঃ।
যদাজ্ঞানক্ষয়োদ্দেশো মনোবৃত্তির্বুধ্যতে ।।৩২৩।।

কিন্তু এই বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের বিরোধভঞ্জন হইয়া যায়, যখন মনোবৃত্তির অজ্ঞাননাশরূপ প্রয়োজন বুঝিতে পারা যায় ।।৩২৩।।

ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তিশ্চিদ্‌গতাজ্ঞাননাশিনী।
স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যপ্রকাশ কুশলা ন সা ।।৩২৪।।

জড়পদার্থসম্বন্ধি-মনোবৃত্তেঃপৃথগ্‌বিধা।
ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তির্বিলক্ষণগুণান্বিতা ।।৩২৫।।

জড়পদার্থসম্বন্ধি-চিত্তবৃত্তির্ঘটাদিকম্‌।
বিষয়ীকৃত্য সংহন্ত্যজ্ঞানং ঘটাদিকং গতম্‌ ।।৩২৬।।

স্বপ্রতিবিম্বিতেনৈব চিদাভাসেন তৎপরম্।
অপ্রকাশস্বভাবঞ্চ ভাসয়তি ঘটাদিকম্ ॥৩২৭॥

যথা প্রদীপদ্যুতিমণ্ডলেন
ঘটস্তু পূর্ব্বং তিমিরাবৃতস্য।
স্বালম্বনেনৈব তমো নিবার্য্য
প্রকাশ্যতে স্বপ্রভয়া ঘটোঽসৌ ॥৩২৮॥

ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি চিদ্গত অজ্ঞানের নাশ করে, তাহা স্বপ্রকাশ চৈতন্যের প্রকাশসাধন করেনা। জড়-পদার্থসম্বন্ধিনী মনোবৃত্তি পৃথগ্‌বিধ এবং ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি বিভিন্নগুণসম্পন্ন। জড়পদার্থ-সম্বন্ধিনী চিত্তবৃত্তি ঘটাদিকে স্ববিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া ঘটাদিগত অজ্ঞানকে নষ্ট করে এবং তৎপরে স্বপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসদ্বারা অপ্রকাশ-স্বভাব ঘটাদিকে প্রকাশিত করে। যেমন প্রদীপদ্যুতিমণ্ডল প্রথমে তিমিরাবৃত-ঘটকে স্ববিষয়ীভূত করে ও পরে ঘটের তমোনাশ করিয়া স্বপ্রভাদ্বারা ঐ ঘটকে প্রকাশিত করে ॥৩২৪ ৩২৮॥

যাবন্নৈবাত্মচৈতন্য-সাক্ষাৎকারঃ প্রজায়তে।
শ্রবণং মননং তাবন্নিদিধ্যাসনমেব চ ॥৩২৯॥
সমাধিমনুতিষ্ঠেচ্চ নিয়তং যতমানসঃ।
সাক্ষাৎকারঃ সুদুষ্প্রাপ্য এতচ্চতুষ্টয়ং বিনা ॥৩৩০॥

যাবৎ আত্মচৈতন্যের সাক্ষাৎকার না ঘটে তাবৎ সংযতচিত্তে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই চারিটী অনুষ্ঠান ব্যতীত সাক্ষাৎকার সুদুর্ল্লভ ॥৩২৯-৩৩০॥

শ্রবণং ষড়্‌বিধৈর্লিঙ্গৈস্তাৎপর্য্যস্যাবধারণম্।
সর্ব্ববেদান্তবাক্যানামেকাদ্বিতীয়বস্তুনি ॥৩৩১॥

ছয় প্রকার লিঙ্গ অর্থাৎ নিয়মের দ্বারা সমস্ত বেদান্তবাক্যের এক অদ্বিতীয় বস্তুতে তাৎপর্যের অবধারণের নাম শ্রবণ ॥৩৩১॥

উপক্রমোপসংহারৌ শ্রবণে লিঙ্গমাদ্যকম্।
যস্মিন্ প্রকরণে যোঽর্থো ভবতি প্রতিপাদিতঃ ॥৩৩২।

প্রকরণসমারম্ভে তদুল্লেখ উপক্রমঃ।
সমাপ্তৌ পুনরুল্লেখ উপসংহার এব চ ॥৩৩৩॥

তস্মাৎ প্রকরণারম্ভ-সমাপ্ত্যো-রনুশীলনম্।
অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য সম্যগ্ জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ॥৩৩৪॥

শ্রবণবিষয়ে উপক্রম ও উপসংহার প্রথম লিঙ্গ। যে প্রকরণে যে বিষয় প্রতিপাদিত হয়, সেই প্রকরণের প্রারম্ভে সেই বিষয়ের উল্লেখের নাম উপক্রম এবং সেই প্রকরণের সমাপ্তিতে সেই বিষয়ের পুনরুল্লেখের নাম উপসংহার। সেই হেতু প্রকরণের আরম্ভ ও সমাপ্তির অনুশীলন প্রতিপাদ্যবিষয়ের সম্যগ্ জ্ঞান প্রদান করে ॥৩৩২-৩৩৪॥

ভবতি শ্রবণেঽভ্যাস ইতি লিঙ্গং দ্বিতীয়কম্।
অভ্যাসোঽয়ং বিপশ্চিদ্ভিরেবমুক্তো মনীষিভিঃ ॥৩৩৫॥

বস্তুনঃ প্রতিপাদ্যস্য তত্র প্রকরণান্তরে।
নানাবচনবিন্যাসৈঃ পৌনঃপুন্যেন বর্ণনম্ ॥৩৩৬॥

শ্রবণসম্বন্ধে অভ্যাস দ্বিতীয় লিঙ্গ। এই অভ্যাসসম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এইরূপ বলেন। প্রকরণমধ্যে নানা বচনবিন্যাসের দ্বারা প্রতিপাদ্য বস্তুর বারংবার বর্ণনের নাম অভ্যাস ॥৩৩৫-৩৩৬॥

ভবতি শ্রবণে লিঙ্গমপূর্ব্বতা তৃতীয়কম্।
অপূর্ব্বতা-পদস্যার্থোঽভিজ্ঞৈরর্থমীষ্যতম্ ॥৩৩৭॥

প্রকরণপ্রমাণাদ্ব্যতীত্যাপরেণ কেনচিৎ।
বস্তুনঃ প্রতিপাদ্যস্যাপ্রতিপত্তিরপূর্ব্বতা ॥৩৩৮॥

শ্রবণসম্বন্ধে অপূর্ব্বতা তৃতীয় লিঙ্গ। অপূর্ব্বতা-পদের অর্থ অভিনবত্ব। প্রকরণস্থ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণদ্বারা প্রতিপাদ্য-বস্তুর প্রতিপত্তি না হওয়ার নাম অপূর্ব্বতা। ৩৩৭-৩৩৮॥

ভবতি শ্রবণে লিঙ্গং ফলং নাম চতুর্থকম্।
ফলংত্বেবং বিপশ্চিদ্ভির্নিগদ্যতে মনীষিভিঃ ॥৩৩৯॥
বস্তুনঃ প্রতিপাদ্যস্য তদ্বস্তু সাধকস্য বা।
ত্বনুষ্ঠানস্য সর্ব্বস্য প্রয়োজনং ফলং স্মৃতম ॥৩৪০॥

শ্রবণবিষয়ে চতুর্থ লিঙ্গের নাম ফল। মনীষী পণ্ডিতেরা ফলবিষয়ে এইরূপ বলেন। প্রতিপাদ্যবস্তু অথবা তাহার সাধক সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজনের নাম ফল ॥৩৩৯-৩৪০॥

ভবতি শ্রবণে লিঙ্গং অর্থবাদশ্চ পঞ্চমম্।
অর্থবাদো বিপশ্চিদ্ভিরেবমুক্তো মনীষিভিঃ ॥৩৪১॥
বস্তুনঃ প্রতিপাদ্যস্য তত্র প্রকরণান্তরে।
পুনঃ পুনঃ প্রশংসোক্তিরর্থবাদ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩৪২॥

শ্রবণবিষয়ে পঞ্চম লিঙ্গ অর্থবাদ। অর্থবাদসম্বন্ধে মনীষী পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন। প্রকরণমধ্যে প্রতিপাদ্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ প্রশংসোক্তির নাম অর্থবাদ ॥৩৪১-৩৪২॥

শ্রবণে হ্যুপপত্ত্যাখ্যং লিঙ্গং ভবতি ষষ্ঠকম্।
তল্লিঙ্গং চ বিপশ্চিদ্ভিরেবমুক্তং-মনীষিভিঃ ॥৩৪৩॥

প্রকরণ-সমাখ্যাত প্রতিপাদ্যার্থ-সাধনে।
শাস্ত্রানুসারিণী যুক্তিরুপপত্তির্নিগদ্যতে॥৩৪৪॥

প্রকরণসম্বন্ধে ষষ্ঠ-লিঙ্গ উপপত্তি। উপপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এইরূপ বলেন। প্রকরণস্থ প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রতিপাদনার্থ যে শাস্ত্রানুসারিণী যুক্তি তাহার নাম উপপত্তি॥৩৪৩-৩৪৪॥

একাব্যয়াদ্বয়ব্রহ্ম-জ্ঞানান্বেষণতৎপরঃ।
এবং হি ষড়্‌বিধৈর্লিঙ্গৈঃ শাস্ত্রেভ্যো বা গুরোর্মুখাৎ॥৩৪৫॥
বেদান্তানামশেষাণামেকাদ্বিতীয়বস্তুনি।
নিয়তং শ্রবণং কুর্য্যাৎ তাৎপর্য্যনিশ্চয়াত্মকম্॥৩৪৬॥

এক অব্যয়, অদ্বয় ব্রহ্মের জ্ঞানান্বেষণতৎপর ব্যক্তি নিয়ত এইরূপে ষড়্‌বিধ লিঙ্গের দ্বারা শাস্ত্রসকল হইতে অথবা গুরুমুখ হইতে অশেষ বেদান্তবাক্যের এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তুবিষয়ে তাৎপর্য্যনিশ্চয়ক শ্রবণ করিবেন॥৩৪৫-৩৪৬॥

অথৈবং ষড়্‌বিধৈর্লিঙ্গৈস্তাৎপর্য্যনিশ্চয়াৎ পরম্।
একস্যৈবাদ্বিতীয়স্য শ্রুতস্য ব্রহ্মবস্তুনঃ॥৩৪৭॥
বেদান্তার্থানুকূলাভির্যুক্তিভিরনুচিন্তনম্।
নিরন্তরং মনোমধ্যে মননং পরিকীর্ত্তিতম্॥৩৪৮॥

ষড়্‌বিধ লিঙ্গের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য-নিশ্চয়ের পর বেদান্তার্থের অনুকূলযুক্তিসকলের দ্বারা মনোমধ্যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর নিরন্তর অনুচিন্তনকে মনন বলে॥৩৪৭-৩৪৮॥

বিজাতীয়-শরীরাদি-প্রত্যয়-বারণান্তরম্।
অব্যয়স্যাদ্বিতীয়স্য নিত্যস্য ব্রহ্মবস্তুনঃ॥৩৪৯॥

অখণ্ডস্ত সজাতীয়-ধারাবাহিকসংবিদঃ।
অবিচ্ছেদপ্রবাহোহি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥৩৫০॥

বিজাতীয় শরীরাদির জ্ঞান নিবারিত হইলে, অব্যয় আত্মতীয় নিত্য অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুর সজাতীয় ধারাবাহিক জ্ঞানের বিচ্ছেদশূন্য প্রবাহকে নিদিধ্যাসন বলে ॥৩৪৯-৩৫০॥

শ্রবণে মননে চৈব নিদিধ্যাসন এব চ।
স্বনুষ্ঠিতে সুনিষ্পন্নে সমাধিরুপজায়তে ॥৩৫১॥

সাক্ষাৎকারশ্চ যোগশ্চ সমাধের্নামনীতবে।
সকলং খল্বিদং ব্রহ্ম জ্ঞানমেবং সমাধিতঃ ॥৩৫২॥

সমাধির্মনসৈকাগ্র্য-পরিণামো নিগদ্যতে।
স প্রাগুঃ সবিকল্পশ্চ দ্বিতীয়ো নির্বিকল্পকঃ ॥৩৫৩॥

শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ও সুনিষ্পন্ন হইলে সমাধি আইসে। এই সমাধির অন্য নাম সাক্ষাৎকার অথবা যোগ। সমাধিতে "সকলই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান হয়। সমাধিকে মনের একাগ্রতার পরিণাম বলে। সেই সমাধি দ্বিবিধ, সবিকল্প ও নির্বিকল্প ॥ ৩৫১-৩৫৩ ॥

সমাধ্যোশ্চ দ্বয়োর্মধ্যে এবং হি সবিকল্পকঃ।
লয়ং যাস্যত্র ন জ্ঞান-জ্ঞাতৃজ্ঞেয়বিকল্পকাঃ ॥ ৩৫৪ ॥

নানাপ্রপঞ্চমধ্যেঽপ্যদ্বিতীয়ব্রহ্মবস্তুনি।
কেবলৈকাদ্বয়াকারা চিত্তবৃত্তির্বিরাজতে ॥ ৩৫৫ ॥

যথা বু ওলবোধেঽপি হাটকময়কুণ্ডলে।
ভাসতে হাটকজ্ঞানং স্বৈর্য্য-সংপ্রাপ্তমানসে ॥ ৩৫৬ ॥

যথৈব গজবোধেঽপি মৃত্তিকানির্ম্মিতে গজে।
ভাসতে মৃত্তিকাজ্ঞানং স্থিরতাপন্নচেতসি ॥ ৩৫৭ ॥

তথৈব দ্বৈতবোধেঽপি প্রপঞ্চাত্মকপিষ্টপে।
সবিকল্পসমাধ্যাপ্ত চেতস্যদ্বৈতদর্শনম্ ॥ ৩৫৮ ॥

সমাধিদ্বয়ের মধ্যে সবিকল্প সমাধি এইরূপ। ইহাতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপ বিকল্পসকলের লয় হয় না। বিবিধ প্রপঞ্চের মধ্যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে এক অদ্বয়াকারা চিত্তবৃত্তি বিরাজ করে। যেমন স্বর্ণময় কুণ্ডলে কুণ্ডলবোধ থাকিলেও স্থিরতাপন্ন চিত্তে স্বর্ণজ্ঞান ভাসমান থাকে, যেমন মৃণ্ময় গজে গজবোধ থাকিলেও স্থিরতাপন্ন চিত্তে মৃত্তিকাজ্ঞান হয় সেইরূপ প্রপঞ্চময় বিশ্বে দ্বৈতবোধ থাকিলেও সবিকল্প সমাধিগত চিত্তে অদ্বৈতদর্শন হয় ॥ ৩৫৭ ৩৫৮ ॥

সর্বমিদং খলু ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
অহং ব্রহ্ম পরং সাক্ষি-স্বরূপং গগনোপমম্ ॥ ৩৫৯ ॥
সকলব্যাপকং মুক্তং শুদ্ধং বুদ্ধমলেপকম্।
কেবলং ভুবনাতীতমদ্বয়ং ভুবনানুগম্ ॥ ৩৬০ ॥
স্বপ্রকাশস্বভাবঞ্চ জন্মবিনাশবর্জ্জিতম্।
অবদ্ধমক্ষয়ং সত্যং ভেদহীনমবিক্রিয়ম ॥ ৩৬১ ॥
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ঞ্চৈব সচ্চিদানন্দলক্ষণম।
ইত্থং বোধোদয়ো নিত্যং সমাধৌ সবিকল্পকে ॥ ৩৬২ ॥

সবিকল্পক সমাধিতে এইরূপ জ্ঞানোদয় হয়। সমস্তই ব্রহ্ম, এস্থানে নানাবিধ দ্রব্য নাই, সাক্ষিস্বরূপ, গগনোপম, সর্বব্যাপক, মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অলেপক, কেবল, বিশ্বাতীত, বিশ্বানুগ, অদ্বয়, স্বপ্রকাশস্বভাব জন্মমৃত্যুহীন, অবদ্ধ, অক্ষয়, সত্য, ভেদশূন্য, অবিক্রিয়, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, সচ্চিদানন্দলক্ষণ পরমব্রহ্মই আমি ॥ ৩৫৯-৩৬২ ॥

ভবতি বলীয়ানেবং সমাধির্নির্বিকল্পকঃ।
লয়ং যান্ত্যত্র হি জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় বিকল্পকাঃ ॥ ৩৬৩ ॥

নিকল্পত্রয়ে লীনে প্রপঞ্চে বিনিবারিতে।
ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তেঃ কেবলব্রহ্মণস্থিতি ॥ ৩৬৬ ॥

অদ্বিতীয়েঽব্যয়ে নিত্যে সর্ব্বভেদবিবর্জ্জিতে।
ভবত্যতিতরাং সৈষা-ভাবেন সমবস্থিতিঃ ॥ ৩৬৫ ॥

দ্বিতীয়ান নির্ব্বিকল্প সমাধি এইরূপ। ইহাতে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপ বিকল্পসকল লয়প্রাপ্ত হয়। বিকল্পত্রয় লয়প্রাপ্ত হইলে, প্রপঞ্চ নিবারিত হইলে অদ্বিতীয় অব্যয় সর্ব্বভেদবিবর্জ্জিত কেবল ব্রহ্মবস্তুতে ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তির একভাবে সমবস্থিতি হয় ॥ ৩৬৪-৩৬৫ ॥

লবণং জলনিক্ষিপ্তং যথাম্ভসি বিলীয়তে।
গচ্ছতি লবণজ্ঞানং জলজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৬৬ ॥

ত্রিবিকল্পলয়স্তদ্বৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চনাশনম্।
দ্বৈতবোধনিবৃত্তিভাবঃ সমাধৌ নির্বিকল্পকে। ৩৬৭ ॥

ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি-বিলয়ং চৈব গচ্ছতি।
কেবলং সচ্চিদানন্দরূপং ব্রহ্ম বর্ত্ততে। ৩৬৮ ॥

যেমন জলনিক্ষিপ্ত লবণ জলে বিলীন হইয়া গেলে লবণজ্ঞান দূরীভূত হইয়া জলজ্ঞান থাকে, সেইরূপ নির্বিকল্প সমাধিতে বিকল্পত্রয়ের লয়, সর্ব্বপ্রপঞ্চবিনাশ ও দ্বৈতবোধনিবৃত্তিভাব ঘটে, ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তিও বিলয়প্রাপ্ত হয়। কেবল সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকেন ॥ ৩৬ ৩৬৮ ॥

সমাধেরেবমুক্তেহপি নির্ব্বিকল্পস্য লক্ষণে।
সুষুপ্তির্ন সমানা তু নির্ব্বিকল্পসমাধিনা ॥ ৩৬৯ ॥

নির্ব্বিকল্প সমাধির লক্ষণ এইরূপ কথিত হইলেও সুষুপ্তি ও নির্ব্বিকল্প সমাধি এক নহে ॥ ৩৬৯ ॥

সুষুপ্তৌ চ সমাধৌ চ বৃত্তিবোধো ন বিদ্যতে।
সুষুপ্তৌ বৃত্তিসদ্ভাবঃ সমাধৌ সা ন বর্ত্ততে ॥ ৩৭০ ॥

সুষুপ্তি ও সমাধিতে বৃত্তিবোধ থাকে না। সুষুপ্তিতে চিত্তবৃত্তি থাকে, সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে না ॥ ৩৭০ ॥

অঙ্গানি নির্ব্বিকল্পস্য সমাধেরষ্টধা খলু।
এতেষ্বষ্টসু সিদ্ধেষু স্বরূপাবস্থিতির্ভবেৎ ॥ ৩৭১ ॥

নির্ব্বিকল্প সমাধির আটটী অঙ্গ আছে। এই আটটী সিদ্ধ হইলে স্বরূপাবস্থিতি ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৭১ ॥

যমোঽঙ্গং প্রথমং প্রোক্তং নিয়মশ্চ দ্বিতীয়কম্।
আসনঞ্চ তৃতীয়াঙ্গং প্রাণায়ামশ্চতুর্থকম ॥ ৩৭২ ॥
পঞ্চমমঙ্গকং চৈব প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
ধারণা চৈব ষষ্ঠাঙ্গং পণ্ডিতৈঃ পরিচক্ষ্যতে ॥ ৩৭৩ ॥
কীর্ত্তয়ন্তি তথা ধ্যানং সপ্তমাঙ্গং মনীষিণঃ।
অষ্টমমঙ্গকং চৈব সমাধিং সবিকল্পকম্ ॥ ৩৭৪ ॥

প্রথম যম, দ্বিতীয় নিয়ম, তৃতীয় আসন, চতুর্থ প্রাণায়াম, পঞ্চম প্রত্যাহার, ষষ্ঠ ধারণা, সপ্তম ধ্যান ও অষ্টম সবিকল্পক সমাধি, পণ্ডিতেরা এই আটটী অঙ্গের কথা বলেন ॥ ৩৭২---৩৭৪ ॥

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচারিব্রতং তথা।
পরিগ্রহবিহীনত্বমিতি পঞ্চ যমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭৫ ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, ও পরিগ্রহশূন্যতা এই পাঁচটী যম ॥ ৩৭৫ ॥

শৌচমেব চ সন্তোষস্তপঃ স্বাধ্যায়নং তথা।
ঈশ্বরপ্রণিধানঞ্চ পঞ্চেতি নিয়মা মতাঃ ॥ ৩৭৬ ॥

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচটি নিয়ম ॥ ৩৭৬ ॥

হস্তপাদাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি চ।
শরীরমানসস্থৈর্য্যকরোপবেশনানি চ ॥ ৩৭৭ ॥
পদ্ম-স্বস্তিক-মায়ূর-গোমুখ-প্রমুখাণি চ।
চতুরশীতিসংখ্যান্যাসনান্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৭৮ ॥

মনীষিগণ হস্তপদাদিস্থাপনরূপ শরীর ও মনের স্থৈর্য্যকর পদ্ম, স্বস্তিক, ময়ূর, গোমুখ ইত্যাদি চুরাশি প্রকার উপবেশনপ্রথাকে আসন বলেন ॥ ৩৭৭, ৩৭৮ ॥

রেচকঃ পূরকশ্চৈব কুম্ভক ইতি সংজ্ঞিতাঃ।
প্রাণসংযমনোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৭৯ ॥

পূরক, রেচক ও কুম্ভক নামে প্রাণবায়ু সংযত করিবার উপায়সকলকে প্রাণায়াম বলা হয় ॥ ৩৭৯ ॥

একং ঘ্রাণেন্দ্রিয়চ্ছিদ্রং সংনিরুধ্যাপরেণ চ।
প্রশ্বাসপবনাদানং ভবতি পূরকক্রিয়া ॥ ৩৮০ ॥
রুদ্ধা ঘ্রাণেন্দ্রিয়চ্ছিদ্রে প্রশ্বাসপূরণাৎ পরম্।
হৃদয়েঽনিলসংরোধো ভবতি কুম্ভকক্রিয়া ॥ ৩৮১ ॥
প্রশ্বাসপূরণং যেন নাসিকাকুহরেণ হি।
নিরুধ্য করশাখাভিস্তচ্ছিদ্রং কুম্ভকাৎপরম্ ॥ ৩৮২ ॥
প্রশ্বাসকালরুদ্ধেন বিবরেণেতরেণ চ।
নিশ্বাসস্য বহিঃক্ষেপো ভবতি রেচকক্রিয়া ॥ ৩৮৩ ॥

একটী নাসাচ্ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অপর ছিদ্রটীর দ্বারা প্রশ্বাসবায়ুগ্রহণের নাম পূরকক্রিয়া। প্রশ্বাসবায়ুপূরণের পর উভয় নাসাচ্ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া হৃদয়ে বায়ুসংরোধের নাম কুম্ভকক্রিয়া। কুম্ভকের পর যে নাসাচ্ছিদ্রের দ্বারা প্রশ্বাসবায়ুর পূরণ করা হইয়াছে, অঙ্গুলীর দ্বারা সেই ছিদ্রটী রুদ্ধ করিয়া প্রশ্বাসকালে রুদ্ধ অন্য ছিদ্রের দ্বারা নিশ্বাসবায়ুর বহিঃক্ষেপের নাম রেচকক্রিয়া॥ ৩৯০-৩৮৩॥

সম্যগ্বায়ুনিরোধেন প্রাণায়ামেণ সর্ব্বথা।
মূলাধারস্থিতা সুপ্তা কুণ্ডলিনী প্রবধ্যতে॥ ৩৮৪॥

সর্ব্বথা সম্যগ্বায়ুনিরোধরূপ প্রাণায়ামের দ্বারা মূলাধারপদ্মস্থা সুপ্তা কুণ্ডলিনী জাগরিতা হয়েন॥ ৩৮৪॥

ততঃ সা কুণ্ডলীশক্তিরেবং জাগরিতা সতী।
সুষুম্নামুখসংলগ্নং রক্তিমা চতুর্দ্দলম্॥ ৩৮৫॥
উপস্থপায়ু-মধ্যস্থং ব-শ-ষ-স-সমন্বিতম্।
মূলাধারাভিধং পদ্মং ভিনত্তি স্বস্থিতিস্থলম্॥ ৩৮৬॥
সুষুম্নামার্গমালম্ব্য ততো ভূম্যোর্দ্ধগামিনা।
ক্রমেণৈতানি পদ্মানি সৈকৈকশো ভিনত্তি চ॥ ৩৮৭॥
লিঙ্গমূলপ্রদেশস্থং সিন্দূরারুণষড়্দলম্।
স্বাধিষ্ঠানাখ্যবাক্বীজং ব-ভ-ম-য-র ল্যান্বিতম্॥ ৩৮৮॥
নাভিমূলপ্রদেশস্থং মণিপূরাখ্যপুষ্করম্।
নীলং দশদলং রম্যং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতম্॥ ৩৮ ॥
দ্বাদশদল-সম্পন্নং বন্ধূকাভং হৃদি স্থিতম্।
কাদিঠান্তাক্ষরৈর্যুক্তং মনাহতাখ্যপঙ্কজম্॥ ৩৯০॥
ষোড়শদলসম্পন্নং ষোড়শস্বরদীপিতম্।
ধূম্রাভং কণ্ঠদেশস্থং বিশুদ্ধসংজ্ঞকোৎপলম্॥ ৩৯১॥

দ্বিদলমিন্দুবচ্ছুভ্রং হ-ক্ষ বর্ণ-সমন্বিতম্‌ ।
অবস্থিতং ভ্রুবোর্মধ্য-আজ্ঞাখ্যসরসীরুহম্‌ ॥ ৩৯২ ॥

কুণ্ডলীশক্তি এইরূপে জাগরিতা হইয়া সুষুম্নানাড়ীর মুখসংলগ্ন বর্ত্তমান চতুর্দলবিশিষ্ট উপস্থ ও পায়ুর মধ্যস্থিত ব, শ, ষ, স এই চতুর্ব্বর্ণসমন্বিত স্বীয় আবাস-স্বরূপ মূলাধারনামক পদ্মভেদ করেন। তদনন্তর সুষুম্নামার্গগ্রহণ-পূর্ব্বক উর্দ্ধগামিনী হইয়া ক্রমশঃ এক একটী করিয়া নিম্নোক্ত পদ্মগুলি ভেদ করেন, যথা লিঙ্গমূলদেশস্থ সিন্দূরারুণ ষড়্‌দলযুক্ত ব, ভ, ম, য, র, ল এই ছয় বর্ণশোভিত স্বাধিষ্ঠাননামক পদ্ম, নাভিমূলপ্রদেশস্থ নীলবর্ণ দশদল-বিশিষ্ট রমণীয় ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ এই দশবর্ণশোভিত মণিপুর নামক পদ্ম, দ্বাদশদলযুক্ত বন্ধূকবর্ণ হৃদয়স্থ ক, খ, গ, ঘ, ঙ চ ছ, জ ঝ ঞ, ট, ঠ, এই দ্বাদশবর্ণশোভিত অনাহতনামক পদ্ম, ষোড়শদল সম্পন্ন ষোড়শস্বরবর্ণশোভিত, ধূম্রাভ, কণ্ঠদেশস্থিত বিশুদ্ধনামক পদ্ম এবং দ্বিদলবিশিষ্ট ইন্দুবৎ শুভ্র হ-ক্ষ-বর্ণযুক্ত ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞানামক পদ্ম ॥ ৩৮৬-৩৯২ ॥

এবং ষট্‌চক্রভেদেন যদা প্রবিশতি কুণ্ডলী ।
সহস্রদলমম্ভোজং শিরসোঽভ্যন্তরে স্থিতম্‌ ॥ ৩৯৩ ॥
পরমশিবনাম্না সংযোগং তত্র তিষ্ঠতী ।
সচ্চিদানন্দরূপেণ গচ্ছতি পরমাত্মনা ॥ ৩৯৪ ॥
প্রাণায়ামপরো যোগী সেবতেঽনুক্ষণং তদা ।
সহস্রারবিনির্মুক্তং স্বাত্মানন্দসুধারসম্‌ ॥ ৩৯৫ ॥

এইরূপে ষট্‌চক্রভেদপূর্ব্বক যখন কুণ্ডলী শিরোঽভ্যন্তরস্থ সহস্রদলপদ্মে প্রবেশ করিয়া তথায় পরমশিবনামক সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সহিত সংযোগলাভ করেন, তখন প্রাণায়ামপরায়ণ যোগী নিয়ত সহস্রারবিগলিত স্বাত্মানন্দসুধারস সেবন করেন ॥ ৩৯৩-৩৯৫ ॥

তিষ্ঠতি পৃথিবীচক্রং মূলাধারস্থ পঙ্কজে।
তন্মধ্যে বর্ত্ততে পৃথ্বীবীজং লংকারসংজ্ঞকম্ ॥৩৯৬॥

বীজক্রোড়ে শিশুঃস্রষ্টা ব্রহ্মেতি পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিদ্যতে বালসূর্য্যাভো প্রত্যবেদচতুষ্টয়ঃ ॥৩৯৭॥

চক্রেঽস্মিন্ বর্ত্ততে দেবী ডাকিনীনামধারিণী।
চক্রস্থ কর্ণিকামধ্যে ত্রিকোণং যন্ত্রমস্তি চ ॥৩৯৮॥

ত্রিকোণযন্ত্রমধ্যে চ কন্দর্পো নাম মারুতঃ।
জীবাত্মানং বশীকৃত্য খেলতি চ নিরন্তরম ॥৩৯৯॥

স্বয়ম্ভূর্বর্ত্ততে তত্র লিঙ্গরূপা হ্যধোমুখঃ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভঃ পূর্ণকলানিধিদ্যুতিঃ ॥৪০০॥

মূলাধার-পদ্মে পৃথিবীচক্র আছে। তাহার মধ্যে লংকার-সংজ্ঞক পৃথ্বীবীজ আছে। ঐ বীজের ক্রোড়দেশে প্রভাতসূর্য্যসন্নিভ বেদচতুষ্টয়-ধারী বালকাকৃতিধর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আছেন। এই চক্রে ডাকিনীনাম্নী দেবী বাস করেন। চক্রের কর্ণিকামধ্যে এক ত্রিকোণ যন্ত্র আছে এবং ঐ যন্ত্রের মধ্যে কন্দর্পনামা মারুত জীবাত্মাকে বশীভূত করিয়া নিরন্তর খেলা করিতেছে। তথায় তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ পূর্ণচন্দ্রবৎ দ্যুতিমান্ লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভূ অধোমুখ হইয়া রহিয়াছেন ॥৩৯৬-৪০০।

ঊর্দ্ধে স্বয়ম্ভুবস্তস্য সুক্ষ্মা মৃণালতন্তুবৎ।
ব্রহ্মদ্বারমুখাচ্ছাদকর্ত্রী সংসারমোহিনী ॥৪০১॥

ভুজঙ্গমসমা সুপ্তা সার্দ্ধত্রিবৃত্ত-মূর্ত্তিকা।
জগজ্জীবনধাত্রী চ বর্ত্ততে কুলকুণ্ডলী ॥ ৪০২ ॥

কুলকুণ্ডলিনীমধ্যে সচ্চিদানন্দরূপিণী।
পরমকুশলা শক্তির্বিদ্যতে পরমেশ্বরী ॥৪০৩॥

ঐ স্বয়ম্ভূলিঙ্গের উর্দ্ধদেশে মৃণালসূত্রবৎ-সূক্ষ্মা জগজ্জীবনধাত্রী সংসার-মোহনকারিণী কুলকুণ্ডলী ভুজঙ্গমসদৃশ সার্দ্ধত্রিবৃত্তাকারে ব্রহ্মদ্বারমুখ আচ্ছাদিত করিয়া সুপ্তাবস্থায় রহিয়াছেন। কুলকুণ্ডলিনীমধ্যে সচ্চিদানন্দরূপিণী পরমকুশলা পরমেশ্বরী শক্তি বিদ্যমান আছেন ॥৪০১ ৪০৩॥

তিষ্ঠতি বারুণং চক্রং স্বাধিষ্ঠানস্থ পঙ্কজে।
তন্মধ্যে বারুণং বীজমস্তি বংকারসংজ্ঞকম্ ॥৪০৪॥

বংবীজাধাররূপস্য বরুণস্যাঙ্কদেশতঃ।
পীতাম্বরধরো নীলমনোজ্ঞবর্ণবিগ্রহঃ ॥৪০৫॥

নবযৌবনসম্পন্নঃ শ্রীবৎসকৌস্তভাঙ্কিতঃ।
দেবদেবশ্চতুর্বাহুর্নারায়ণো বিরাজতে ॥৪০৬॥

চক্রেঽস্মিন্ বর্ত্ততে দেবী রাকিণীনামধারিণী।
বিবিধায়ুধহস্তা চ নীলকমলসদ্যুতিঃ ॥৪০৭॥

স্বাধিষ্ঠাননামক পদ্মে বারুণ চক্র রহিয়াছে। তন্মধ্যে বংকারসংজ্ঞক বারুণবীজ আছে। বংবীজের আধার-স্বরূপ বরুণের অঙ্কদেশে পীতাম্বরধারী মনোজ্ঞনীলবর্ণমূর্ত্তি, নবযৌবনসম্পন্ন, শ্রীবৎসকৌস্তভলাঞ্ছন দেবদেব চতুর্বাহু নারায়ণ বিরাজমান আছেন। এই চক্রে নানাস্ত্রশোভিতহস্তা নীলপদ্মকান্তিশালিনী রাকিণীনামধারিণী দেবী বাস করেন ॥৪০৪-৪০৭॥

বর্ত্ততে মণিপূরাব্জে ত্রিকোণং বহ্নিমণ্ডলম্।
তন্মধ্যে বিদ্যতে বহ্নেবীজং রংকার সংজ্ঞকম্ ॥৪০৮॥

বহ্নিচক্রস্থরংবীজং ভবতি বহ্নিদৈবতম্।
চতুর্হস্তং নবাদিত্যসন্নিভং মেষবাহনম্ ॥৪০৯॥

বীজস্য ক্রোড়দেশেঽস্তি বৃদ্ধবেশস্ত্রিলোচনঃ।
রুদ্রমূর্ত্তির্মহাকালো ভস্মলেপনভূষণঃ ॥৪১০॥

শুদ্ধসিন্দূরকান্তো লোকত্রাণৈককর্ত্তৃকঃ।
বরাভয়প্রদাতা চ সৃষ্টিসংহারকারকঃ ॥৫১১॥

চক্রেঽস্মিন্ বসতে দেবী লাকিনীনামধারিণী।
প্রসন্নমানসা শ্যামা সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী ॥৫১২॥

মণিপূরনামক পদ্মে ত্রিকোণ বহ্নিচক্র আছে। তন্মধ্যে রংকারসংজ্ঞক বহ্নিবীজ আছে। বহ্নিচক্রস্থ রংবীজস্থ বহ্নিদেব। তিনি চতুর্হস্ত নবসূর্য্যসমপ্রভ ও মেষবাহন। রংবীজের ক্রোড়দেশে রুদ্রমূর্ত্তি, মহাকাল, ভস্মলেপনভূষণ, বিশুদ্ধসিন্দূরবর্ণ, সর্ব্বলোকহিতকর, বরাভয়প্রদাতা, সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা, অক্ষরেশ্বর ত্রিলোচন আছেন। এই চক্রে প্রসন্নমনাঃ শ্যামা সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী লাকিনীনামধারিণী দেবী বাস করেন ॥৫০৮-৫১২॥

বক্ষস্থানাহতাম্ভোজে ষট্‌কোণং বায়ুমণ্ডলম্।
তন্মধ্যে নিহিতং বায়ুবীজং যংকারসংজ্ঞকম্ ॥৫১

বায়ুচক্রস্থিতং বীজং ধূম্রবর্ণং ধূম্রসন্নিভম্।
পবনাখ্যং চতুর্হস্তং কৃষ্ণসারনিবাহনম্ ॥৫১৪॥

বীজমধ্যস্থিতঃ শুক্লঃ ঈশানঃ করুণাময়ঃ।
ত্রিদিবক্ষ্মাপাতালোকবরাভয়প্রদঃ ॥৫১৫॥

অত্রাস্তে কাকিনী দেবী কঙ্কালমাল্যধারিণী।
পাশকপালখট্বাঙ্গবরাভয়করা শুভা ॥ ৫১৬ ।

এতদনাহতাম্ভোজ-কর্ণিকায়াং তড়িৎপ্রভা।
আস্তে শক্তিস্ত্রিনেত্রাখ্যা বাণনামা শিবস্তথা ॥ ৫১৭ ।

অনাহতনামক পদ্মে ষটকোণবিশিষ্ট বায়ুচক্র আছে। তন্মধ্যে যংকারসংজ্ঞক বায়ুবীজ আছে। এই বায়ুচক্রস্থ যংবীজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পবনসুন্দর ধূম্রবর্ণ চতুর্হস্ত কৃষ্ণসারবাহন। বীজমধ্যে শুক্লবর্ণ করুণালয় স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-লোকের বরাভয়প্রদ ঈশান আছেন। এই চক্রে কঙ্কাল-

মালাধারিণী পাশ-কপাল-খট্বাঙ্গ-বরাভয়-ধরা মঙ্গলময়ী কাকিনীদেবী বাস করেন। এই অনাহত পদ্মের কর্ণিকাতে তড়িৎপ্রভা ত্রিনেত্রানাম্নী শক্তি ও বাণাখ্য শিব বসতি করেন ॥ ৪০৩-৪১৭ ॥

বৃত্তাকারং নভশ্চক্রমাস্তে বিশুদ্ধপঙ্কজে।
তন্মধ্যে বর্ত্ততে ব্যোমবীজং হংকারসংজ্ঞকম্ ॥ ৪১৮ ॥

ব্যোমচক্রস্থহংবীজং শুক্লমাতঙ্গবাহনম্।
মনুরিত্যভিধাযুক্তং শ্বেতাম্বরসুশোভিতম্ ॥ ৪১৯ ॥

বীজস্য ক্রোড়দেশেঽস্তি পঞ্চবক্ত্রঃ সদাশিবঃ।
ত্রিনেত্রঃ কৃত্তিবাসাশ্চ গিরিজাভিন্ন-বিগ্রহঃ। ৪২০ ॥

চক্রেঽস্মিন্ বর্ত্ততে দেবী শাকিনী-নামধারিণী।
পীতবাসাঃ শরং চাপং পাশং সৃণিঞ্চ বিভ্রতী ॥ ৪২১ ॥

এতদ্-বিশুদ্ধ-রাজীব-কর্ণিকায়াং বিরাজতে।
নির্ম্মলং নিষ্কলঙ্কঞ্চ সম্পূর্ণং চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ৪২২ ॥

বিশুদ্ধনামক পদ্মে গোলাকার নভশ্চক্র আছে। তন্মধ্যে হংকার-সংজ্ঞক ব্যোমবীজ আছে। ব্যোমচক্রস্থ হংবীজ মনুনামধারী শ্বেতাম্বর-সুশোভিত শুক্লমাতঙ্গবাহন। বীজের ক্রোড়দেশে গৌরীমিলিতকায় কৃত্তিবাসাঃ ত্রিনেত্র পঞ্চমুখ সদাশিব আছেন। এই চক্রে পীতাম্বরধরা শর-চাপ-পাশ-সৃণিধারিণী শাকিনীশক্তি বাস করেন। এই বিশুদ্ধ পদ্মের কর্ণিকাতে নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল বিরাজ করিতেছে ॥৪১৮ ৪২২ ॥

আজ্ঞানামনি রাজীবে যোগিনাং ধ্যানধামনি।
রাজতে হাকিনী দেবী সোমশুভ্রা ষড়াননা ॥ ৪২৩ ॥

বিদ্যামুদ্রাং কপালঞ্চ ডমরুং জপমালিকাম্।
সংবিভ্রতী শুভৈর্হস্তৈশ্চতুর্ভিঃ ক্ষেমদায়িনী ॥ ৪২ ॥

অজ্ঞাভ্যন্তরভাগে চ সুসূক্ষ্মং বর্ত্ততে মনঃ।
কর্ণিকায়াং তথৈবাস্তে ইতরঃ শিবলিঙ্গকঃ ॥ ৪২৫ ॥

আজ্ঞাচক্রস্য মধ্যেঽন্যচ্চক্রং বিদ্যুৎপ্রভান্বিতম্।
বর্ত্ততে চৈব তচ্চক্রং পর শক্তিমন্দিরম্ ॥ ৪২৬ ॥

অন্তশ্চক্রে বসত্যস্মিন্ ওকারঃ প্রোজ্জ্বলদ্যুতিঃ।
প্রণবস্য হি সংযোগৈকাকৃতিঃ অ উ-বর্ণয়োঃ ॥ ৪২৭ ॥

ওকারস্যোর্দ্ধভাগে চ বর্ত্ততেঽর্দ্ধকলানিধিঃ।
অর্দ্ধকলানিধেরূর্দ্ধে মকারো বিন্দুবিগ্রহঃ ॥ ৪২৮ ॥

বিন্দুরূপিমকারোর্দ্ধে শঙ্করলিঙ্গবিগ্রহঃ।
আস্তে নাদঃ শশাঙ্কাভো ধবলো বলদেববৎ ॥ ৪২৯ ॥

ভ্রূমধ্যস্থদ্বিপর্ণাজ্ঞাপুষ্করাভ্যন্তরস্থিতঃ।
ওঙ্কার এব চন্দ্রার্দ্ধ-বিন্দু নাদ-সমন্বিতঃ ॥ ৪৩০ ॥

শুদ্ধবুদ্ধান্তরাত্মা হি সর্ব্বসাক্ষী সনাতনঃ।
সর্ব্বময়শ্চ সর্ব্বেশঃ পূর্ণঃ সর্ব্ববিভূতিমান্ ॥ ৪৩১ ॥

যোগিগণের ধ্যানধামস্বরূপ আজ্ঞানামক পদ্মে হাকিনীদেবী বিরাজ করিতেছেন। ইনি চন্দ্রবৎ শুভ্রা, ষডাননা ও ক্ষেমদা। চতুর্হস্তদ্বারা ইনি বিদ্যামুদ্রা, কপাল, ডমরু ও জপমালা ধরিয়া আছেন। এই পদ্মের অভ্যন্তরভাগে অতি সূক্ষ্ম মন বর্ত্তমান আছে ও ইহার কর্ণিকায় ইতরাখ্য শিবলিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন। আজ্ঞাচক্রের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা-সমন্বিত আর একটী চক্র আছে ও ইহাই পরমশক্তির মন্দিরস্বরূপ। এই অন্তশ্চক্রে প্রণবের উজ্জ্বলদ্যুতি ওকার রহিয়াছেন, এই ওকার অ এবং উ বর্ণের সংযোগে উত্থিত হইয়াছে। ওকারের উর্দ্ধভাগে অর্দ্ধচন্দ্র আছেন এবং তাঁহার উর্দ্ধে বিন্দুরূপী মকার আছেন। এই বিন্দুরূপী মকারের উর্দ্ধভাগে চন্দ্রকান্তি বলদেবের ন্যায় শুভ্র শিবলিঙ্গবিগ্রহ নাদ

আছেন। ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদল আজ্ঞাপদ্মমধ্যস্থিত অর্দ্ধচন্দ্র, বিন্দু, ও নাদসমন্বিত ওঙ্কারই সর্ব্বসাক্ষী, সনাতন, সর্ব্বময়, সর্ব্বেশ, পূর্ণ, সর্ব্ববিভূতিমান্, শুদ্ধ, বুদ্ধ অন্তরাত্মা ॥ ৮২৩-৪৩১ ॥

আজ্ঞাসরসিজোর্দ্ধাংশে শিরসি বর্ত্ততেঽম্বুজম্।
সহস্রদলসংযুক্তং শুদ্ধশুভ্রমধোমুখম্ ॥ ৪৩২ ॥

আস্তে তত্র সহস্রারে সম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলম্।
অমৃতরসসম্পৃক্তং শুদ্ধং শুভ্রং সুনির্ম্মলম্ ॥ ৪৩৩ ॥

স্ফুরতি বিদ্যুদাকারং ত্রিকোণং চন্দ্রমণ্ডলে।
ত্রিকোণস্যান্তরে শূন্যং স্থানং গুহ্যং বিরাজতে ॥ ৪৩৪ ॥

পরমশিব আস্তেঽস্মিন্ শূন্য আকাশরূপবান্।
পরমানন্দনিস্যন্দী মোহান্ধকারদারকঃ ॥ ৪৩৫ ॥

শূন্যস্থানাৎ করোত্যেব পরাত্মা পরমঃ শিবঃ।
অনুক্ষণমবিশ্রান্তমমৃতরস-বর্ষণম্ ॥ ৪৩৬ ॥

অমানাম্নী সুধাধারানিকেতনস্বরূপিণী।
অত্রৈব বিদ্যতে শুদ্ধা চন্দ্রস্য ষোড়শী কলা ॥ ৪৩৭ ॥

ভবতি সাতিসূক্ষ্মাব্জতন্তুশততমাংশবৎ।
অধোমুখী তড়িৎকান্তির্বালভাস্করসন্নিভা ॥ ৪৩৮ ॥

তত এব কলামধ্যাদ্ভবতি হি বিনির্গতা।
নিরন্তরং সুধাধারা পূর্ণানন্দপ্রদায়িনী ॥ ৪৩৯ ॥

তিষ্ঠতি চৈব তন্মধ্যে নির্ব্বাণাখ্যা কলাপরা।
নিত্যজ্ঞানপ্রদা দেবী দ্বাদশাদিত্যভাস্বরা ॥ ৪৪০ ॥

নির্ব্বাণশক্তিরাসীনা নির্ব্বাণাখ্যকলান্তরে।
অতিগুহ্যাতিসূক্ষ্মা চ কোটিভাস্করভাস্বরা ॥ ৪৪১ ॥

নির্ব্বাণশক্তিমাশ্রিত্য বর্ত্ততে পরমঃ শিবঃ।
শাশ্বতঃ সচ্চিদানন্দঃ শুদ্ধবোধপ্রকাশকঃ ॥ ৪৪২ ॥
কেচিদ্‌বুধা বদন্ত্যেনং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবাদিনঃ।
বিষ্ণুরিত্যভিধানেন প্রাহুঃ কেচিদ্ বিপশ্চিতঃ ॥ ৪৪৩ ॥
হংসনাম্নাপরে কেচিন্মন্যন্তে চ মনীষিণঃ।
কেচিদন্যে বদন্ত্যেনং মুক্তিমার্গপ্রকাশকম্ ॥ ৪৪৪ ॥

আজ্ঞাপদ্মের ঊর্দ্ধভাগে মস্তকের মধ্যে সহস্রদলযুক্ত শুদ্ধ শুভ্র অধোমুখ এক পদ্ম আছে। এই সহস্রদলপদ্মে অমৃতরসপূর্ণ শুদ্ধ শুভ্র সুনির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল আছে। চন্দ্রমণ্ডলে বিদ্যুদাকার ত্রিকোণ আছে। ত্রিকোণের অভ্যন্তরে গুহ্য এক শূন্যস্থান আছে। এই শূন্য স্থানে ব্যোমরূপী পরমানন্দ-দায়ক মোহান্ধকারনাশক পরমশিব বাস করেন। সেই পরমাত্মা পরমশিব ঐ শূন্যস্থান হইতে অনুক্ষণ অবিশ্রান্ত অমৃতরসবর্ষণ করিতেছেন। এইস্থানে অমানাম্নী সুধাধারানিকেতন-স্বরূপা পবিত্র চন্দ্রের ষোড়শী কলা আছে। সেই চন্দ্রকলা মৃণালতন্তুর শততমাংশবৎ সূক্ষ্মা বিদ্যুদ্বর্ণা বালসূর্য্যসন্নিভা অধোমুখী। সেই কলামধ্য হইতে পূর্ণানন্দপ্রদায়িনী সুধাধারা নিরন্তর ক্ষরিত হইতেছে। এইস্থানে নির্ব্বাণাখ্যা অপর একটী কলা আছেন। এই কলা দ্বাদশসূর্য্যসদৃশদীপ্তিসম্পন্না নিত্যজ্ঞানপ্রদা। নির্ব্বাণাখ্য-কলামধ্যে কোটিভাস্করভাস্বরা অতিগুহ্যা অতিসূক্ষ্মা নির্ব্বাণশক্তি আসীনা আছেন। শাশ্বত, সচ্চিদানন্দ, শুদ্ধজ্ঞানপ্রকাশক পরমশিব নির্ব্বাণশক্তি আশ্রয় করিয়া আছেন। কোন কোন ব্রহ্মবাদী পণ্ডিত ইহাকে ব্রহ্ম বলেন, আর কেহ কেহ ইহাকে বিষ্ণু বলিয়া থাকেন। আর কোন কোন মনীষী ইহাকে হংস নামে আখ্যাত করেন এবং অন্য কোন মনীষিগণ ইহাকে মুক্তিমার্গপ্রকাশক বলেন ॥ ৪৩২-৪৪৪ ॥

যমনিয়মসম্পন্নঃ প্রাণায়ামপরো যতিঃ।
মূলাধারগতাং সুপ্তাং কুণ্ডলিনীং প্রবোধয়ন্ ॥ ৪৪৫ ॥

মূলাধারাৎ সমুত্থাপ্য ভিত্বা চক্রাণি চৈব ষট্।
সহস্রারসমাসীনং তাং প্রাপয়ন্ পরং শিবম্॥ ৪৪৬॥
নির্বিরামঞ্চ ভুঞ্জানো নিত্যানন্দামৃতস্রুতিম্।
নিজস্বরূপবোধেন পরমাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ৪৪৭।

যমনিয়মসম্পন্ন প্রাণায়ামপরায়ণ যতি মূলাধারস্থা সুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিয়া, মূলাধার হইতে উত্তোলন করিয়া ষট্‌চক্রভেদপূর্ব্বক সহস্রদলপদ্মস্থ পরমশিবের সহিত মিলিত করিলে অবিরাম নিত্যানন্দামৃত-ধারা ভোগ করেন এবং আত্মস্বরূপের উপলব্ধির দ্বারা পরমশান্তিলাভ করেন॥ ৪৪৫—৪৪৭॥

আস্তে নাড়ী সুষুম্নাখ্যা নরকলেবরান্তরে।
মেরুদণ্ডস্য মধ্যে হি সূর্য্যাচন্দ্রানলাত্মিকা॥ ৪৪৮॥

সা সুষুম্নাভিধা নাড়ী ধুস্তূরপুষ্পভাস্বরা।
সত্ত্বরজস্তমোরূপৈস্ত্রিভির্গুণৈঃ সমন্বিতা॥ ৪৪৯॥

উপস্থপায়ুমধ্যস্থাত্তথাধারপঙ্কজাৎ।
মস্তকস্থসহস্রারপদ্মপর্য্যন্তমাগতা॥ ৪৫০॥

তস্যাং নাড্যাং সুষুম্নায়াং মেরুস্থায়াং নিরন্তরম্।
চক্রাণি পরিশোভন্তে আশ্চর্য্যগ্রথিতানি ষট্॥ ৪৫১॥

মেরুদণ্ডবাহ্যদেশে বামেহস্তীড়াভিধা শিরা।
সাপি নাড়ী বিপশ্চিদ্ভিঃ কথ্যতে চন্দ্রনাড়িকা॥ ৪৫২॥

মেরুদণ্ডবহির্দেশে দক্ষিণে পিঙ্গলাভিধা।
যা নাড়ী কথ্যতে সাপি সুধীভিঃ সূর্য্যনাড়িকা॥ ৪৫৩॥

সুষুম্নাভ্যন্তরচ্ছিদ্রে আস্তে বজ্রাভিধা শিরা।
ব্যাপ্তা সা শীর্ষপর্য্যন্তং মেঢ্রদেশাৎ সমুজ্জ্বলা॥ ৪৫৪॥

বর্ত্ততে চিত্রিণী নাড়ী বজ্রাভিধশিরান্তরে।
মর্কটসূত্রবৎসূক্ষ্মা প্রণবপবিমণ্ডিতা ॥ ৪৫৫ ॥
চিত্রিণ্যাখ্যশিরামধ্যে ব্রহ্মনাড়ী বিরাজতে।
অতিসূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা চ বিদ্যুন্মালাসমুজ্জ্বলা ॥৪৫৬॥
মূলাধারসরোজস্থস্বয়ম্ভূমুখগহ্বরাৎ।
সহস্রারস্থপরমশিবপর্য্যন্তমাততা ॥৪৫৭॥
সকলসুখময়োষা শুদ্ধবোধপ্রদা শিবা।
অস্ত্যেতদব্রহ্মনাড্যাস্যে ব্রহ্মদ্বারং সুশোভনম্ ॥৪৫৮॥
ব্রহ্মদ্বারং বদন্ত্যেতৎ সুষুম্নাবদনং বুধাঃ।
ঊর্দ্ধং গচ্ছতি যেনৈব কুণ্ডলী নিদ্রিতোত্থিতা ॥৪৫৯॥

নরশরীরের অভ্যন্তরে মেরুদণ্ডের মধ্যে সূর্য্যচন্দ্রবহ্ন্যাত্মক সুষুম্নানাম্নী নাড়ী আছে। সেই সুষুম্নানাম্নী নাড়ী ধুস্তূরপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত। ইহা পায়ু ও উপস্থমধ্যস্থ মূলাধারপদ্ম হইতে উত্থিত হইয়া মস্তকস্থ সহস্রারপদ্ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। মেরুদণ্ডস্থ এই সুষুম্নানাড়ীতে ছয়টী চক্র অপূর্ব্বভাবে গ্রথিত হইয়া নিরন্তর শোভা পাইতেছে। মেরুদণ্ডের বহির্দেশে বামভাগে ইড়ানাম্নী নাড়ী আছে। পণ্ডিতেরা ইড়ানাম্নী নাড়ীকে চন্দ্রনাড়ী বলেন। মেরুদণ্ডের বহির্দেশে দক্ষিণভাগে পিঙ্গলানাম্নী নাড়ী আছে। পণ্ডিতেরা পিঙ্গলা নাড়ীকে সূর্য্য-নাড়ী বলেন। সুষুম্নানাড়ীর ছিদ্রমধ্যে বজ্রনাড়ী আছে। সেই সমুজ্জ্বল বজ্রনাড়ী মেঢ্র হইতে শীর্ষপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। বজ্রনাড়ীর অভ্যন্তরে চিত্রিণীনাম্নী নাড়ী আছে। এই চিত্রিণী নাড়ী মাকড়সার সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং ওঙ্কারশোভিতা। চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যে অতীব সূক্ষ্মা বিদ্যুন্মালাসমুজ্জ্বলা ব্রহ্মনাড়ী শোভা পাইতেছে। মূলাধারপদ্মস্থ স্বয়ম্ভূর মুখচ্ছিদ্র হইতে সহস্রারস্থ পরমশিবপর্য্যন্ত এই ব্রহ্মনাড়ী বিস্তৃত আছে। এই ব্রহ্মনাড়ী সকলসুখময়ী ও শুদ্ধজ্ঞানপ্রদা। এই ব্রহ্মনাড়ীর মুখে সুশোভন ব্রহ্মদ্বার আছে। পণ্ডিতেরা সুষুম্নার মুখকে

ব্রহ্মদ্বার বলেন, যাহার দ্বারা কুণ্ডলী সুপ্তোত্থিতা হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করেন ॥৪৪৮-৪৫৯॥

পঞ্চানাং লোচন-ঘ্রাণ-শ্রবণ-রসনা ত্বচাম্।
সম্যঙ্ নিজনিজার্থেভ্য ইন্দ্রিয়াণাং নিবর্ত্তনম্ ॥৪৬০॥
রূপগন্ধধ্বনিস্বাদস্পর্শেভ্যঃ পরিকীর্ত্যতে।
প্রত্যাহারো যতঃ সর্ব্বে মুগ্ধা বিষয়লম্পটাঃ ॥৪৬ ॥

যে অর্থ বা বিষয়সমূহে বিষয়লম্পটেরা মুগ্ধ হয়, সেই রূপ গন্ধ শব্দ রস স্পর্শরূপ নিজ নিজ বিষয় হইতে লোচন, ঘ্রাণ, শ্রবণ, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সম্যগ্ রূপ নিবর্ত্তনের নাম প্রত্যাহার ॥৪৬০-৪৬১॥

একস্মিন্ শাশ্বতে নিত্যেঽদ্বিতীয়ে ব্রহ্মবস্তুনি।
পণ্ডিতা ধারণেত্যাহুরন্তর্বিন্দ্রিয়ধারণম্ ॥৪৬২॥

এক, শাশ্বত, নিত্য, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তরিন্দ্রিয়ের ধারণকে পণ্ডিতেরা ধারণা বলিয়া থাকেন ॥৪৬২॥

ধ্যানং নিগদ্যতেঽদ্বৈতে চিত্তবৃত্ত্যেকতানতা।
ধারণাবিষয়ীভূতে ব্রহ্মবস্তুনি শাশ্বতে ॥৪৬৩॥
অবিচ্ছেদেন চৈকস্মিন্ শাশ্বতে ব্রহ্মবস্তুনি।
অদ্বিতীয়ে মনোবৃত্তিপ্রবাহো ধ্যানমুচ্যতে ॥৪৬৪॥

ধারণার বিষয়ীভূত শাশ্বত অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তুতে চিত্তবৃত্তির একতানতার নাম ধ্যান। এক অদ্বিতীয় শাশ্বত ব্রহ্মবস্তুতে অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিপ্রবাহকে ধ্যান বলে ॥৪৬৩-৪৬৪।

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যেতিবিকল্পত্রিতয়স্য হি।
লয়ানপেক্ষয়া নিত্যেঽদ্বিতীয়ে ব্রহ্মবস্তুনি ॥৪৬৫॥

চিত্তবৃত্তেস্তদাকারাকারিতায়া অবস্থিতিঃ।
নিগদ্যতে বিপশ্চিদ্ভিঃ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ ॥৪৬৬।

দ্রষ্টা দর্শন ও দৃশ্য এই বিকল্পত্রয়ের লয়াপেক্ষা না করিয়া, নিত্য অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুতে তদাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তির অবস্থিতিকে পণ্ডিতেরা সবিকল্প সমাধি বলেন ॥৪৬৫-৪৬৬।

সমাধের্নির্ব্বিকল্পস্যেতাঙ্গান্যষ্টৌ ভবন্তি হি।
ভবত্যেতেষু সিদ্ধেষু সোঽহংবোধঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪৬৭॥

নির্ব্বিকল্প সমাধির এই আটটী অঙ্গ। তাহারা সিদ্ধ হইলে সোঽহং-বোধের প্রতিষ্ঠা হয় ॥৪৬৭॥

সমাধের্নির্ব্বিকল্পস্য সন্তি বিঘ্নাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
লয়-কষায়-বিক্ষেপ রসাস্বাদনলক্ষণা ॥৪৬৮॥

নির্ব্বিকল্প সমাধির চারিটী বিঘ্ন আছে, যথা লয়, কষায় বিক্ষেপ ও রসাস্বাদন। ৪৬৮॥

যৎ সমাধিচিকীর্ষায়াং ব্রহ্মবস্ত্ববলম্বনে।
অশক্তায়া মনোবৃত্তের্নিদ্রালস্যং হি তল্লয়ঃ ॥৪৬৯॥

সমাধিসাধনেচ্ছাকালে ব্রহ্ম-বস্তুর অবলম্বনে অসমর্থ মনোবৃত্তির যে নিদ্রালস্য, তাহার নাম লয় ॥ ৪৬৯ ॥

যৎ সমাধিচিকীর্ষায়াং ব্রহ্মবস্ত্ববলম্বনে।
অশক্তায়া মনোবৃত্তেরন্যবস্ত্ববলম্বনম্।
ব্রহ্মবস্তু পরিত্যজ্য বিক্ষেপস্তন্নিগদ্যতে ॥ ৪৭০ ॥

সমাধিসাধনেচ্ছাকালে ব্রহ্মবস্তুর অবলম্বনে অসমর্থ মনোবৃত্তির ব্রহ্মবস্তু পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যবস্তুর অবলম্বন, তাহার নাম বিক্ষেপ ॥ ৪৭০ ॥

ন লয়ো ন চ বিক্ষেপশ্চিত্তবৃত্তৌ হি বর্ত্ততে।
রাগাদিবাসনাক্রান্তা চিত্তবৃত্তিস্তথাপি সা ॥ ৪৭১ ॥

সংপ্রাপ্য স্তব্ধতামেকাদ্বিতীয়বস্তুধারণে।
গচ্ছন্তি হ্যসমর্থত্বং কষায়ঃ সাঽসমর্থতা ॥ ৪৭২ ॥

চিত্তবৃত্তিতে লয়ও নাই বিক্ষেপও নাই, তথাপি সেই চিত্তবৃত্তি রাগাদিবাসনাক্রান্তা হইয়া স্তব্ধতানিবন্ধন এক অদ্বিতীয় বস্তুর ধারণা করিতে যে অসমর্থতা প্রাপ্ত হয়, সেই অসমর্থতার নাম কষায় ॥ ৪৭১-৪৭২ ॥

অদ্বিতীয়মনাশ্রিত্য ব্রহ্মবস্তু সনাতনম্।
জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিপার্থক্যসঙ্গিতে সবিকল্পকে ॥ ৪৭৩ ॥

সমাধৌ হি মনোবৃত্তের্ব্রহ্মানন্দভ্রমেণ চ।
সবিকল্পানন্দাস্বাদো রসাস্বাদনমুচ্যতে ॥ ৪৭৪ ॥

সমাধের্নির্ব্বিকল্পস্য প্রারম্ভসময়েঽথবা।
সবিকল্পানন্দাস্বাদো রসাস্বাদনমুচ্যতে ॥ ৪৭৫ ॥

অদ্বিতীয় সনাতন ব্রহ্মবস্তুর আশ্রয় না করিয়া, জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপ-পার্থক্যযুক্ত সবিকল্পসমাধিকালে ব্রহ্মানন্দভ্রমে মনোবৃত্তির যে সবিকল্প আনন্দের আস্বাদ হয়, তাহাকে রসাস্বাদন বলে, অথবা নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রারম্ভকালে যে সবিকল্প আনন্দাস্বাদ হয় তাহাকে রসাস্বাদন বলে ॥ ৪৭৩-৪৭৫ ॥

যদা চিত্তং গতজ্ঞান-জ্ঞেয়জ্ঞাতৃবিকল্পকম্।
প্রশান্তমচলং বিঘ্নচতুষ্টয়বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৭৬ ॥

নির্ব্বাতদীপবৎ সম্যগেকীভাবেন বর্ত্ততে।
যদা চাখণ্ডচৈতন্যমাত্রমেবাবতিষ্ঠতে ॥ ৪৭৭ ॥

তদৈব হি সমায়াতি সমাধির্নির্ব্বিকল্পকঃ।
প্রপঞ্চো বিলয়ং যাতি দ্বৈতবোধো বিলুপ্যতে ॥ ৪৭৮ ॥

যখন চিত্ত হইতে জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়রূপ বিকল্পসকল চলিয়া যায়, যখন চিত্ত বিঘ্নচতুষ্টয়বর্জ্জিত, প্রশান্ত, নির্ব্বাতদীপবৎ নিশ্চল হইয়া একভাবে অবস্থান করে, যখন অখণ্ডচৈতন্যমাত্রই থাকে, তখনই নির্ব্বিকল্প সমাধি আইসে, প্রপঞ্চের বিলয় হয় ও দ্বৈতজ্ঞান লুপ্ত হয় ॥ ৪৭৬-৪৭৮ ॥

যদৈব স্বস্বরূপস্যাখণ্ডস্য হ্যদ্বয়স্য চ।
একস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎকারঃ শুদ্ধস্য জায়তে ॥ ৪৭৯ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবেণ বিবিধভেদবুদ্ধিদম্।
ব্রহ্মাবরণরূপঞ্চ তদাজ্ঞানং প্রণশ্যতি ॥ ৪৮০ ॥

গচ্ছতি বিলয়ং সম্যক্ তেনাজ্ঞানেন কল্পিতম্।
পুণ্যপাতকসন্দেহ-বিপর্য্যয়াদিকং তথা ॥ ৪৮১ ॥

নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থসাধকস্য তদৈব হি।
অখিল-বন্ধরাহিত্যং জায়তে কেবলাত্মনঃ ॥ ৪৮২ ॥

সকলসংশয়চ্ছেদো হৃদয়গ্রন্থিভঞ্জনম্।
সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়শ্চৈব ভবতি ব্রহ্মদর্শিনঃ ॥ ৪৮৩ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠো ব্রহ্মপরো নিখিলবন্ধবর্জ্জিতঃ।
ব্রহ্মানন্দপ্রসন্নাত্মা জীবন্মুক্তো নিগদ্যতে ॥ ৪৮৪ ॥

যখন স্বস্বরূপ, অখণ্ড, শুদ্ধ, এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে বিবিধভেদবুদ্ধিদ ব্রহ্মের আবরণস্বরূপ অজ্ঞানের নাশ হয়। আর সেই অজ্ঞানকল্পিত পুণ্য, পাপ, সন্দেহ, বিপর্য্যয় ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বিলয়প্রাপ্ত হয়। সেইকালে নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থ কেবলাত্মা সাধকের অখিলবন্ধরাহিত্য ঘটে। ব্রহ্মদর্শীর সর্ব্বসংশয়চ্ছেদ, হৃদয়গ্রন্থিভঞ্জন

ও সর্ব্বকর্ম্মক্ষয় হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মপর, নিখিলবন্ধশূন্য, ব্রহ্মানন্দপ্রসন্নাত্মা ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত বলে ॥ ৪৭৯-৪৮৪ ॥

অয়ং জাগ্রদবস্থায়াং ভেদবুদ্ধিবিলোপতঃ।
ন ক্বাপি পশ্যতি দ্বৈতং কেবলব্রহ্মদর্শনাৎ ॥ ৪৮৫ ॥

ভেদবুদ্ধিবিলোপনিবন্ধন কেবলব্রহ্মদর্শনহেতু এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জাগ্রৎ অবস্থায় কুত্রাপি দ্বৈত দেখেন না ॥ ৪৮৫ ॥

জাগ্রৎকালে সুষুপ্তৌ চ কিমপি ব্রহ্মণো বিনা।
নাবলোকয়তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বশাদয়ম্ ॥ ৪৮৬ ॥

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবশতঃ এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জাগ্রৎকালে ও সুষুপ্তিতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না ॥ ৪৮৬ ॥

রক্তমাংসশকৃন্মূত্রক্লেদাধারশরীরবান্।
আন্ধ্যমান্দ্যাপটুত্বাদিভাজ নব্রিয়বাংস্তথা ॥ ৪৮৭ ॥

ক্ষুত্তৃষ্ণাশোকমোহাদিভাজনমন্তরিন্দ্রিয়ম্।
ধারয়ন্নপি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কলয়ন্নপি ॥৪৮৮॥

সমাধ্যভ্যাসসামর্থ্যাদহংকর্তৃত্ববর্জ্জনাৎ।
কর্ম্মবন্ধবিহীনঃ স কর্ম্মফলৈর্ন লিপ্যতে ॥৪৮৯॥

রক্ত, মাংস, বিষ্ঠা, মূত্র ও ক্লেদের আধারস্বরূপ শরীর ধারণ করিয়া অন্ধত্ব, মন্দত্ব অপটুত্ব প্রভৃতি যুক্ত ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়াও, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ ইত্যাদির আধারস্বরূপ অন্তরিন্দ্রিয়কে লইয়া এবং সকল কর্ম্ম করিয়াও অহঙ্কারবর্জ্জন ও সমাধিলাভাভ্যাসে সামর্থ্যহেতু কর্ম্মবন্ধশূন্য সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফলের দ্বারা লিপ্ত হয়েন না ॥৪৮৭-৪৮৯॥

লোকসংগ্রহমালোক্য কৃত্বা কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
নৈমিত্তিকানি নিত্যানি নাসক্ত্যা স নিবধ্যতে ॥৪৯০॥

লোকসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্ম করিয়া তিনি আসক্তি দ্বারা বদ্ধ হয়েন না ॥৪৯০॥

দর্শনশ্রবণাঘ্রাণভোজনস্পর্শনাদিকম্।
ন কিল্বিষমবাপ্নোতি সর্ব্বং কর্ম্মায়মাচরন্ ॥৪৯১॥

ইনি দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, ভোজন, স্পর্শন ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্ম করিয়া কিল্বিষ অর্থাৎ পাপপ্রাপ্ত হয়েন না ॥৪৯১॥

স হি শুভাশুভত্যাগী ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধো যতবাক্‌কায়মানসঃ ॥৪৯২॥

তিনি শুভাশুভত্যাগী, সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য, তাঁহার আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ নাই এবং তাঁহার বাক্য, শরীর ও মন সংযত ॥৪৯২॥

অসংমূঢ়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ সদৈব ব্রহ্মণি স্থিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বাতীতো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৯৩॥

তিনি জিতেন্দ্রিয় ও শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বসকলের অতীত। তাঁহার মোহ বিদূরিত হইয়াছে, এবং তাঁহার প্রজ্ঞা স্থিতিলাভ করিয়াছে, ও তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মে অবস্থান করিতেছেন ॥৪৯ ॥

আত্মন্যেব সদা তুষ্টোঽসক্তঃ সর্ব্বত্র নির্ম্মমঃ।
কামলোভমদক্রোধমোহমাৎসর্য্যবর্জ্জিতঃ ॥৪৯৪॥

আত্মাতেই তাঁহার নিত্য তুষ্টি। তিনি সর্ব্বত্র আসক্তিহীন ও মমতাশূন্য এবং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-বর্জ্জিত ॥৪৯৪॥

পরিবর্ত্তনশীলস্য জগতঃ সর্ব্ববস্তুষু।
সমদর্শনসম্পন্নো ভেদবুদ্ধিবিলোপতঃ ॥৪৯৫॥

তাঁহার ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া, পরিবর্ত্তনশীল জগতের সমস্ত বস্তুতেই তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন ॥ ৪৯৫॥

ব্রহ্মৈব জগতঃ সত্তা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ন কিঞ্চিদপি তদ্ভিন্নমেবংজ্ঞানপরায়ণঃ ॥৪৯৬॥

"ব্রহ্মই জগতের সত্তা, জীব ব্রহ্মই, আর কেহ নহে, ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই" এই জ্ঞান জীবন্মুক্তের হইয়া থাকে ॥ ৪৯৬॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থজ্ঞানোদ্ভাসিতমানসঃ।
ব্রহ্মসংযোগযুক্তাত্মা সোঽহংভাবেন ভাবিতঃ ॥৪৯৭।

তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যের অর্থবোধহেতু তাঁহার মানস আলোকিত অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারশূন্য। তিনি ব্রহ্মসংযোগলাভ করিয়াছেন এবং তিনি সোঽহংভাবে ভাবিত ॥৪৯৭॥

যথেন্দ্রজালমালোক্য রহস্যজ্ঞেন্দ্রজালিকঃ।
বিচিত্রস্যেন্দ্রজালস্য যথার্থত্বং ন মন্যতে ॥৪৯৮॥
জীবন্মুক্তস্তথৈবায়ং নানাভাবগতং জগৎ।
সপ্রপঞ্চং সমালোক্য মৃষেদং মন্যতে সদা ॥৪৯৯॥

ইন্দ্রজালরহস্যজ্ঞ ঐন্দ্রজালিক যেমন ইন্দ্রজাল দেখিয়া, বিচিত্র সেই ইন্দ্রজালের সত্যতাকে মনে স্থান দেন না, সেইরূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি নানাভাবপ্রাপ্ত প্রপঞ্চময় এই জগৎকে দেখিয়া ইহাকে মিথ্যা জ্ঞান করেন ॥৪৯৮, ৪৯৯॥

সোঽনেত্রবৎ সনেত্রোঽপি সকর্ণং কর্ণহীনবৎ।
সোঽপ্রাণইব সপ্রাণঃ সমনা অমনা ইব ॥৫০০॥

তিনি নেত্রবান্ হইয়াও নেত্রহীনের ন্যায়, কর্ণবান্ হইয়াও কর্ণহীনের ন্যায়, প্রাণবিশিষ্ট হইয়াও প্রাণশূন্যের ন্যায়, এবং মনোবিশিষ্ট হইয়াও মনোহীনের ন্যায় থাকেন ॥৫০০॥

জাগ্রত্যাস্তে সুষুপ্তোঽয়ং দ্বৈতেঽদ্বৈতমীক্ষতে।
বাহ্যকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণ আস্তে মনসি নিষ্ক্রিয়ঃ ॥৫০১॥

ইনি জাগ্রৎকালে সুষুপ্তের ন্যায় থাকেন, দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত দেখেন ইনি বাহ্যকর্ম্মসকল করিলেও ইহার মন নিষ্ক্রিয় থাকে ॥৫ ১॥

অয়ং শরীরযাত্রায়ৈ যাবচ্ছরীরধারণম্।
বিহারাশনকার্য্যেষু নিঃসঙ্গো নিরতো ভবেৎ ॥৫০২॥

যতদিন দেহ থাকে, ততদিন তিনি শরীরযাত্রার জন্য বিহারাশনাদি-কার্য্যে আসক্তিশূন্য হইয়া নিরত থাকেন ॥৫০২।

স্বেচ্ছাচারপরিত্যাগী জগদ্ধিতৈষণেরিতঃ।
সযত্নঃ সর্ব্বভূতানামাত্মশক্তিবিকাশনে ॥৫০৩॥

জগতের হিতসাধনবাসনাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করেন এবং সর্ব্বভূতের আত্মশক্তিবিকাশনে যত্নবান্ হয়েন ॥৫০৩॥

শুভেঽথবাশুভে স্বীয়ে সদোদাসীনবৎ স্থিতঃ।
তুল্যবোধঃ ক্ষতৌ লাভে নিন্দাসংস্তুতিবাদয়োঃ ॥৫০৪॥

লাভ বা অলাভে, নিন্দায় বা প্রশংসায় তিনি তুল্য-জ্ঞান হয়েন এবং স্বীয় শুভাশুভবিষয়ে সর্ব্বদা উদাসীনের ন্যায় থাকেন ॥৫০৪॥

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা
গ্রহণ সংখ্যা
প গ্রহণের তারিখ